প্রথম আলো

Prothom Alo North America

20 June 2024, Thursday, 8th Year, Issue 379, 40 Pages

২০ জুন ২০২৪, ৬ আষাঢ় ১৪৩১, ১৪ জিলহজ ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৭৯, পৃষ্ঠা: ৪০

যুক্তরাষ্ট্রে ভাইস প্রেসিডেন্ট কতটা ক্ষমতাশালী
পৃষ্ঠা ২৮

৪৩ বছর জেল খেটে নির্দোষ মিসৌরির এক নারী
পৃষ্ঠা ১৬

ইমিগ্রেশন নিয়ে বাইডেনের ঘোষণায় কী আছে

নির্বাচন ২০২৪

প্রায় ১১ লাখ নথিপত্রহীন অভিবাসীর অর্ধেকই বৈধতা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইব্রাহীম চৌধুরী

আমেরিকার ভেঙ্গে পড়া ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা সংস্কারে ব্যর্থ হলেও কয়েক লাখ নথিপত্রহীন লোকজনের ইমিগ্রেশন সুবিধা দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। নির্বাহী আদেশে নেয়া পদ্ধতিগত এ সিদ্ধান্তে ঠিক কত সংখ্যক ইমিগ্রেন্ট লাভবান হবেন, তা এখনই বলা যাচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকে আমেরিকায় আছেন এবং আমেরিকার

- রক্ষণশীলদের তীব্র সমালোচনা।
- এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাইডেন কতটা সুবিধা করতে পারবেন, তাও অনিশ্চিত।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন

কয়েক লাখ অভিবাসী বৈধতা পাচ্ছেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

আসছে নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনকে সামনে রেখে কয়েক লক্ষ অবৈধ অভিবাসীকে বৈধতা দিতে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। অবৈধ অভিবাসী স্বামী-স্ত্রীকে বৈধতার লক্ষ্যে আবেদন করার জন্য একটি 'প্যারোল ইন প্লেস' পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করছে হোয়াইট হাউস।

যাঁরা কমপক্ষে ১০ বছর ধরে আমেরিকায় রয়েছেন, তাঁদের এই পদক্ষেপ প্রযোজ্য হবে। একই সঙ্গে বৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

দিল্লিতে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর

বিবিসি বাংলা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে দিল্লি যাচ্ছেন শুক্রবার। এ সফরকে 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' আখ্যায়িত করে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে যে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে তাতে সফরের সময়ে উভয় দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি বিনিময়ের কথা

১০ জুন নরেন্দ্র মোদীর শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

আলোচনায় এবার আছাদুজ্জামানের স্ত্রী-মেয়ের সম্পদ

ঢাকা অফিস

আছাদুজ্জামান মিয়া

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় একাধিক ফ্ল্যাট, প্লট, বাড়ি,

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

বর্ষন আর পাহাড়ি ঢল

সিলেট-সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

সিলেট প্রতিনিধি

টানা বৃষ্টি ও ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সিলেট এবং সুনামগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মতে, আরও ৬ দিন বৃষ্টি ও মেঘালয় থেকে পাহাড়ি ঢল অব্যাহত থাকবে। নিম্নাঞ্চলে পানি বাড়ছে। বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা রয়েছে।

সুনামগঞ্জের ১২টি উপজেলায় বন্যা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

সিলেটের জৈন্তাপুরে বন্যায় ডুবে থাকা একটি বিদ্যালয়।

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
SECURITY
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

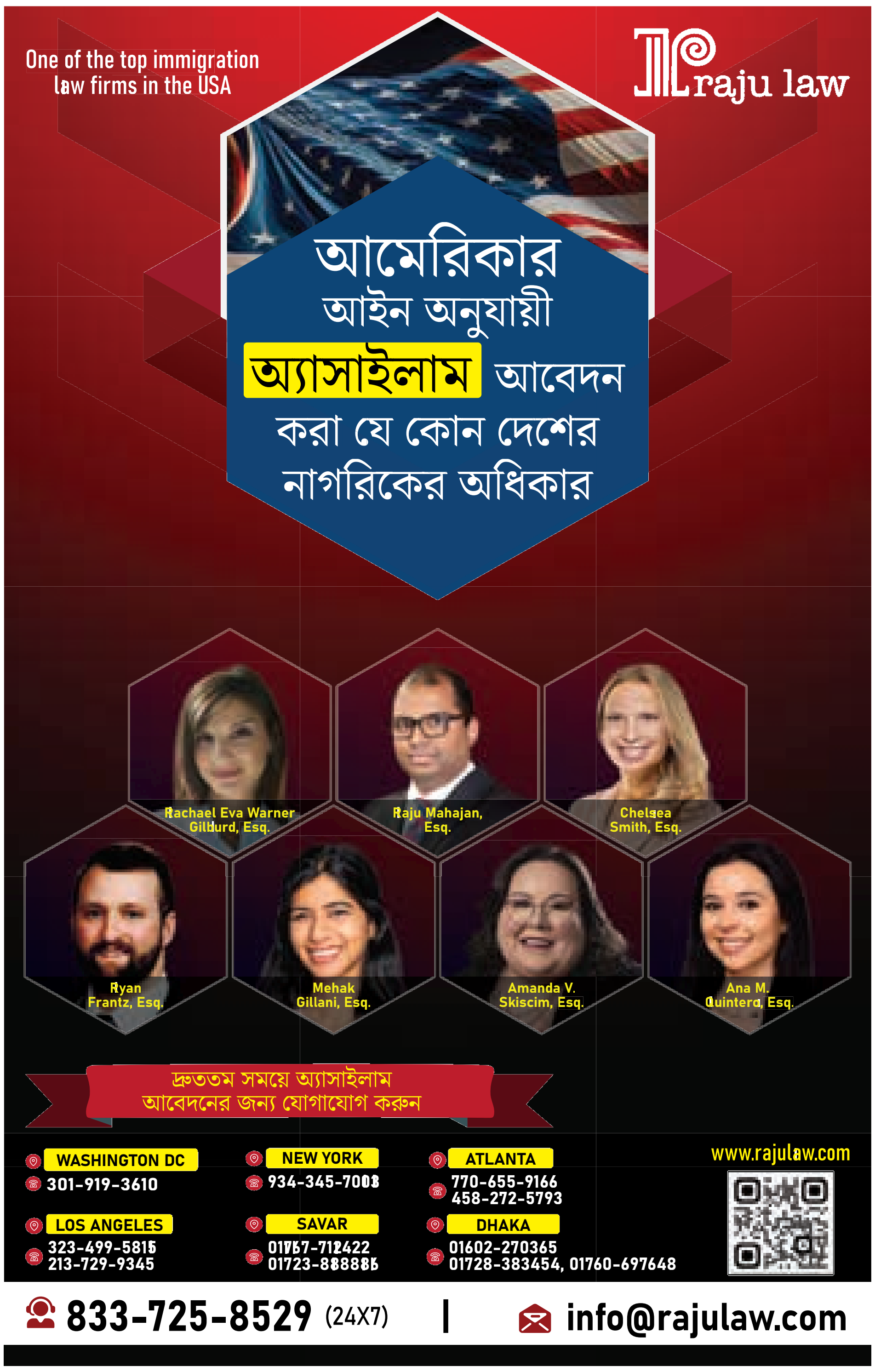
One of the top immigration law firms in the USA
raju law
আমেরিকার আইন অনুযায়ী অ্যাসাইলাম আবেদন করা যে কোন দেশের নাগরিকের অধিকার
Rachael Eva Warner Gilburd, Esq.
Raju Mahajan, Esq.
Chelsea Smith, Esq.
Ryan Frantz, Esq.
Mehak Gillani, Esq.
Amanda V. Skiscim, Esq.
Ana M. Quintero, Esq.
দ্রুততম সময়ে অ্যাসাইলাম আবেদনের জন্য যোগাযোগ করুন
WASHINGTON DC 301-919-3610
NEW YORK 934-345-7003
ATLANTA 770-655-9166 458-272-5793
LOS ANGELES 323-499-5815 213-729-9345
SAVAR 01767-712422 01723-888885
DHAKA 01602-270365 01728-383454, 01760-697648
www.rajulaw.com
833-725-8529 (24X7) | info@rajulaw.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you having credit card problems?
Has your bank account been sealed?
Are you being deported?
Are you unable to pay your debts?
Are you getting harrassed by creditors?
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা বাংলায় কথা বলি
সুরাইয়া রহমান

প্রবাসেও দেশের আমেজে এখন কোরবানি হচ্ছে। খামারে জবাই করে পশু নিয়ে আসেন নিজেদের বাড়িতে। স্বজন, প্রতিবেশী স্বদেশিদের নিয়ে দেশের মতোই উৎসবের আনন্দে কোরবানি করেন অনেক প্রবাসী। ১৬ জুন রোববার ঈদের দিনে জামাইকা এলাকা থেকে ছবিটি ধারণ করেছেন মনজুরুল হক।

মাংস পেতে প্রবাসীদের ভোগান্তি

কোরবানীতে কসাই সংকট

খামারে দেওয়া কোরবানির অর্ডারের মাংস ঈদের ২/৩ দিন পর হাতে পান প্রবাসীরা।

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রে কসাই সংকটের ফলে কোরবানির মাংস পেতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোগান্তি দিন দিন বেড়েই চলছে। মাংস পেতে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে হাজার হাজার প্রবাসীদের। তারা কেনা মাংস দিয়েই মেহমানদারি সারেন ঈদের দিন, আর 'কোরবানির মাংস' হাতে পান ঈদের ২/৩ দিন পর। যুগ যুগ ধরে কসাই সংকটের কারণে এ বিড়ম্বনায় দেখা দিলেও এ যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে প্রবাসীদের কাছে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩৭ হাজার গরু ও ছাগল বা প্রাণিসম্পদ খামার রয়েছে। এসব খামারে দেওয়া কোরবানির অর্ডারের মাংস ঈদের ২/৩ দিন পর হাতে পান প্রবাসীরা। যুগ যুগ ধরে এ অবস্থা চলে আসছে কিন্ত তবুও নিরুপায় হয়েই প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের খামারে খামারে গিয়ে এ যৌথভাবে গরু এবং এককভাবে ছাগল কোরবানির অর্ডার দিচ্ছেন। প্রায় প্রতিটি খামারেই ঈদের দিন থেকে হাজার হাজার গরু-ছাগল জবাই করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ক্রমিক নম্বর অনুসারে কারও ভাগ্যে ঈদের দিন, আবার কারও ভাগ্যে ঈদের ২/৩ দিন পর জোটে কোরবানির মাংস। ঈদের দিনে কোরবানির মাংস হাতে পাওয়া প্রবাসীর সংখ্যা খুবই কম।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩৫ শতাংশ প্রবাসী বাংলাদেশিরা এখানে যৌথভাবে গরু ও একক ভাবে ছাগল কুরবানিতে অংশ নেন। শুধু বাংলাদেশিরাই নয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমান ধর্মাবলম্বী সকল দেশীয় মানুষরাও পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে প্রায় এক মাস আগে থেকেই বিভিন্ন খামারে গিয়ে গরু-ছাগল ওজন দিয়ে কোরবানির জন্য অর্ডার দিয়ে আসেন। ঈদের দিনে নামাজ শেষেই বেশিরভাগ প্রবাসীরাই ছুটে যান খামারের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে অপেক্ষার পর অপেক্ষা। সারাদিন অপেক্ষার পর কোরবানির গরু-ছাগল জবাইয়ের ক্রমিক নম্বর না মেলায় দিনান্তে ঘরে ফিরে আসেন। পরদিন আবার ছুটে যান একই খামারে। এভাবেই কোরবানির মাংসের জন্য চলে দৌঁড়ঝাপ।

জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক, ম্যাসাচুসেটস, নিউ জার্সি, ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া, ম্যারিল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, কানেকটিকাট, নর্থ ক্যারোলিনা, ওহাইও, মিনেসোটা, টেনেসি, নিউ হ্যাম্পশয়ার, মেইন, রোড আইল্যান্ড, ভারমন্ট অঙ্গরাজ্যের হাজার হাজার প্রবাসী বাংলাদেশিরা ঈদুল আজহার একমাস আগে থেকেই ছুটে যান বিভিন্ন গরুর খামারে। সেখানে জীবন্ত গরু যৌথভাবে এবং ছাগল এককভাবে ওজন দিয়ে কোরবানির অর্ডার বুকিং দিয়ে আসেন।

এদিকে, বিভিন্ন খামারে ছেদক ও কসাইয়ের হাতে বর্জ্যের নামে শত শত মণ কোরবানির মাংস চুরির ঘটনাও ঘটেছে অহরহ। ঈদের দিন এসব খামারে এক তৃতীয়াংশের বদলে দেড় বা দুই তৃতীয়াংশ গরুর বর্জ্য ফেলে দেয়ার ঘটনায় অবাক হয়েছেন প্রবাসী মুসলমানরা। এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়, প্রতিবছরই ঘটে এমন ঘটনা।

Speeding ruins lives.
Slow down.
NYC
Eric Adams
Mayor
NEW YORK CITY DOT
Ydanis Rodriguez
Commissioner
VISION ZERO
Building a Safer City

সম্পাদকীয়

সিলেট অঞ্চলকে মৌসুমি বন্যার হাত থেকে বাঁচান

বন্যায় তলিয়ে গেছে সিলেট অঞ্চলের সিংহভাগ এলাকা। সিলেট সিটি করপোরেশন এলাকার বেশিরভাগ অংশই পানির নিচে তলিয়ে গেছে, পানির নিচে আছে জেলার নিম্নাঞ্চল হিসেবে পরিচিত উপজেলাগুলো। দুই বছর আগে ২০২২ সালে সিলেট ও সুনামগঞ্জের মানুষ মুখোমুখি হয়েছিল শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায়। দুই বছর পর ঠিক একইসময়ে আরেকটি ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি তারা। জেলার অধিকাংশ উপজেলা এখন পানির নিচে তলিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। এ নিয়ে দেশের লোকজন আছেন ভোগান্তিতে। প্রবাসিবহুল সিলেট অঞ্চলের বাইরে থাকা লোকজন উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দেশের খবর নিচ্ছেন। স্বজন পরিজনের এমন ভোগান্তির জের ধরে প্রবাসেও যেন বন্যার ঢেউ লেগেছে।

বন্যার কারণ হিসেবে অতিবৃষ্টি, নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে পানি বহনের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া, অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও সড়ক নির্মাণ , বন্যা প্রতিরোধ বাঁধে পানি উন্নয়ন কর্তাদের লুটপাট ও অনিয়মের কথাই উঠে আসছে সাধারণ মানুষের কথায়।

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি প্রবণ এলাকা হচ্ছে ভারতের চেরাপুঞ্জি। চেরাপুঞ্জি এলাকার নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সিলেটে সহজেই বন্যা সৃষ্টি হয়। তবে শুধু এই কারণেই যে বারবার বন্যা হচ্ছে এমন নয়। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে, একই অবস্থা অন্যান্য নদীর ক্ষেত্রেও। ফলে উজান থেকে নেমে আসা পানিতে নদীর দুই পাড় সহজে ভরে গিয়ে বন্যা সৃষ্টি করছে। সুরমা কুশিয়ারায় প্রতিবছর অল্প অল্প করে খনন করা হয় ফলে যেটুকু খনন করা হয় তা আবার পলিমাটি এসে ভরাট করে দিয়ে যায়। এভাবে নদী খনন করলে অর্থের অপচয় হলেও কোনো লাভ হচ্ছে না। একটা মাস্টার প্ল্যান নিয়ে নদী খননের কাজ না করলে সিলেট ও সুনামগঞ্জকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। সুনামগঞ্জের সব হাওড় ও বিলের তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে। নদীর পানি উঠে আসলে এই পানি ধারণ করার জায়গা নেই। ফলে অল্প বৃষ্টিই বন্যা সৃষ্টি করে।

সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে দেশের দীর্ঘতম সুরমা নদী। এই নদী এক সময় এই দুই জেলার জন্য আশীর্বাদ হলেও এখন অভিশাপে পরিণত হয়েছে। বছরের শুকনো মৌসুমে নদীর বেশিরভাগ জায়গায় পানি শুকিয়ে যায়। আবার বর্ষা মৌসুমে ভারত থেকে আসা উজানের ঢলে নদীর দুই পাড় উপচে পড়ে দেখা দেয় বন্যা।

এ নিয়ে সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, একসঙ্গে হঠাৎ ভারত ও আমাদের অংশে বৃষ্টি হলে যেহেতু আমরা নিম্নাঞ্চলে তাই বন্যায় আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হই। আমাদের নদী নালা খনন করে তার ক্যাপাসিটি বাড়ানো আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নদী নালা খাল ভরাটের কাজ হচ্ছে না যা দুঃখজনক। আমরা হাওড় এলাকায় প্রচুর উন্নয়ন কাজ করেছি, সড়ক নির্মাণ করেছি এটা কতটা বৈজ্ঞানিক উপায়ে হয়েছে এবং এর ফলে পানির প্রবাহে কতটা বাঁধা পাচ্ছে তা নিয়েও ভাবতে হবে। সরকার ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাওড় এলাকায় নতুন করে বড় সড়ক নির্মাণ না করার।

বন্যা প্রতিরোধে কিছু পরামর্শও দেন সাবেক এই মন্ত্রী। তিনি বলেন, আমি মনে করি নতুন করে এসব এলাকায় যত রাস্তাঘাট নির্মাণ করব সেখানে প্রচুর কালভার্ট রাখতে হবে। হাওড় এলাকায় বড় সড়ক নির্মাণ না করার যে সিদ্ধান্ত সরকার প্রধান নিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করতে হবে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদী দুটিকে খুব জরুরি ভিত্তিতে খনন করতে হবে। প্রাকৃতিক কারণে যে বন্যা হয় তা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না কিন্তু আমাদের তৎপর হতে হবে মানবসৃষ্ট কারণে যেন বন্যা না হয়।

> বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিলেট, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ বা নেত্রকোণা হাওর এলাকায় বেশিরভাগ জনপদে শহর রক্ষা বাঁধ নেই। ফলে কোন কারণে হাওরে বা নদীতে পানি বাড়তে শুরু করলে তার খুব দ্রুত শহরে বা আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়ে। হাওর এলাকায় শহর রক্ষা বাঁধ তৈরি করা হয়নি। সেটা করা না হলে বাড়িঘর উঁচু করে তৈরি করতে হবে, আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। সেটাও করা হয়নি। ফলে যখন এভাবে আকস্মিক বন্যা দেখা দিচ্ছে, সেটার ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হচ্ছে।

২০২২ সালে বন্যার পর বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)র পক্ষ থেকে ঢাকায় করা এক সংবাদ সম্মেলনে বলা সিলেট অঞ্চলে বন্যার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে বলা হয়েছিল। সে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, 'ভারতের আওতায় অনেক নদী আছে। মেঘনা অববাহিকায় ১৬টি আন্তঃদেশীয় নদী আছে। কিন্তু একটির জন্যও পানি–পলি ব্যবস্থাপনা যৌথভাবে করার চুক্তি নেই। ভারত তাদের বাধ ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছে। যখন প্রয়োজন পানি ধরে রেখেছে। যখন প্রয়োজন খুলে দিয়েছে। যৌথ ব্যবস্থাপনায় গেলে পরিস্থিতি সামলানো যেত। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বেষ্টনী পদ্ধতির ব্যবহার, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, নদী দখল ও ব্যবস্থাপনার অনিয়ম, যত্রতত্র বালু উত্তোলনকে বন্যার তৃতীয় কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। নদী, হাওর ভরাট করা হয়েছে। এগুলো খনন করতে হবে। এ ছাড়া ফসল রক্ষা বাঁধ কোনো কাজে আসে না। উন্নয়নের নামে হাওর ও নদীবিশিষ্ট অঞ্চলে যা হচ্ছে, তাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান বিজ্ঞান ভিত্তিতে হতে হবে বলে দাবি জানানো হয়েছিল বাপার পক্ষ থেকে।

বেনের প্রতিষ্ঠাতা নজরুল ইসলাম সে সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, নদ–নদীর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশল সেটাই একটা সমস্যা। পানি প্রবাহকে বাঁধ দিয়ে নয়, উন্মুক্ত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দেশকে এতদিন ভুল ধারায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্লাবনভূমি পরিষ্কার রাখতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শুরু হয়েছে। এই প্রভাব সামনে আরও বাড়বে। ঢাকার নদ নদীগুলোকে খাল বানানো হয়েছে। ঢাকাও সিলেটের মতো এমন পরিস্থিতিতে পরতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করেন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা হচ্ছে। এটা সত্য, কিন্তু এই কথাটি বলে দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। এই এড়িয়ে যাওয়াটা মারাত্মক ক্ষতিকর বলে বলা হয়েছিল।

সিলেটে পানির প্রবাহ কীভাবে আসছে এবং তা কীভাবে সাগরে যাচ্ছে, তা বাংলাদেশের হাতে রয়েছে। এখানে রাস্তা, অবকাঠামো নির্মাণ, বাঁধ তৈরি করে পানির প্রবাহকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা এগুলো নির্মাণের উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁরা অন্যায় করছেন। লাখ লাখ মানুষকে বিপদে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিলেট, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ বা নেত্রকোণা হাওর এলাকায় বেশিরভাগ জনপদে শহর রক্ষা বাঁধ নেই। ফলে কোন কারণে হাওরে বা নদীতে পানি বাড়তে শুরু করলে তার খুব দ্রুত শহরে বা আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়ে। হাওর এলাকায় শহর রক্ষা বাঁধ তৈরি করা হয়নি। সেটা করা না হলে বাড়িঘর উঁচু করে তৈরি করতে হবে, আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। সেটাও করা হয়নি। ফলে যখন এভাবে আকস্মিক বন্যা দেখা দিচ্ছে, সেটার ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হচ্ছে।

চীনসহ অনেক দেশে স্পঞ্জ সিটি তৈরি করা হচ্ছে। এসব শহরে বন্যা হলে সেই পানি শহরের ভেতরেই জমিয়ে রেখে কাজে লাগানোর পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে যেভাবে আকস্মিকভাবে বৃষ্টির বা পানি বৃদ্ধির রেকর্ড ভেঙ্গে বন্যার তৈরি হয়েছে, এরকম পরিস্থিতিতে বন্যা ঠেকানো খুব কঠিন বলে বলছেন এই বিশেষজ্ঞরা।

বন্যা আসে। মানুষের ভোগান্তি আর ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আলাপ হয়। বন্যা মোকাবেলার জন্য করণীয় নিয়ে সভা, সেমিনার হয়। প্রতিকারের অগ্রাধিকার তালিকায় সিলেট অঞ্চলের বন্যা মোকাবেলার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ নিয়ে সত্যিকারের গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্ত গ্রহণ করেই দ্রুততার সাথে রাষ্ট্রকেই পদক্ষেপ নিতে হবে। ঈদের আনন্দ ম্লান করা বন্যার কবলে পড়া সিলেট অঞ্চলের মানুষেরই দাবি শুধু নয়, বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার স্বার্থেই এ কাজে দ্রুত হাত না দেয়ার কোন বিকল্প নেই।

পাকিস্তানে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি এবং পূর্ব পাকিস্তান

ইমরান চৌধুরী, বিইএম

গত কয়েক মাস ধরে, পাকিস্তানি মিডিয়া এবং রাজনৈতিক চেনাশোনাগুলি কুখ্যাত হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট নিয়ে উন্মত্তভাবে আলোচনা করছে, যা ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের গণহত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করছে। এই পুনরুত্থান অতীতের সাথে প্রকৃত হিসাব বা ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত নয়; পরিবর্তে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক অভিজাতদের দ্বারা তাদের বর্তমান রাজনৈতিক লাভের জন্য ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডিগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য এটি একটি কুৎসিত পদক্ষেপ। বাঙালি হিসাবে, আমরা আমাদের ইতিহাসের এই ঘৃণ্য অপব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ জানাই, যা শুধুমাত্র পুরানো ক্ষতগুলিকে আবার খুলতে এবং পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে বিভ্রান্ত করতে কাজ করে।

হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট: একটি ত্রুটিপূর্ণ দলিল

১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর বিচারপতি হামদুর রহমান কর্তৃক প্রণীত হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট দীর্ঘদিন ধরে একটি বিতর্কিত দলিল। প্রতিবেদনে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত নৃশংসতাকে ব্যাপকভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশে, শুধুমাত্র ৫০,০০০ মৃত্যু ঘটেছে। এই পরিসংখ্যানটি ইতিহাসবিদ এবং আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অনুমানগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত, যারা বিশ্বাস করে যে মৃতের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষেরও বেশি ছিল, অগণিত অন্যান্য ধর্ষণ, নির্যাতন এবং বাস্তুচ্যুতির শিকার হয়েছিল।

বিচারপতি রহমান, পশ্চিমবঙ্গের একজন উর্দুভাষী, যার নিজের পূর্ব বাংলায় কোনো শিকড় নেই, অনেকেই তাকে আপোষহীন এবং পক্ষপাতদুষ্ট হিসেবে দেখেছিলেন, সম্ভবত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কর্মকাণ্ডকে ছোট করার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল।

পাকিস্তানের কুখ্যাত রাষ্ট্রপতি দুষ্ট প্রতিভা ভুট্টোর নির্দেশে কমিশন গঠন করা হয়েছিল। প্রথম বেসামরিক প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। প্রতিবেদনের ফলাফলগুলি এইভাবে সহজাতভাবে ত্রুটিপূর্ণ ছিল, গণহত্যার সত্যতাপূর্ণ বিবরণ দেওয়ার চেয়ে পাকিস্তানি সংস্থাকে রক্ষা করার জন্য আরও বেশি কাজ করেছিল। ভুট্টো শুধুমাত্র এই বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তান গণহত্যা থেকে নিজেকে কৌশলে মুক্ত করার জন্য, যেখানে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে তার উপস্থিতির সময় শুরু হওয়া সামরিক অভিযানের অন্যতম স্থপতি ছিলেন। ভুট্টো বাঙালি গণহত্যার ইতিহাস থেকে তার রক্তমাখা আঙুলের ছাপ মুছে দিতে চেয়েছিলেন। এই অসম্মানিত দলিলই পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা এখন দায়বদ্ধতার বোধ থেকে নয় বরং তাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে পুনরুত্থিত হচ্ছে।

পাকিস্তানে রাজনৈতিক কৌশল

পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তেজনায় ভরপুর। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান, যিনি একবার একটি "রিয়াসাত-ই-মদিনা" (একটি মডেল ইসলামিক রাষ্ট্র যা ৭ ম শতাব্দীতে ফিরে যাওয়া) প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তিনি নিজেকে সেই সামরিক সংস্থার সাথে মতানৈক্য খুঁজে পেয়েছেন যা তাকে সমর্থন করেছিল। খানের রাজনৈতিক পতন অন্যান্য রাজনীতিবিদদের জন্য শ্যাডেনফ্রিউডের একটি উত্স হয়েছে, যারা তার দুর্ভাগ্যের মধ্যে তাদের নিজস্ব এজেন্ডা এগিয়ে নেওয়ার একটি সুযোগ দেখেন। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী, দীর্ঘদিন ধরে দেশের রাজনীতিতে প্রভাবশালী শক্তি, অভূতপূর্ব তদন্ত ও সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে, হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের পুনরুজ্জীবন খানের সমর্থক এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অভিনেতাদের সামরিক জেনারেলের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করার জন্য একটি কৌশলগত পদক্ষেপ বলে মনে হয়। পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর অতীত নৃশংসতা তুলে ধরে, তাদের লক্ষ্য তার বর্তমান জেনারেলের অবস্থানকে দুর্বল করা এবং পাকিস্তানের রাজনীতিতে তার প্রভাব কমানো। এই কৌশলটি অবশ্য যতটা স্বচ্ছ, ততটাই নিন্দনীয়, যা দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি থেকে দোষারোপ করার এবং বিভ্রান্ত করার জন্য গভীরভাবে বসে থাকা মরিয়াতা প্রকাশ করে।

বাঙালির দুর্ভোগের অমার্জনীয় কারসাজি

বাংলাদেশীদের জন্য, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক খেলার জন্য হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টের ব্যবহার গভীরভাবে আপত্তিকর। ১৯৭১ সালের গণহত্যা এমন একটি দাগ যা সারেনি; এটি একটি অপরিমেয় যন্ত্রণার সময় যা আমাদের জাতীয় চেতনাকে গঠন করে চলেছে। যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কর্মকাণ্ড কেবল একটি পৃষ্ঠায় সংখ্যা ছিল না, বরং নৃশংস বাস্তবতা ছিল যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। হত্যা, ধর্ষণ এবং লুটপাট আমাদের সমাজে অমার্জনীয় চিহ্ন রেখে গেছে, এইসব অপরাধ যারা করেছে তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই।

তদুপরি, ২৪ বছরের মিলনে পাকিস্তানের বাঙালিদের সাথে আচরণ ছিল ঘৃণ্য বর্ণবাদ, ঘৃণ্য বিদ্বেষ এবং অবমাননাকর প্রান্তিকতার বৈশিষ্ট্য। পূর্ব পাকিস্তান, দেশের জন্য প্রধান উপার্জনকারী হওয়া সত্ত্বেও, পরিকল্পিতভাবে এর সম্পদ পাচার করা হয়েছিল, এর জনগণকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। এই শোষণ ও নিপীড়নের ইতিহাস এমন কিছু যা পাকিস্তান কখনোই সত্যিকার অর্থে স্বীকার করেনি বা তার প্রায়শ্চিত্ত করেনি।

অর্থনৈতিক হতাশা এবং কুমিরের কান্না

আজ, পাকিস্তান চরম আর্থিক সংকটে পড়ে। দেশটি পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ না করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করেছে। বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট রাজনৈতিক অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন দল দোষারোপ করতে এবং বলির পাঁঠা খুঁজতে চাইছে। ১৯৭১ গণহত্যা এবং হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে আকস্মিকভাবে আগ্রহের পুনরুত্থান তাদের নিজেদের ব্যর্থতা থেকে মনোযোগ সরানোর এই বৃহত্তর কৌশলের অংশ।

অর্থনৈতিক হতাশা এবং কুমিরের কান্না

আজ, পাকিস্তান চরম আর্থিক সংকটে পড়ে। দেশটি পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ না করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করেছে। বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট রাজনৈতিক অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন দল দোষারোপ করতে এবং বলির পাঁঠা খুঁজতে চাইছে। ১৯৭১ গণহত্যা এবং হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে আকস্মিকভাবে আগ্রহের পুনরুত্থান তাদের নিজেদের ব্যর্থতা থেকে মনোযোগ সরানোর এই বৃহত্তর কৌশলের অংশ।

পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা নৃশংসতাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করার কয়েক দশক পরে, এখন ১৯৭১-এর নির্যাতিতদের জন্য কুমিরের চোখের জল ফেলতে দেখে আনন্দিত হয়। এগুলি সমঝোতা বা ন্যায়বিচার চাওয়া একটি দেশের কাজ নয়; তারা মুখ বাঁচাতে এবং ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে মরিয়া রাজনৈতিক শ্রেণীর কাজ। বাংলাদেশিদের জন্য, ঐতিহাসিক সত্যের জন্য এই নতুন উদ্বেগ একটি চোখের ধোলাই ছাড়া আর কিছুই নয়, স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক লাভের জন্য জনসাধারণের অনুভূতিকে হেরফের করার প্রহসনমূলক প্রচেষ্টা।

প্রকৃত জবাবদিহিতা এবং সম্মানের জন্য একটি আহ্বান

পাকিস্তান যদি সত্যিকার অর্থে তার অতীতকে মোকাবেলা করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই আন্তরিকতা ও নম্রতার সাথে তা করতে হবে। এর অর্থ হল ১৯৭১ সালে সংঘটিত অপরাধের সম্পূর্ণ মাত্রা স্বীকার করা, সত্যিকারের ক্ষমা চাওয়া এবং সংশোধনের উপায় অনুসন্ধান করা। এর অর্থ বাঙালিদের স্মৃতির প্রতি তাদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদার সাথে আচরণ করা, রাজনৈতিক খেলায় তাদের প্যাদা হিসাবে ব্যবহার না করা।

বাংলাদেশিদের জন্য মুক্তির সংগ্রাম শুধু ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, আমাদের পরিচয়, মর্যাদা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের লড়াই ছিল। আমাদের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের পাকিস্তানের প্রয়োজন নেই; আমরা প্রতিদিন এর পরিণতি নিয়ে বেঁচে আছি। আমরা আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য আমাদের বেদনার নিষ্ঠুর শোষণ বন্ধ করার দাবি জানাই।

উপসংহার

পাকিস্তানের রাজনীতিতে হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্টের পুনরুত্থান একটি নিন্দনীয় কাজ যা ১৯৭১ সালের গণহত্যার সময় ভুক্তভোগী লক্ষ লক্ষ মানুষের স্মৃতিকে অসম্মান করে। এটি সমসাময়িক রাজনৈতিক লাভের জন্য ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডিগুলিকে পরিচালনা করার একটি স্বচ্ছ প্রচেষ্টা, যা পাকিস্তানের রাজনৈতিক অভিজাতদের মধ্যে হতাশার গভীরতা প্রকাশ করে। বাংলাদেশি হিসেবে, আমরা দাবি করি পাকিস্তান যেন আমাদের ইতিহাসকে তাদের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা বন্ধ করে এবং এর পরিবর্তে সততা ও জবাবদিহিতার সাথে তাদের নিজস্ব সমস্যার সমাধানের দিকে মনোযোগ দেয়। শুধুমাত্র প্রকৃত হিসাব এবং সম্মানের মাধ্যমেই অতীতের ক্ষতগুলি সারতে শুরু করে।

ইমরান খান নিজেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তুলনা করেছেন, ইমরান খানের কিছু সঙ্গী দ্বারা আঁকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আইডিওসিঙ্ক্রাটিক সমান্তরাল, যা তালেবান খান নামে কুখ্যাতভাবে পরিচিত, বিশ্বে প্রচারের একটি নিন্দামূলক অপরাধ।

ইমরান খানকে পাকিস্তানের গভীর রাষ্ট্র তাকে তাদের গৃহপালিত তথাকথিত রাজনীতিবিদ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য সাহায্য করেছিল এবং পুতুল সরকারগুলির শ্রীফ বেনজির চক্রীয় আদেশের দুষ্ট স্থিতাবস্থা ভেঙে দেয়। তিনি এখন তার সমর্থকদের অনুগ্রহ থেকে ছিটকে পড়েছেন এবং ক্রোধ এবং তুষারপাতের মুখোমুখি হচ্ছেন, যা ইমরান খান এবং জিএইচকিউ-এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের দিকটিকে চাপিয়ে দিয়েছে।

ষড়যন্ত্রের করিডোরে জেনারেল আসিফ মুনির ও ইমরান খানের বৈরিতা সব উচ্চতায় পৌঁছেছে। আইএসআই এবং আর্মি বনাম ইমরান খান এবং তার পিটিআই বিশাল মাত্রার কারফুলের আধিক্য খুলছে, যা পাকিস্তানকে বাস্তিলের ঝড়ের সমতুল্য করে তোলে।

যাইহোক, এই সমস্ত অভ্যন্তরীণ - ষড়যন্ত্রের মধ্যে রাজনৈতিক অচলাবস্থার দিকে পরিচালিত করে।' ১৯৭১ সালের বাঙালি গণহত্যা এবং গণহত্যার মধ্যে সমান্তরাল করার জন্য হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টের উত্থান সম্পূর্ণ দুর্ভাগ্যজনক, অবমাননাকর এবং অবমাননাকর এবং এটি সেই লাখ লাখ বাঙালির জন্য অপমানজনক যারা কুখ্যাত, জঘন্য, জঘন্য, নৃশংসতার কবলে পড়ে জীবন উৎসর্গ করেছিল। বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

তাই আমরা পাকিস্তানকে বাংলাদেশকে একা ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানাব!

'আলো আসবেই'

শোভা চৌধুরী

বাজেট আসে বাজেট যায়, কিন্তু হিজড়া সম্প্রদায়ের কোনো উন্নয়ন হয় না। উন্নয়ন হয় না বললে ভুল হবে। উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করা হয়। এক কথায় পিছিয়ে রাখা হয়। আমরা হিজড়া সম্প্রদায় বড় অসহায়।

সেই জন্মের পর থেকেই নেমে আসে ঘোর অমানিশার কালো থাবা। পরিবার সর্বদা বঞ্চিত করে রাখে। তারপর ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থা এবং পরিশেষে রাষ্ট্র। সবাই হিজড়া সম্প্রদায়কে কুক্ষিগত করে রাখে। একটি গণ্ডির মধ্যে সর্বদা আবদ্ধ করে রাখতে চায়। কিন্তু কেন? এত ভয় কিসের?

আজ কেন হিজড়া সম্প্রদায় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত? এর জবাব আপনাকেই একদিন দিতে হবে। আমরা মানি, শিক্ষাই আলো। আর আলো মানেই শক্তি।

জাতীয় ঐকতানের বিশ্বভরা প্রাণ। সরকারি হিসাব মোতাবেক হিজড়াদের সংখ্যা সাড়ে ১২ হাজার। কিন্তু বাস্তবে এর অংশ আরও বিস্তর। হিজড়া সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা কোনো শিক্ষালয় নয়, গতানুগতিক প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে হিজড়া ডেরায় গুরুর তদারকিতে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি হিজড়াদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তাহলেই দেশ এগিয়ে যাবে। 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়'-এর সত্যতা নিশ্চিত করতে হবে। হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষিত হলেই চলবে না। সবাইকে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমবণ্টন সুনিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের সুযোগ দিন। আমরাও কাজ করে খেতে চাই। ভিক্ষাবৃত্তি কোনো পেশা নয়।

'নবীর শিক্ষা—কোরো না ভিক্ষা'
মেহনত করো সবে।'

আমরা মেহনত করতে চাই, মেহনতের পরিবেশও চাই। শেষে বলতে চাই, বাজেটে এমন বরাদ্দ রাখুন, যাতে হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে শিক্ষার সুযোগ পায়। কাজের সুযোগ পায়।

আরও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাসস্থান। আমাদের কোথাও বাসা ভাড়া দেওয়া হয় না। তাহলে আমরা যাব কোথায়? থাকব কোথায়? এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছু কিছু হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। সে জন্য আমরা তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু এর পরিসর আরও বাড়াতে হবে।

হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রত্যেককে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব আপনার, আমার, সবার। হিজড়াদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটাতে হবে। অবহেলা, উপহাস, উপেক্ষা নয়; মানুষ হিসেবেই দেখতে হবে।

আমি নিশ্চিত, 'আলো আসবেই'।

শোভা চৌধুরী, কবি

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

যেভাবে বখে যায় আমাদের সন্তানেরা

শারমিন আকতার

মানুষকে বলা হয় সৃষ্টির সেরা জীব তথা ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ ।মানুষ মূলত স্বাধীন এবং যাচাই ক্ষমতাসম্পন্ন জীব তথা প্রাণী ।বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ বা ঘটনাকে মানুষ বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে । কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তা অনুধাবন করার মাধ্যমে গ্রহণ ও বর্জন নীতিও মানুষ অবলম্বন করতে পারে নির্দ্বিধায়। ধীশক্তির অধিকারী হওয়ায় মানুষ ভালোকে মন্দ থেকে পৃথকও করার ক্ষমতা রাখে। সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মানুষকে প্রদত্ত এই অভাবনীয় যাচাই ক্ষমতা থাকার পরও কেন আজ আমাদের সমাজ মানবিকতাহীন ও মূল্যবোধহীন মানুষের আনাগোনা? কেন আমরা আস্তে আস্তে ভ্রষ্ট জাতিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছি? কেন আমারা আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে ন্যায় ও অন্যায়ের পথ সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিতে পারছি না কেন পরিবারে পরিবারে বখে যাচ্ছে আমাদের সন্তানেরা?

আমাদের তথাকথিত আধুনিক সমাজের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই অন্যায় করার পরও দিনের পর দিন আমরা আমাদের সন্তানদেরকে শাসন করি না। অন্যায় করার পরও ছেলে সন্তানকে আমরা ছাড় দিই এই বলে “ছেলেরা একটু এমনই হয়!” এই একটি মাত্র আস্কারামূলক বাক্য সমাজে ছেলেদের অবস্থানকে ভারসাম্যহীন করে তুলছে। অধিকাংশ পরিবারেই আমাদের ছেলে সন্তানেরা ছাড় পেয়ে পেয়ে বড় হয়। একটু বুঝ হবার পর থেকে সামাজিক নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের মগজে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, ছেলেরা একটু অ্যাকটু দুষ্টামি, অসভ্যতা করেই থাকে। বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে! বড় হয়ে আদৌ ঠিক হয় কি আমাদের সন্তানেরা?

একই পরিবারে বেড়ে উঠা ছেলে-মেয়ে যখন ভাই-বোন হিসেবে পাশাপাশি বড় হতে থাকে তখন ছেলে সন্তান কোনও ভুল বা দুষ্টামি করলে শুধুমাত্র ছেলে হবার কারণে সহজেই ছাড় পেয়ে যায়। একই ভুল বা দুষ্টামি আবার যদি মেয়ে সন্তান করে সে কিন্তু ছাড় পায় না। বরং শুধুমাত্র মেয়ে হবার কারণে তাকে গঞ্জনার শিকার হতে হয়। সে যতই ছোট হোক না কেন; যতই তার মানসিক ও শারীরিক বিকাশ কম হোক না কেন। ছোটবেলা থেকেই পরিবারে মেয়েদেরকে আঙ্গুল দেখিয়ে শেখানো হয়... মেয়ে মানুষের এতো চঞ্চলতা, এতো রাগ, এতো দুষ্টামি ঠিক না। মেয়ে মানুষকে অন্য মানুষের ঘরে যেতে হবে। ধৈর্য ধরে অনেক কিছু সহ্য করতে হবে।

মেয়ে মানুষের এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না; এতো এতো কিছু শিখতে হবে, কোনোভাবে ভুল কিছু করা যাবে না! আমাদের সমাজে সাধারণত নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এমন ঘটনার অবতারণা হয়। প্রগতিশীল মানুষদের কাছে বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা এক ধরনের অমানবিক এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব মনে হলেও আমি বলব নারী হওয়ার কারণে ছোট বেলা থেকে মেয়ে মানুষের এটা করা যাবে না, ওটা করে যাবে না এই বাধ্যবাধকতাই যেন একটা নারীকে মারাত্মক অপরাধী মানুষ হওয়া থেকে বাঁচায়। এটাই একজন নারীকে নিজের অস্বাভাবিক খায়েশের লাগাম টেনে ধরে নিজেকে সুস্থির রাখতে এবং ন্যায় ও অন্যায়ের ভেদাভেদ করতে শেখায়। সমাজের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত আজেবাজে কাজ করা থেকে মেয়েদেরকে বিরত রাখে এই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক বাধ্যবাধকতা। তাই তো গুন্ডা-ছিনতাইকারি, খুনি, নারী সমাজে সেভাবে থাকে না। তাদেরকে ছোট বেলা থেকেই ছোটখাটো ভুল হলেই শেখানো হয় যে, “তোমার এটা করা ঠিক না, ওটা করা ঠিক না।” অন্যায় করার পরও বলা হয় না “মেয়েরা একটু এমনই হয়।” এছাড়া স্বভাবগতভাবেও নারীরা একটু নমনীয় হয়ে থাকে। তাই বাঙ্গালি সমাজে প্রেম বা পরকীয়াঘটিত অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার মতো অন্যায় কাজ ছাড়া বড় ধরণের তেমন কোনও অপরাধমূলক কাজে মেয়েদের খুব একটা জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় না।

বাঙ্গালি গ্রামীণ সমাজে এমন ঘটনা অহরহ দেখা যায়, একটা সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে যাকে সবাই ভাল বলেই জানে সেও বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কারও গাছের আম, কারও গাছের ডাব বা লিচু চুরি করে খায়। কেউবা প্রতিবেশির মুরগি ধরে জবাই করে বন্ধুদের সাথে জমসে পিকনিকের আয়োজন করে। এমন ঘটনা বাবা-মা বা মুরুব্বিরা জানলে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখায় বলে আমার মনে হয় না। এটা যে এক ধরনের

বড় অন্যায় কাজ কেউ তাদের বলে না। কোনও কোনও অবিভাবক দুইএকটা ধমক দিয়ে সন্তানকে সুপথে আনার চেষ্টা করলে অধিকাংশ অবিভাবক এমন ছোটখাটো অন্যায়কে পাত্তা দেন না। অনেক মুরব্বিতো আবার মন্তব্য করেই বসেন, “এই বয়সে আমরাও কতো চুরি করছি আম-জাম। এই বয়সে ছেলেরা একটু এমনই হয়।”

একটা গরীব চোরকে মানুষের বাসায় চুরি করার দায়ে যে রকমের শাস্তি দেয়া হয়, তেমন কোনও শাস্তি কিন্তু দেয়া হয় না বিনোদনের উদ্দেশ্যে চুরি করা অল্প বয়সী ছেলেদের। বরং ‘এই বয়সে ছেলেরা একটু এমনই হয়’ এই কথার ছলে তাদের উঠতি বয়সের উন্মাদনায় আরও ঘি ঢালা হয়। তাদের ছোট ছোট খারাপ কাজের মৌখিক অনুমোদন দিতে দিতে আমরা তাদেরকে আরও মারাত্মক খারাপ কাজ করতে প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করে থাকি। অনেক সময় উঠতি বয়সী ছেলেদের মামাতো বা চাচাতো বোনের সাথে চুটিয়ে প্রেম করা, বন্ধুর ছোট বোনের সাথে প্রেম প্রেম খেলা, এমনকি অনৈতিক সম্পর্কের কাহিনীকেও ‘বয়সের দোষ’ বলে তাদের জন্য সহীহ করে দেই!

অনেক সময় দেখা যায় যে, রাস্তায় উদ্ভ্রান্ত কোনও ছেলে যখন কোনো মেয়েকে ইভটিজিং করে বা কোন মেয়ের গায়ে হাত দেয়, তখনও অবিভাবক তাদের ছেলের বিরুদ্ধে তেমন কোনও পদক্ষেপ নেয় না। বরং সন্তানের কুকর্ম ধামা চাপা দেয় বেশ কৌশলে। কেউ কেউ আবার নিজের ছেলেকে নিস্পাপ ঘোষণা দিয়ে ইভটিজিং এর শিকার মেয়েটার উপরই নিজের ছেলের কুকর্মের দ্বায় চাপিয়ে দেয় নির্দ্বিধায়! তাদের ভাষ্য মতে নিশ্চয় মেয়েটার পোশাক খারাপ ছিল! সে নিজেই ছেলেটাকে সিডিউস করেছে! উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে আবার ছেলে মানুষকে ছেলে হওয়ার সুবাদে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাড় না করিয়ে সানন্দে ছাড় দেয়া হয়।

অবশ্য এটা ঠিক যে ইদানিং মেয়েদের উগ্র চলাফেরা ছেলেদেরকে অনেকটা উদ্বুদ্ধ করে মেয়েদের প্রতি বাজেভাবে আকৃষ্ট হতে। কিন্তু তাই বলে কি এই অসামাজিক কাজের জন্য ছেলেটার কোনও দ্বায় নেই? আমাদের সমাজে প্রতিটি পরিবারে এমন নৈতিক শিক্ষাভিত্তিক মূল্যবোধ গড়ে উঠা উচিৎ যেখানে ন্যায়-অন্যায়ের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে বলে কোনও বিভেদ থাকবে না। যেটা অন্যায় বা অপরাধ সেটা ছেলে হোক আর মেয়ে হোক সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে অন্যায় বা অপরাধ। কোনও ধরনের খারাপ কাজে নিজেকে জড়িত না রাখার সুষ্ঠু শিক্ষা ছেলে-মেয়ে উভয়কেই পরিবার থেকেই দিতে হবে।

একবার এক পহেলা বৈশাখে হাজার লোকের মাঝে কিছু বখাটে ছেলে কর্তৃক দুই-একজন নারীর শ্লীলতাহানীর চেষ্টা চলেছিল। ঐ সময় শ্লীলতাহানীর বিষয় নিয়ে সাধারণ জনমতের ভিত্তিতে দুই ধরনের প্রান্তিক অবস্থান তৈরি হয়েছিল। এক পক্ষ বলছিল, ‘যে মেয়েদের শ্লীলতাহানী হয়েছে তারা খারাপ মেয়ে, তাই তাদের এই দশা হয়েছে। ভদ্র মেয়ে হলে এমনটা হতো না। তারা এমন অনুষ্ঠানে কেন যাবে যেখানে সাংস্কৃতিক চর্চার চেয়ে বেলেল্লাপনার চর্চা বেশি চলে?’ অন্য দিকে আর এক পক্ষ এই অঘটনের সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে দিচ্ছিল ছেলেদের উপর! ‘নষ্ট ছেলের দল!! তারা কেন এমন করবে? মেয়েরা কেমন পোশাক পরবে সেটা তাদের নিজস্ব চয়েস। এটা তাদের পোশাকের স্বাধীনতা । মেয়ে পেলেই তার উপর জানোয়ারের মতো হামলা করতে হবে? এটা কোন ধরনের অসভ্যতা? এদের বিচার চাই, এদের বিচার করতে হবে।’

এমন অন্যায়ের আসলেই বিচার হওয়া উচিৎ। তবে তার আগে আমাদের প্রান্তিক চিন্তাধারায় একটু লাগাম টানতে হবে। আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে দোষটা আসলে কার? আমি উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যে বলতে চাই ছেলে বা মেয়ে কাউকে এককভাবে দোষ দেয়ার আগে আমাদের পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থার দিকে একবার চোখ বুলাতে হবে। যেখানে একটা ছেলে ছাড় পেয়েই বড় হয় যে “ছেলেরা একটু এমনই হয়”সে সমাজে বেড়ে উঠা উঠতি বয়সী ছেলের থেকে আমরা এর চেয়ে আর ভাল কি আশা করতে পারি? যে সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা দেয়ার নামে বেলাল্লাপনার ট্রেনিং দেয়া হয়; সেখানে আমরা মেয়েদেরকে নিরাপদ রাখবো কিসের ভিত্তিতে?

নারীরা লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়ে পশচাৎপদ হলেও দেখবেন একটা পরিবার মেয়েকে বই-কলম হাতে দিতে নারাজ থাকলেও তার হাতে লিপস্টিক, প্রসাধনীর সরঞ্জাম কিনে দিতে একটুও কার্পণ্য করে না ।মেয়েদেরকে যেন একজন দেহসর্বস্ব মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা হয়! নিজেকে কতো আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সেটার জন্য ক্রমাগত অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশনা পেয়ে আসে পরিবারের বড়দের কাছ থেকে। শাড়ির ভাঁজ কীভাবে ফেললে নিজেকে বেশি নিটোল ললনা লাগবে? কোন রংয়ের ড্রেসের সাথে কোন কালারের লিপস্টিক বা মেকআপ মানানসই হবে সেটার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় অনেক পরিবারে। বাইরের পুরুষের সামনে নিজেকে আধা উদোম ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করলে আসলে যে নারীর নিজের সমস্যা হতে পারে, এটা অধিকাংশ পরিবারে মেয়েদেরকে শিক্ষা দেয়া তো দূরের কথা, এর ভয়াবহতাটুকুওপর্যন্ত জানানো হয় না!

যে সমাজ ব্যবস্থায় ছেলে মানুষেরা “ছেলেরা একটু এমনই হয়” এই বক্তব্যের সুবাদে ছাড় পেয়ে পেয়ে নিজের কোন কাজটা করা উচিৎ কোন কাজটা করা উচিৎ না ভুলে গেছে; সেই সমাজে একটা মেয়ে নিজেকে কিছুটা খোলামেলা ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করলে ছেলেদের কুদৃষ্টি, কু-মন্তব্যের এমনকি ধর্ষণের শিকার হবে না এমন প্রত্যাশা করা আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছু না।

পরিশেষে বলতে চাই পরিবার ও সমাজে এমন সুনিয়ন্ত্রিত রীতিনীতি এবং প্র্যাকটিস চালু হওয়া উচিৎ, যেখানে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক কারও জন্য অন্যায় বা অপরাধ করার কোন অনুমোদন থাকবে না। প্রতিটি পরিবার ছেলে-মেয়ে উভয়কে নৈতিক মূল্যবোধে শিক্ষাদানে অংশগ্রহণ করবে । ছেলেদেরকে শিক্ষা দিতে হবে মেয়েদের গায়ে হাত দেয়া বা তাদের দিকে বাজে দৃষ্টিতে তাকানো যাবে না। অন্যদিকে মেয়েদেরকেও শিক্ষা দিতে হবে ছেলেদের সামনে খোলামেলা ভাবে ঘোরা-ফেরা যাবে না। উভয় পক্ষকে কোনো ধরনের নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা না দিয়ে তাদের উপর শুধু দোষ চাপিয়ে কোন লাভ হবে না। ছেলে-মেয়ে উভয়কে নৈতিক, মানবিক এবং পারিবারিক সুষ্ঠু শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এ সমাজ, এ পৃথিবীকে নিরাপদ ও শঙ্কাহীন আবাসভূমিতে পরিণত করতে হবে । তাদেরক জানাতে হবে নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে রাসুল (সাঃ) সর্বোত্তম লোক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।’ (বোখারি ও মুসলিম) । আর আমাদের Duke of Wellington এর এই উক্তিটিও ভুলে গেলে চলবে না “If you teach your children the three R’s (Reading, Writing, Arithmetic) and leave the fourth ‘R’ (Religion), you will produce a fifth ‘R’ (Rascaldom) & get a nation of cunning devils”. অর্থাৎ “আপনি যদি আপনার সন্তানকে তিনটা R তথা পড়া, লেখা এবং গণিত শেখান কিন্তু চতুর্থ-R ধর্মটা বাদ দেন তাহলে একটা ৫ম R মানে একটা Rascal বা বদমাশ পাবেন এবং ধূর্ত শয়তান একটি জাতি পাবেন।”

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

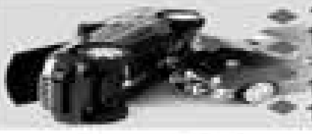

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা, কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনষ্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admited in NY only. Moin Choudhury is admited in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

আলোচনায় এবার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জমিসহ কয়েকটি জেলায় সম্পত্তির তথ্য প্রকাশ করেছে একটি পত্রিকা। গত রোববার এই খবর প্রকাশের পর থেকে সাবেক এই পুলিশ কর্মকর্তাকে নিয়ে বিভিন্ন অঙ্গনে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে।

তবে গতকাল বুধবার দেশের একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় আছাদুজ্জামান মিয়া দাবি করেছেন, পত্রিকাটির ওই খবর বানোয়াট, অতিরঞ্জিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পত্রিকাটির প্রতিবেদনে বলা হয়, আছাদুজ্জামান মিয়ার স্ত্রীর নামে ঢাকায় একটি বাড়ি ও দুটি ফ্ল্যাট এবং মেয়ের নামে একটি ফ্ল্যাট রয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা,

গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের নামে ৬৭ শতক জমি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে আরও ১৬৬ শতক জমি রয়েছে।

তবে এ খবর অসত্য, বানোয়াট, অতিরঞ্জিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন আছাদুজ্জামান মিয়া। তাঁর বক্তব্য, 'আমার বিরুদ্ধে দু-একটি মিডিয়ায় অবৈধ সম্পদ অর্জনের যে খবর প্রকাশ করেছে, সেটি অসত্য, বানোয়াট, অতিরঞ্জিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমার জ্ঞাত আয়ের বাইরে কোনো ধরনের কোনো সম্পদ নেই এবং বৈধ আয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোনো সম্পত্তি আমার নেই বা আমার পরিবারের নেই।'

ওই খবর প্রকাশের পর এমন

> আছাদুজ্জামান মিয়া ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ডিএমপি কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে সরকার তাঁকে জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত সেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেয়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়।

আলোচনাও হচ্ছে যে আছাদুজ্জামান মিয়া সপরিবার বিদেশে চলে গেছেন। এ বিষয়ে ভিডিওতে তিনি বলেন, 'গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি, দু-একটি মিডিয়া প্রকাশ করছে, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পরে আমি সস্ত্রীক বিদেশে পালিয়ে এসেছি; যা মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মূলত ডাক্তারের পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী চিকিৎসার জন্য আমি মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে এসেছি। চিকিৎসা শেষে আমি আগামী ২২ তারিখে দেশে ফিরব।'

আছাদুজ্জামান মিয়া ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ডিএমপি কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে সরকার তাঁকে জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত সেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেয়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়।

দিল্লিতে যেসব বিষয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলা হয়েছে।

তবে এ সফরে দু দেশের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে তার বিস্তারিত কোন তথ্য দেয়া হয়নি।

আবার সাধারণত এ ধরণের সফরের আগে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্রিফিং করে সফর সম্পর্কে জানানোর রেওয়াজ থাকলেও এবার এখনো তা হয়নি। কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সচিব ঢাকায় নেই। আর তাদের অনুপস্থিতিতে এই সফর নিয়ে অন্য কাউকে কিছু বলার নির্দেশনাও দেয়া হয়নি। বরং সফরটির কার্যক্রম তত্বাবধান হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এবং সেখান থেকেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সফর সম্পর্কে তথ্য দেয়া হয়েছে বুধবার।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় সফরে শুক্র ও শনিবার দিল্লি অবস্থান করবেন।

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, এ দফায় সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার প্রথম বিদেশ সফর ভারতে করছেন। কূটনীতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে থেকে এ সফরের উল্লেখযোগ্য দিক এটাই।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীন বলছেন, শেখ হাসিনার এ সফর উভয় দেশের সরকারের 'পরস্পরের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার একটি বহিঃপ্রকাশ ঘটবে'।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের অবশ্য বলেছেন, তারা ভারতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে চান যাতে করে সব সমস্যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমে হতে পারে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে চলতি বছরের সাতই জানুয়ারি বিরোধী দলের বর্জনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থ বারের মতো ক্ষমতায় এসেছে।

অন্যদিকে ভারতেও সাধারণ নির্বাচনের পর গত ১০ই জুন নরেন্দ্র মোদী টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। মি. মোদীর শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন শেখ হাসিনাসহ আরও কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান।

বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা দেশগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের 'ওপর চাপ তৈরি করলেও' শেষ পর্যন্ত ভারতের সমর্থনে বিরোধী দলহীন নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ আবারো ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হয়েছে বলে বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করে থাকে।

দিল্লি সফরে শেখ হাসিনা কী করবেন?

ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দেয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ২২শে জুন সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দিল্লির ফোরকোর্টস্থ রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র সালাম গ্রহণ ও গার্ড অব অনার পরিদর্শন করবেন।

সেখানকার আনুষ্ঠানিকতা শেষে শেখ হাসিনা রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করবেন। ওই দিনই হায়দ্রাবাদ হাউজে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে একান্ত বৈঠক ও প্রতিনিধি পর্যায়ে আলোচনা হবে। সেখানে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও চুক্তি বিনিময়ের পর দুই নেতা প্রেস বিবৃতি দিবেন।

একই সাথে শেখ হাসিনার সম্মানে মধ্যাহ্ন ভোজ, পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর এবং দুই প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক ফটোসেশনের আয়োজন হবে।

এর আগে শুক্রবার দিল্লি পৌঁছানোর পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করবেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। এছাড়া শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির সাথেও সাক্ষাত করবেন।

কী নিয়ে সমঝোতা বা চুক্তি?

এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোন তথ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে না দেয়া হলেও ঢাকায় কর্মকর্তারা যে ধারণা দিয়েছেন তা হলো ভারতের সাথে আগে হওয়া ঋণচুক্তির দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরেই চাইছিলো যে পেঁয়াজ বা চিনির মতো জরুরি দরকারি পণ্যগুলোর বাংলাদেশে আমদানির সুযোগ যাতে নিরবচ্ছিন্ন থাকে ভারত যেন তা নিশ্চিত করে।

এর আগে অনেক বারই দেখা গেছে পেঁয়াজসহ কিছু পণ্যের ওপর ভারত আকস্মিকভাবে রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার ঘটনায় বাংলাদেশের বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিলো।

এবার এনিয়ে আলোচনা ও সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বহুল আলোচিত তিস্তা নদীর পানি বণ্টনের বিষয়ে কোন অগ্রগতি না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।

যদিও সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন মনে করেন, তিস্তা মহাপরিকল্পনা নতুন করে আলোচনায় আসার প্রেক্ষাপটে দুই প্রধানমন্ত্রীর আলোচনাতেও এটি আসতে পারে।

কারণ চীন এ প্রকল্পে অর্থায়ন করতে চাইছে অনেক দিন ধরেই। আবার ভারতও জানুয়ারির নির্বাচনের পরে এ প্রকল্পে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

"এখানে চূড়ান্তভাবে কী হবে বলা মুশকিল। হয়তো বাংলাদেশে চীনের ফুটপ্রিন্ট বেড়ে যাচ্ছে এ নিয়ে ভারতের তরফ থেকে উদ্বেগও আসতে পারে। আবার বাংলাদেশ হয়তো ভারতকে বুঝিয়ে বলতে পারে যে এনিয়ে ভারতের নিরাপত্তা-জনিত উদ্বেগের কোন কারণ থাকবে না"।

"সেক্ষেত্রে একটা লিমিটেড ওয়েতে (সীমিতভাবে) চীনকে তিস্তা পরিকল্পনায় কাজ করতে দিতে উভয় পক্ষ একমতও হতে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

গাঁজা বিক্রির গাড়ি জব্দ করা হয়েছে

বিশেষ প্রতিনিধি

ক্যান্ডি বা চকোলেটের সাথে গাঁজা মিশিয়ে বাজারজাত করা হচ্ছে। সুন্দর প্যাকেটে সাধারণ দোকানে এসব গাঁজা ক্যান্ডি বিক্রি হচ্ছে দেদারসে। আরও চমক আছে, নিউইয়র্কে গাঁজা বৈধ হওয়ার পর স্কুল শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে গাঁজা ক্যান্ডি বাজারজাত করা হচ্ছে। কোন লাইসেন্স ছাড়াই নিউইয়র্কের সর্বত্র গাজার এমন ব্যাপক বিপণন বাণিজ্যে সয়লাব হয়ে উঠেছে।

১২ জুন বুধবার নিউইয়র্ক সিটি থেকে এমন একটি ভ্রাম্যমাণ গাঁজা বিক্রির গাড়ি আটক করা হয়েছে। স্কুল বাসকে কনভার্ট করে গাঁজার ভ্রাম্যমাণ দোকান বানানো হয়েছে। গাঁজার পাতা দিয়ে সাজানো গাড়িতে স্কুল এলাকায় আইসক্রিম গাড়ির মতো করে গাঁজা বিক্রি করা হচ্ছে নানা ধরনের ক্যান্ডি বা চকোলেটের নামে। সুদৃশ্য প্যাকেজে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য এসব মিলিয়ন ডলারের লাইসেন্সবিহীন গাঁজা বাণিজ্য বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে সিটি কর্তৃপক্ষ। এন্থনি স্টিভেন্স(৬২) নামের ব্রুকলিনের এ ব্যবসায়ীকে আটক করে এবং মালামাল জব্দ করে আদালতে উপস্থিত হওয়ার নোটিশ দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মূলত লাইসেন্স করে, ট্যাক্স দিয়ে ব্যবসা করতে বাধ্য করার জন্য এমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলাদেশি বহুল জ্যাকসন হাইটসের কাছেই সানিসাইড ও কুইন্স ব্যুলেভার্ডে ৪৩ স্ট্রিটের মোড় থেকে এ গাঁজা বিক্রির গাড়ি আটক করা হয়েছে। কুইন্স ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি ম্যালিন্ডা কার্টেজ বলেছেন, নিয়ন্ত্রনহীনভাবে এমন করে আমাদের ছেলেপুলের কাছে এমন করে গাঁজা বিক্রি করা যাবে না।নিউইয়র্কে নিয়ন্ত্রণহীন এমন গাঁজা বিক্রির ফলে সহজেই কিশোর তরুণদের হাতে এ নেশা দ্রব্যটি পৌঁছে যাচ্ছে। নানা পক্রিয়ায় এখন গাঁজা বিক্রি হচ্ছে এবং কোন রাখঢাক ছাড়াই লোকজন গাঁজা ক্রয় এবং সেবন করছে। সাধারণ গাঁজা সেবনে গন্ধ পাওয়া গেলেও, চকলেট আকারে সেবন করা গাজায় কোন গন্ধও পাওয়া যায় না।

ইমিগ্রেশন নিয়ে বাইডেনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নাগরিক বিয়ে করেছেন এমন লোকজনের ইমিগ্রেশনের পথ করে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। পাশাপাশি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে আমেরিকায় আসার পর যারা ডাকা কর্মসূচিতে ছিলেন, তাদেরও দুশ্চিন্তার অবসান ঘটেছে।

নির্বাচনের আগে অভিবাসী গ্রুপ এবং উদারনৈতিক আমেরিকানদের সমর্থন পাওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইমিগ্রেশন নিয়ে এমন ঘোষণা দিয়েছেন। রক্ষণশীলরা এ নিয়ে তীব্র সমালোচনা করছে এবং এমন ঘোষণার মধ্য দিয়ে জনমত জরিপে নড়বড়ে অবস্থায় থাকা জো বাইডেন কতটা সুবধা করতে পারবেন, তাও নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না।

বাইডেনের ঘোষণা অনুযায়ী যেসব দম্পতির একজন কোন ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস ছাড়াই আমেরিকায় অবস্থান করছিলেন, তিনি গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে ঘোষণাটি খুব সোজাসাপ্টা নয়।

এমন আবেদনকারীকে আমেরিকায় কমপক্ষে ১০ বছর বসবাস করার প্রমাণ থাকতে হবে। আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য কোন হুমকির কারণ হবেন না এবং বিয়ের তারিখ ২০২৪ সালের ১৭ জুনের মধ্যে হতে হবে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বরাবরে এমন নথিপত্রহীনরা আবেদন করার পর প্রতিটি আবেদন নিজস্ব এখতিয়ারে কর্মকর্তারা বিবেচনা করবেন বলে আদেশে বলা হয়েছে। এমন আবেদনকারীর আমেরিকায় প্রবেশের বিষয় এবং অপরাধের রেকর্ড খতিয়ে দেখা হবে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি আবেদন মঞ্জুর করলে আবেদনকারী তিন বছরের মধ্যে গ্রিন কার্ডের আবেদন করতে পারবেন এবং তিন বছর পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে এমন আবেদনকারীকে কাজের অনুমতি দেয়া হবে।

প্রায় ১১ লাখ নথিপত্রহীন অভিবাসী আমেরিকানদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এবং এর অর্ধেকই বাইডেনের এ ঘোষণায় বৈধতা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এসব ইমিগ্র্যান্টদের আরও ৫০ হাজারের বেশি সন্তানরাও বৈধতা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এ ইমিগ্রেশন সুবিধায় ঠিক কতজন বাংলাদেশি রয়েছেন, তার কোন হিসেব কারো কাছে নেই। এ নিয়ে ইমিগ্রেশন আইনজীবী ইশ্রাত সামীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনিও বলেছেন, সঠিক সংখ্যা অনুমান করা বেশ কঠিন। তবে কয়েক হাজার বাংলাদেশি, যারা দীর্ঘদিন থেকে নথিপত্রহীন আছেন তাদেরও এবারে নথিপত্র পাওয়ার পথ খুলেছে। হোয়াইট হাউস থেকেই অনুমান করা হচ্ছে, এ কর্মসূচিতে অধিকাংশ ম্যাক্সিকান ইমিগ্রেন্টরাই সুবধা পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের একই ঘোষণার পৃথক নির্দেশে ডেফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড অ্যারাইভাল কর্মসূচির আওতায় থাকা লোকজন চাকুরীদাতাদের স্পন্সর নিয়ে ওয়ার্ক ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন। ২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার চালু করা আইনের সুবধা নেয়া চিলড্রেনরা এখন নিজেরাই বাবা মা হয়ে গেছেন। তারা নিয়োগকর্তার চিঠি নিয়ে, উয়েভারের আবেদন করে আমেরিকা ত্যাগ করে কর্ম ভিসা নিয়ে তাদের পুনরায় আমেরিকায় প্রবেশ করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের এমন ঘোষণা রাজনৈতিক কারণে হলেও লক্ষ লক্ষ ইমিগ্র্যান্টদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। এ নিয়ে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ থেকে দ্রুতই নির্দেশনা ও বিস্তারিত নিয়মনীতি ঘোষণা করা হবে। এরমধ্যেই রক্ষণশীল আমেরিকান সংগঠনগুলো প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ঘোষণার সমালোচনা করেছে। নিশ্চিতভাবেই বলা যাচ্ছে, এমন আদেশের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে আদালতে মামলা করা হবে। কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বহু নির্বাহী আদেশ আদালতের নির্দেশে স্থগিত হওয়ারও উদাহরণ রয়েছে। ফলে ইমিগ্রেশন নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নতুন এ ঘোষণার রাজনৈতিক এবং কার্যকর ভবিষ্যৎ ফলাফল নিয়ে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।

সিলেট-সুনামগঞ্জে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাতসহ দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে সুনামগঞ্জের ওপর দিয়ে। হাওর অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। এছাড়া নতুন করে তলিয়ে যাচ্ছে সিলেট নগরীর বিভিন্ন এলাকা। শহরে কোথাও হাঁটু আবার কোথাও কোমরসমান পানি বিরাজ করছে।

মঙ্গলবার থেকে ২৪ ঘণ্টায় সুনামগঞ্জে ১০০ মিলিমিটার, লাউড়ের গড়ে ৭৮ মিলিমিটার, ছাতকে ৮৪ মিলিমিটার এবং দিরাইয়ে ৭৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। নদীর পানি কমলেও বর্ষণ অব্যাহত থাকায় পানি বাড়তে পারে।

গত তিন ধরে সুনামগঞ্জের প্রতিটি উপজেলা বন্যা আক্রান্ত হয়ে সড়ক পানিতে ডুবে যাওয়ায় জেলার সাথে যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। সুরমা নদীর পানি প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেলার পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকার ৮০ ভাগ প্লাবিত হয়েছে। সুরমা, যাদুকাটা, চেলাসহ সীমান্তের নদীগুলো দিয়ে পানি ভাটির দিকে প্রবাহিত হওয়ায় তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, মধ্যনগর, বিশ্বম্ভরপুর, ধর্মপাশা, জগন্নাথপুর, দিরাই, শাল্লা, শান্তিগঞ্জ উপজেলা প্লাবিত হয়েছে। অনেকেই নিজ নিজ বসতবাড়ি ছেড়ে আশ্রয়কেন্দ্র ও উঁচু স্থানে যাচ্ছেন।

জানা গেছে, সুনামগঞ্জের ৬৯টি ইউনিয়ন ও দুটি পৌরসভার প্রায় চার লাখের অধিক মানুষ বন্যাকবলিত। এর মধ্যে প্রায় ১২ হাজার ৪৩৯ জন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন। পানিতে ডুবে আছে তাহিরপুর-বিশ্বম্ভরপুর-সুনামগঞ্জ সড়ক। ছাতক-গোবিন্দগঞ্জ সড়ক, দোয়ারাবাজার-ছাতক সড়ক, জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

১৯ জুন বুধবার সকালে সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মামুন হাওলাদার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, সুনামগঞ্জ পৌর শহরের ষোলঘর পয়েন্টে সুরমা নদীর পানি বিপৎসীমার ৪০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে, ছাতক উপজেলায় বিপৎসীমার ১৪৬ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে এবং দিরাই উপজেলায় ১৬ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মামুন হাওলাদার আরো জানিয়েছেন, আগামী ৬ দিন বৃষ্টি ও মেঘালয় থেকে পাহাড়ি ঢল অব্যাহত থাকবে। নিম্নাঞ্চলে পানি বাড়ছে। বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা রয়েছে। সবাইকে সর্তক থাকতে হবে।

অন্যদিকে সকাল থেকে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় সিলেট নগরীর অভিজাত এলাকা উপশহর, তালতলা, জামতলা, ছড়ারপাড়, শেখঘাট, মাছিমপুর, ঘাসিটুলা, শামীমাবাদ ও বাগবাড়িসহ বিভিন্ন নিচু এলাকা তলিয়ে যেতে শুরু করে। দুপুর ১২টার দিকে কয়েকটি এলাকায় হাঁটু থেকে কোমর সমান পানি দেখা গেছে। এতে চরম আতংকে রয়েছেন বাসিন্দারা। অনেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে শুরু করেছেন।

সিলেট সিটি করপোরেশন (সিসিক) বলছে, নগরের ৪২টি ওয়ার্ডের মধ্যে এরইমধ্যে ২২টি ওয়ার্ড বন্যা আক্রান্ত হয়েছে। এসব ওয়ার্ডের অন্তত ৮০ হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নগরীতে ৮০টি আশ্রয়কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

সিলেট আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বুধবার ভোর ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত নগরীতে ৮২ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

কয়েক লাখ অভিবাসী বৈধতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুমতি পাবেন তাঁরা। তবে কীভাবে সেসব হবে—সেই বিবরণগুলো এখনো পরিষ্কার নয়।

হোয়াইট হাউস ১৮ জুন মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে, বাইডেন প্রশাসন আগামী মাসগুলোতে মার্কিন নাগরিকদের নির্দিষ্ট কিছু স্বামী–স্ত্রীকে বৈধতা ছাড়াই স্থায়ী বসবাস এবং এরপর নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার অনুমতি দেবে। মার্কিন প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতে, এর সংখ্যা পাঁচ লাখ হতে পারে।

ওবামা প্রশাসন ২০১২ সালে ডেফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড অ্যারাইভাল বা ডাকা ঘোষণা করার পর এটিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনথিভুক্ত অভিবাসীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ত্রাণ কর্মসূচি বলা বিবেচনা করা হচ্ছে। হোয়াইট হাউসের ধারণা, এর মাধ্যমে মার্কিন নাগরিকদের পাঁচ লাখেরও বেশি স্বামী–স্ত্রী উপকৃত হবেন। এ ছাড়া ২১ বছরের কম বয়সী ৫০ হাজার যুবকও বৈধতা পাবেন, যাঁদের বাবা-মায়ের একজন আমেরিকান নাগরিকের সঙ্গে বিবাহিত।

ইমিগ্রেশন অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলোর তথ্য অনুসারে, মার্কিন নাগরিকদের প্রায় ১১ লাখ স্বামী–স্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাস করছেন। গ্রুপগুলো বলেছে, তাঁদের মার্কিন নাগরিক করা হলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ১৬ বিলিয়ন ডলার যোগ হবে।

বৃহত্তর অভিবাসন সংস্কার প্যাকেজের অংশ হিসাবে লাখ লাখ অবৈধ অভিবাসীর নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বাইডেন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করছেন। এই বছরের শুরুর দিকে সিনেটে উত্থাপিত একটি পৃথক দ্বিদলীয় বিল প্রশাসনের সমর্থন অর্জন করেছিল। কিন্তু তা পাস করা সম্ভব হয়নি রিপাবলিকানদের কারণে। প্রেসিডেন্টের নতুন পরিকল্পনারও প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে পড়বে।

ইতিমধ্যেই রিপাবলিকানরা অভিযোগ করেছেন, প্রেসিডেন্ট তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। নভেম্বরে আসন্ন নির্বাচনে এই ধরনের পদক্ষেপ কী প্রভাব ফেলতে পারে, তা স্পষ্ট নয়। তবে তাঁর প্রচারকারীরা আশা করেন যে প্যারোল সম্প্রসারণ তাঁকে অ্যারিজোনা ও নেভাদার মতো সুইং রাজ্যে সাহায্য করবে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন গত ৪ জুন মঙ্গলবার ইঙ্গিত দিয়েছেন অভিবাসনের বিষয়ে আরও উদার পদক্ষেপ সামনের সপ্তাহগুলোতে আসতে পারে। গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট বাইডেন দক্ষিণ সীমান্তে অবৈধ অভিবাসীদের আশ্রয়ে ব্যাপারে একটি নির্বাহী আদেশ ঘোষণা করেন। এই নির্বাহী আদেশ এখনো সীমান্তে অবৈধ অভিবাসীদের সীমান্ত ক্রসিংয়ের সংখ্যার ওপর প্রভাব ফেলেনি। এই আদেশ কিছু আইন প্রণেতাদের নিন্দা এবং নাগরিক অধিকার গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে তাৎক্ষণিক মামলার হুমকিসহ শুধু এটি একটি উদার ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। ৪ জুন মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, 'আজ আমি সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য আমাদের কী করতে হবে, তা নিয়ে কথা বলেছি। সামনের সপ্তাহগুলোতে আমি কীভাবে আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থাকে আরও ন্যায্য এবং আরও ন্যায়সংগত করতে পারি তা নিয়ে কথা বলব।'

হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'আমরা আগেই বলেছি প্রশাসন নীতিগত বিকল্প খুঁজছে এবং আমরা ভঙ্গুর অভিবাসন ব্যবস্থার সুরাহার জন্য পদক্ষেপ নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্যারোল আরও বিস্তৃতভাবে বাইডেন প্রশাসন দ্বারা সিবিপি ওয়ান অ্যাপ ব্যবহার করে পোর্টের মাধ্যমে দিনে ১ হাজার ৫০০ জনের বেশি এবং সেই সঙ্গে কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া ও ভেনিজুয়েলার নাগরিকদের জন্য একই প্রক্রিয়ায় মাসে ৩০ হাজার জনকে আসার সুযোগ দেওয়া হবে।'

৯ম বারের মত প্রেসিডেন্ট হয়ে ইতিহাস গড়লেন মাফ মিসবাহ উদ্দিন

লোকাল ১৪০৭

২০ মে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে মাফ মিসবাহ উদ্দিন তার পুরো প্যানেল নিয়ে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুন:নির্বাচিত হন।

উত্তর আমেরিকা অফিস

মাফ মিসবাহ উদ্দিন নিউইয়র্ক সিটিতে কর্মরত একাউন্টেন্ট, স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, অ্যাকচ্যুয়ারিস, ট্যাক্স অডিটর, বেনিফিটস এক্সামিনার, ইউনিয়ন লোকাল ১৪০৭ এর টানা ৯ম বারের মত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন । ২০ মে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে মাফ মিসবাহ উদ্দিন তার পুরো প্যানেল নিয়ে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুন:নির্বাচিত হন। তার তিন বছর মেয়াদী এ দায়িত্ব ১ জুন ২০২৪ শুরু হয়েছে এবং শেষ হবে জুন ২০২৭।

২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশী-আমেরিকান মাফ মিসবাহ উদ্দিন লোকাল ১৪০৭'র প্রেসিডেন্ট পদে একটানা নির্বাচিত হয়ে আসছেন। এশিয়ান আমেরিকানদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ পদে নির্বাচিত হবার বিরল গৌরব অর্জন করেন।

লোকাল ১৪০৭ এর এ নির্বাচনে মাফ মিসবাহ উদ্দিনের প্যানেলে সকলেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। অন্যান্য পদে নির্বাচিতরা হলেন : ভাইস প্রেসিডেন্ট জেড মাতালন, সেক্রেটারি জুলি লাইসে, কোষাধ্যক্ষ মেরিলিন বালি, ট্রাস্টি আলেক্সান্ডার সৈকত, নূর আহমেদ, এবং এনামুল হক সোহাগ । এছাড়াও ডিসি ৩৭ এর ডেলিগেট হিসেবে নির্বাচিতরা হলেন: আর্লিন আইকেন্স, ডেনিস এন্ড্রিজ, মেরিলিন এ বেলী, চার্লস ফরেস্ট, মহাদ্দিয়া মেরি, এবং জেড মাতালন, ডেলিগেট টু সেন্ট্রাল লেবার কাউন্সিল রিকি এল জেনকিন্স এবং সার্জেন্ট-এট-আর্মস জেনিস নার্স।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নিউইয়র্কে ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত লোকাল ১৪০৭ এ প্রতিনিধিত্ব করেন ২,৪৮৭ জন একাউনটেন্ট, অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল স্পেশালিস্ট, বুকসকিপার, বিজনেস প্রমোশন কো-অর্ডিনেটর, কলেজ একাউনটেন্ট, ক্রাইম এনালিস্ট, ইউনিভার্সিটি প্যারোল এনালিস্ট, অর্থনীতিবিদ, ফাইনান্স এনালিস্ট, ইনভেস্টমেন্ট এনালিস্ট, ম্যানেজমেন্ট অডিটর, পার্সেসিং স্পেশালিস্ট, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট এক্সজামিনার, স্ট্যাটিস্টিসিয়ান, সিস্টেম এনালিস্ট ফাইন্যান্স, ট্যাক্স অডিটর এবং ওয়ার্কার্স কমপেনসেশন বেনিফিট এক্সামিনারগণ।

লোকাল ১৪০৭ এর সদস্যরা সিটিওয়াইড মেওরাল এজেন্সি, হেলথ অ্যান্ড হসপিটাল কর্পোরেশন, শিক্ষা বিভাগ, হাউজিং অথরিটি, ট্রানজিট অথরিটি, স্কুল কন্সট্রাকশন অথরিটি এবং সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কে কর্মরত।

সিটি মেয়রের এবং স্টেট গভর্নর অফিসের মাধ্যমে সদস্যদের বেতন-ভাতাসহ, হেলথ ইন্সুরেন্স, প্রেক্রিপশন ড্রাগ, ওয়েলফেয়ার, এবং পেনশন সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিষয়ে চুক্তি করেন লোকাল ১৪০৭ এর প্রেসিডেন্ট। মাফ মিসবাহ ২০০৪ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ডিসি-৩৭ এর ৬২ টি লোকাল উনিয়নের ট্রেজারার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ গুরত্বপূর্ণ পদ দু'টি শুধু বাঙ্গালী হিসেবেই নন, এশিয়ান আমেরিকান হিসেবেও একমাত্র মাফ মিসবাহ উদ্দিন-ই অলংকিত করেন।

মাফ মিসবাহ উদ্দিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বলস্টেট ইউনিভার্সিটিতে গ্রাজুয়েট টিচিং এসিসটেন্সশীপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন ১৯৮৪ সালের ২৮ আগস্ট। এর আগে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি গণিতে অনার্স সহ মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। ১৯৮০ সালে একই ইউনিভার্সিটিতে ডেমোগ্রাফিতে দ্বিতীয় মাস্টার্স ডিগ্রি নেন। এ বিষয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ১৯৮৪ সালে আমেরিকা আসার আগ পর্যন্ত তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ডব্লিউএইচও (হু) এর একটি প্রকল্পে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। মাফ মিসবাহ ১৯৮৬ সালে বল স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে একচ্যুরিয়াল সাইন্সে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। এটি ছিল তার তৃতীয় মাস্টার্স ডিগ্রি।

ওই বছরই তিনি নিউইয়র্ক সিটির পেনশন ডিপার্টমেন্টে একচ্যুয়ারি হিসেবে যোগ দেন। চাকুরীর সুবাদে নিউইয়র্ক সিটির স্পসরশিপের মাধ্যমে তিনি ও তার পরিবার গ্রিনকার্ড প্রাপ্তি লাভ করেন I

মাফ মিসবাহ উদ্দিন নিউইর্য়ক সিটিতে কর্মরত একাউনটেন্ট, ট্যাক্স অডিটর ইউনিয়ন লোকাল ১৪০৭ এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম নির্বাচিত হন ২০০০ সালে। সিটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে অসম্ভব জনপ্রিয় এ নেতা প্রথম এশিয়ান-আমেরিকান হিসেবে নিউইয়র্ক সিটির ৬২ টি ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত ডিস্ট্রিক্ট (ডিসি)-৩৭ এর ট্রেজারার নির্বাচিত হন ২০০৪ সালে। ডিসি-৩৭ এর মেম্বার সংখ্যা ১ লাখ ৫০ হাজার এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। নিউইয়র্ক সিটিতে কর্মরত শিক্ষক এবং পুলিশ অফিসার ছাড়া প্রায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী (সাধারণ কেরানী থেকে ইঞ্জিনিয়ার, সাইন্টিস্ট পর্যন্ত) ডিসি-৩৭ এর সদস্য। এসকল সদস্যের ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বেনিফিট পরিচালনা করেন ডিসি-৩৭ এর ট্রেজারার।

মাফ মিসবাহ উদ্দিনের শ্রমিক সমাজে সৃজনশীল লিডারশিপ এবং প্রগতিশীল কাজের জন্য নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা "সিটি এন্ড স্টেট" এ প্রকাশিত বাৎসরিক – ওয়ান হান্ড্রেড মোস্ট পাওয়ারফুল পারসনস – এর তিন ক্যাটাগরির তালিকায় গত ২০২১ – ২০২৪ পর্যন্ত একমাত্র বাংলাদেশী এবং একমাত্র এশিয়ান হিসাবে তিন ক্যাটেগরীয়তেই স্থান করে নিয়েছেন। তার ক্যাটাগরি ৩ টি যথাক্রমে ১০০ পাওয়ারফুল লেবর লিডার, ১০০ পাওয়ারফুল এশিয়ান, এবং ১০০ পাওয়ারফুল সাউথ এশিয়ান।

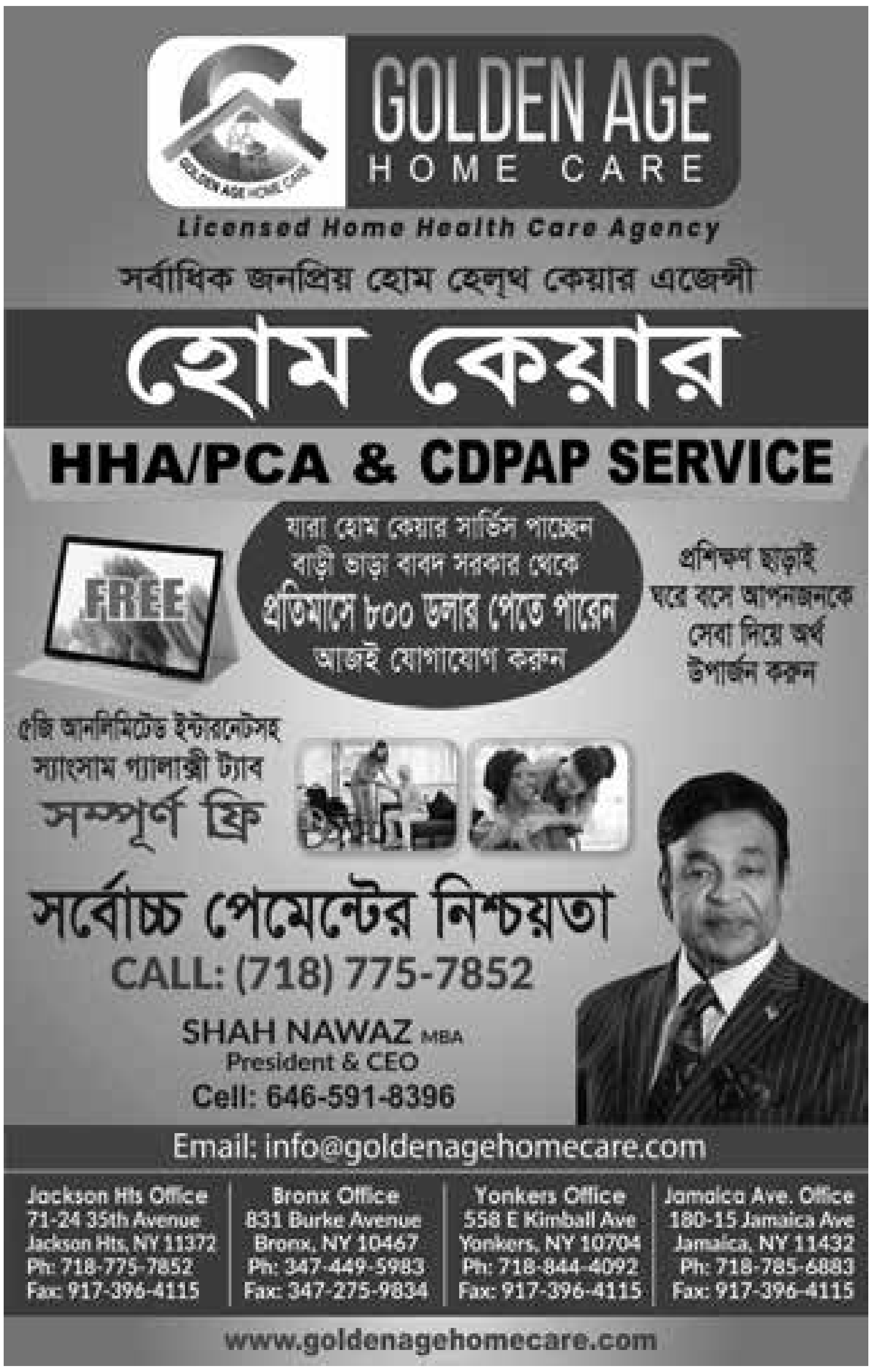

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

বাড়ি বিক্রয়!

ব্রুকস এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

লোকেশন

ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরেগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্রে। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :
আলি: 917-442-8648

বিদেশে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ডে খরচ ৫০৭ কোটি টাকা

ঢাকা ডেস্ক

দেশের বাইরে গিয়ে বাংলাদেশিরা ক্রেডিট কার্ডে বিভিন্ন সেবা ও পণ্য কিনে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ৫০৭ কোটি টাকা খরচ করেছেন। যা মার্চের তুলনায় এপ্রিলে ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা বেশি। মার্চে খরচ করেছিল ৫০৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা। একই সময়ে বিদেশিরা বাংলাদেশে ২০০ কোটি টাকার লেনদেন করেছিলেন ক্রেডিট কার্ডে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, বাংলাদেশিরা বিদেশে গিয়ে ক্রেডিট কার্ডে সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ করেন কয়েকটি দেশে। এর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড ও আরব আমিরাত। বিদেশে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ডে খরচের ৫০ শতাংশই এই চার দেশে হয়ে থাকে।

বাংলাদেশিদের একটি বড় অংশ প্রতি মাসে ভারতে ভ্রমণ ও চিকিৎসার জন্য যান। সাম্প্রতিক সময়ে দেশটিতে বাংলাদেশিদের ভ্রমণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এ কারণে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে ভারতে। চলতি বছরের এপ্রিলে প্রতিবেশী দেশটিতে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশিরা ৯৭ কোটি ৯০ লাখ টাকা খরচ করেছেন, যা মোট খরচের ১৯ দশমিক ৩১ শতাংশ। ভারতে খরচের এ অঙ্ক মার্চে ছিল ১০৬ কোটি টাকা।

একইভাবে এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বাংলাদেশিরা ৬৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা খরচ করেছে, যা মোট খরচের ১৩ দশমিক ১২ শতাংশ; থাইল্যান্ড গিয়ে ৪৬ কোটি ৬০ লাখ টাকা এবং আরব আমিরাতে খরচ হয়েছে ৪০ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এ ছাড়া সৌদি আরবে ৩৭ কোটি, সিঙ্গাপুরে ৩৫ কোটি ৭০ লাখ, যুক্তরাজ্যে ৩১ কোটি ৮০ লাখ এবং কানাডায় প্রায় ২৫ কোটি টাকা কার্ডে খরচ করেছেন বাংলাদেশিরা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, একজন বাংলাদেশি নাগরিক বিদেশে গিয়ে প্রতি বছর ১২ হাজার ডলারের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে পারেন। এ অর্থ কার্ডের মাধ্যমে খরচ করতে পারেন, আবার বিদেশে যাওয়ার সময় নগদ ডলারও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন। তবে কার্ডের মাধ্যমে ডলার পেমেন্ট করতে গেলে একবারে সর্বোচ্চ ৩০০ ডলার পর্যন্ত খরচ করার সুযোগ রয়েছে।

বিদেশ যেতে এখনো দালালেই ভরসা

ঢাকা ডেস্ক

কাজের সন্ধানে বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে অভিবাসনে সহায়তাকারী বা দালালের খপ্পরে পড়ার ঘটনা অতি সাধারণ। ভিটেমাটি বেচে দালালের হাতে টাকা তুলে দেওয়ার পর সর্বস্বান্ত হওয়ার ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। এই বাস্তবতার পরও বিদেশ যেতে এখনও দালালই ভরসা। প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার চেয়ে সহজ এবং ঝুঁকিপূর্ণ এ পথটিই বেছে নেন বেশির ভাগ বিদেশগামী।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এ-সংক্রান্ত এক জরিপ বলছে, দেশের ৫২ শতাংশের বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশী বিদেশ যাওয়ার খরচ দালালের হাতে তুলে দেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টাকা জমা দেন ৪ শতাংশেরও কম বিদেশগামী। বাকি ৪৩ শতাংশের মতো বিদেশগামী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির মাধ্যমে বিদেশ যাওয়ার ব্যয়ের অর্থ জমা দিয়ে থাকেন।

বিবিএসের 'আর্থসামাজিক জনমিতিক জরিপ ২০২৩' প্রতিবেদনে এ পরিসংখ্যান উঠে এসেছে। ১২ জুন বুধবার সংস্থার ওয়েবসাইটে জরিপ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে জনমিতিক জরিপটি বিবিএসের সব ধরনের জরিপের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক এবং বৃহৎ। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য-প্রমাণভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জরিপটি পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়া আর্থসামাজিক ও জনমিতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকের তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যও রয়েছে জরিপ পরিচালনায়। গত বছরের ১ থেকে ২২ জুন পর্যন্ত জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দৈবচয়নের ভিত্তিতে সারাদেশের প্রায় তিন লাখ খানা বা পরিবার থেকে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়া রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো শহরনির্ভর। রাজধানী বা শহর ছাড়া সেবা পাওয়ার সুযোগ নেই। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে মধ্যস্বত্বভোগী দালাল শ্রেণি গড়ে উঠেছে। প্রয়োজন বিবেচনায় গুরুত্ব দিয়ে এ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা সম্প্রসারণ করা দরকার।

প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, শহরের চেয়ে গ্রামের বিদেশগামীরাই দালালের ওপর বেশি ভরসা করে থাকেন। বিদেশ যেতে দালালকে টাকা-পয়সা যারা দেন, তাদের মধ্যে ৫৩ দশমিক ১০ শতাংশ গ্রামের মানুষ। বিভাগভিত্তিক উপাত্তে দেখা যায়, রংপুর বিভাগের অভিবাসনপ্রত্যাশীর সর্বোচ্চ ৫৫ শতাংশ বিদেশ যেতে দালালের সহায়তা নিয়ে থাকেন।

বিবিএসের প্রতিবেদনে অভিবাসনের একটি সংজ্ঞায় বলা হয়, সাধারণত বসবাস বা কাজের উদ্দেশ্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়াকে আন্তর্জাতিক অভিবাসন বলা হয়। ন্যূনতম ছয় মাস অবস্থান হলেই কেবল তাকে অভিবাসন বলা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, অভিবাসনে সহায়তাকারীকে 'দালাল' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

জরিপ অনুসারে, সিলেট বিভাগের অভিবাসীরা বিদেশ গমনে সবচেয়ে বেশি দালাল ধরেন। এই বিভাগের মোট অভিবাসীর ৫৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ বিদেশে গেছেন দালালের মাধ্যমে। এর পরেই ময়মনসিংহ (৫৭.৪৪ শতাংশ) বিভাগের অবস্থান। শুধু বরিশাল ও খুলনা বিভাগে এ হার ৫০ শতাংশের কম। বরিশালে দালালের মাধ্যমে বিদেশে গেছেন ২৮ দশমিক ৮২ শতাংশ অভিবাসী এবং খুলনায় এ হার ৪৫ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

অভিবাসনের ব্যয় অংশে বলা হয়, বিদেশ যাওয়ার ব্যয় জোগানের ক্ষেত্রে ৫৮ দশমিক ২৪ শতাংশ ঋণ করে থাকে। গ্রামীণ অভিবাসনপ্রত্যাশীর ক্ষেত্রে এ হার প্রায় ৬১ শতাংশ। সারাদেশের মধ্যে বরিশাল বিভাগের সর্বোচ্চ প্রায় ৬৯ শতাংশ ঋণ করে বিদেশ যাওয়ার ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। খরচের পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, একই দেশে ভিন্ন উদ্দেশ্যে অভিবাসনে ব্যয় সমান নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে জেলবন্দি মুসলিমরা পেল জুমার নামাজের অনুমতি

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রে জেলবন্দিরা পেয়েছে জুমার নামাজ আদায়ের অনুমতি। মেরিল্যান্ডের প্রিন্স জর্জের কাউন্টি ডিপার্টমেন্ট অব কারেকশনস মুসলিম বন্দিদের জন্য একত্রে জুমার নামাজের অনুমতি দিয়ে নতুন নীতি গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালে মেরিল্যান্ড মুসলিম প্রিজনার প্রজেক্ট দ্বারা উত্থাপিত দাবিগুলো নিয়ে অনেক আলোচনার পর ডিপার্টমেন্ট অব কারেকশনস এই ঘোষণা দেয়।

গত মে মাসে মেরিল্যান্ড মুসলিম প্রিজনার প্রজেক্টের সঙ্গে একটি মিটিং চলাকালীন, প্রিন্স জর্জের কাউন্টি ডিপার্টমেন্ট অব কারেকশন ডিরেক্টর টেরেন্স ক্লার্ক, ইনমেট সার্ভিসেস ডিভিশনের প্রধান ড. গ্রেগরি বিয়ারস্টপ এবং অন্যান্য সংশোধনকারী প্রশাসনিক কর্মীরা নতুন নীতি বাস্তবায়নের পাশাপাশি অন্যান্য পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করার জন্য মুসলিম চ্যাপলেন, কেয়ার এবং প্রিন্স জর্জের কাউন্টি মুসলিম কাউন্সিলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সভায় প্রিন্স জর্জের কাউন্টি ডিপার্টমেন্ট অব কারেকশনস বন্দি মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় সহায়তা পরিষেবাগুলো উন্নত করার প্রজেক্ট নেওয়া হচ্ছে বলে কর্মকর্তারা জানান। বর্তমানে সেখানে আনুমানিক ৮০০ বন্দির প্রায় এক-চতুর্থাংশ মুসলিম।

কেয়ারের মেরিল্যান্ড ডিরেক্টর জয়নাব চৌধুরী বলেন, এই অগ্রগতি ডেডিকেটেড টিমওয়ার্ক, অনেক মিটিং, আলোচনা এবং কর্মের প্রতিফলন। আমরা ড. বিয়ারস্টপ, ডিরেক্টর ক্লার্ক, যারা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যেও কাজ করেছেন এবং এ মাইলফলক অর্জনে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। সংগঠন হিসেবে কেয়ার আমাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের সব সদস্যের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের কাজ শেষ হয়নি, তবে এটা জেনে আনন্দিত এবং আনন্দদায়ক যে মুসলমানরা এখন এই সুবিধাটিতে জামাতে জুমার নামাজ পড়ার তাদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

কারাগারে সংশোধনী সুবিধায় মুসলমানদেরকে ধর্মগুরু সেবাপ্রদানকারী ইমাম বুহেরা আবদুস সবুর বলেন, সব বন্দির জন্য ধর্মীয় আবাসন তাদের সংস্কারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বৃহত্তরভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সুখবর। এ পরিবর্তনে মুসলিম বন্দিদের চোখে আনন্দাশ্রু দিয়েছে। তারা যে আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা পেয়েছে, তার ফলে আটকদের সুবিধাগুলোতে ধর্মীয় পরিষেবাগুলো পরিসংখ্যানগতভাবে সহিংসতার কাজগুলোকে হ্রাস করতে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এটি একটি বড় খবর, যদিও মেরিল্যান্ড রাজ্যে এবং সারা দেশে আটকদের যথাযথ ধর্মীয় আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এখনো একটি দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে।

নিউইয়র্কে আমেরিকান কারি এওয়ার্ডের অনুষ্ঠান ১০ নভেম্বর

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউ ইয়র্কের কুইন্সে আমেরিকান কারি এওয়ার্ড ২০২৪ প্রথম মেগা আসর হতে যাচ্ছে ১০ নভেম্বর। 'আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড' আয়োজনের পেছনে আছেন দু'জন সফল, পরীক্ষিত ও খ্যাতিমান মানুষ। তাদের একজন বৃটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী মাস্টার শেফ খলিলুর রহমান। আমেরিকার অত্যন্ত সুপরিচিত মাস্টার শেফ খলিল ও তারই প্রতিষ্ঠান খলিল বিরিয়ানি হাউজ। রন্ধন শিল্পে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি লাভ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার 'প্রেসিডেন্সিয়াল লাইফ টাইম এওয়ার্ড'।

আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড-এর আরেক উদ্যোক্তা এনামুল হক এনাম। যিনি বাংলাদেশ, আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য উল্লেখযোগ্য আয়োজনের মূল নেপথ্য কারিগর। তিনি আমেরিকার জনপ্রিয় ম্যাগাজিন বিজনেস আমেরিকা এবং বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বিজনেস ম্যাগাজিন অর্থকন্ঠের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক উদ্যোগের প্রধান আয়োজক।

এমন দুজন মানুষ যে আয়োজনের পেছনে আছেন, ধরেই নেয়া যায় সেই আয়োজন হতে যাচ্ছে অত্যন্ত সফল এবং সার্থক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় শেফরা অংশ নেবেন আমেরিকান কারি অ্যাওয়ার্ড-এর এই মেগা ইভেন্টে।

চার গুণীব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করলো ছড়াটে

আশরাফুল হাবিব মিহির

নিউইয়র্কের কুইন্সের একটি পার্টি হলে ছড়া সংগঠন ছড়াটে অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশে চার গুণীব্যক্তিকে সম্মাননার আয়োজন করে। নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৪'র উৎসবমুখর আবহের মধ্যেই এই সম্মাননা প্রদান করলো ছড়াটে।

একুশে পদকপ্রাপ্ত কিংবদন্তি ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন, বিশিষ্ট কবি-ছড়াকার-শিশুসাহিত্যিক সৈয়দ আল ফারুক, বিশিষ্ট কবি-ছড়াকার-শিশুসাহিত্যিক ওমর কায়সার এবং বিশিষ্ট কবি-ছড়াকার ও টিভি ব্যক্তিত্ব জিন্নাহ চৌধুরীকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ছড়াটে-র কর্ণধার শাম্ স চৌধুরী রুশো-র পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আয়োজনে একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক-সাংবাদিক নাজমুন নেসা পিয়ারি অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। অতপরঃ উত্তরীয় পরিয়ে দেন এবং সম্মাননা স্মারক হাতে তুলে দেন যথাক্রমে লেখক-সাংবাদিক নাজমুন নেসা পিয়ারি, ছড়াকার সজল আশফাক, ছড়াকার মানিক রহমান ও ছড়াকার শাহীন ইবনে দিলওয়ার।

সম্মাননা প্রাপ্ত প্রত্যেকে এমন মহতী উদ্যোগের জন্য ছড়াটে-কে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান এবং ছড়াটের বহুমুখী গঠনমূলক কাজের প্রশংসা করেন। বইমেলার মতো বিশাল আয়োজনে সহযোগি সংগঠন হিসেবে ছড়াটে-র অন্তর্ভুক্তিকে বড় অর্জন বলে উল্লেখ করেন। বইমেলা উপলক্ষে ছড়াটে-র বিশেষ আয়োজন মনকাড়া দেয়ালিকারও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সম্মাননা অনুষ্ঠানে ছড়াকার মৃদুল আহমদের চমৎকার সঙ্গীত পরিবেশনা বাড়তি মনোরঞ্জন দিয়েছিলো।

সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে শেষ হলো নিউইয়র্ক ঈদগাহর ৫টি জামাত

নিউজ ডেস্ক

নিউইয়র্কের মিনি বাংলাদেশ জ্যাকসনহাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় এবারের ঈদ আল আদহা ২০২৪ তে আবারও সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখতে এবং ঈদের নানাজ দিয়ে অমুসলিম প্রতিবেশীর রাস্তাঘাট, যানবাহন পার্কিং ও শপিং এ বিঘ্ন না ঘটিয়ে ঈদগাহর উপযুক্ত স্থান ডাইভার্সিটি প্লাজায় এসে ঈদের নামাজ আদায় করার জন্য এলাকার মুল্লিদের প্রতি আহ্বান জানান নিউইয়র্ক ঈদগাহর পরিচালক ইমাম কাজী কায়্যুম। এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে।

এলাকার মুসলিম কম্যিউনিটির প্রয়োজনে এবং মার্কিন প্রবাসে মুসলমানদের তাহজীব ও তামাদ্দুনকে লালন ও স্থাপন করার প্রয়াসেই নিউইয়র্ক ঈদগাহর কার্যক্রম শুরু হয় ২০১১ সনে। সংখ্যাধিক্যের কথা না বলে যদি মান সম্পন্ন আয়েজন ও উত্তম ব্যবস্থাপনার কথা বলা হয়, তাহলে সে বিবেচনায় নিউইয়র্ক ঈদগাহই এর প্রতিষ্ঠা সগ্ন থেকেই রয়েছে শীর্ষে। কর্মব্যস্ত নিউইয়র্ক নগরীর মুসলমানদের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই প্রতিটি ঈদে এখানে যে ৫টি জামাতের আয়োজন করা হয়, তাতে এলাকার মুসল্লিরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট। কেননা, ঈদুল ফেতরে সকাল ৭ঃ০০টা এবং ঈদুল আদহায় সকাল ৬ঃ০০ থেকে শুরু হওয়া প্রতি ঘন্টা অন্তর এ জামাতগুলোতে মুসল্লিরা তাঁদের সুবিধা মত জামাতটিতে এসে শরীক হতে পারেন। ডাইভার্সিটি প্লাজায় নিউইয়র্ক ঈদগাহ প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি, তা হলো 'শান্তির ধর্ম ইসলাম' বলে দাবীটি ইসলামের সাথে অতপ্রোতভাবে জড়িত।

সেজন্য, রাস্তাঘাট বন্ধ করে এলাকার অমুসলিম প্রতিবেশীর চলাচল, গাড়ি পার্কিং ও শপিং এর ব্যাঘাত ঘটিয়ে ঈদানন্দ উদযাপন করা কখনোই ইসলামী সংস্কৃতি ও এর তাহজীব-তামাদ্দুনের অংশ হতে পারেনা। ইহা বিবেক বহির্ভূত কাজ বলেই সঠিক ইসলাম চর্চায় পরিগণিত হবে। তাই আশপাশের সব ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদকে অমুসলিম প্রতিবেশীর এমন ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি না করে বিবেকের সঠিক বিচারে ডাইভার্সিটি প্লাজাতেই এসেই একসাথে ঈদ উদযাপন করার তাগিদ নিউইয়র্ক ঈদগাহ এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বরাবরই দিয়ে আসছে। আর তাতে করেই বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আমাদের নতুন মার্কিন প্রজন্মরা ইসলামের সঠিক সংস্কৃতি ও তাহজীব-তামাদ্দুনের শিক্ষা ও প্রয়োগ দেখতে পেয়ে আনন্দিত হবে।

তবে নিউইয়র্ক ঈদগাহ দারুণ আশাবাদী যে, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন এলাকার মুসলমানদের সংকীর্ণতা ও ভুল বুঝাবুঝি দূরীভুত হবে এবং সকল অভিবাবকগন তাঁরা নিজে ও তাঁদের নতুন প্রজন্মকে নিয়ে এসে নিউইয়র্কের মিনি বাংলাদেশ বলে খ্যাত জ্যাকসনহাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় এক সাথে ঈদ উদযাপন করার পাশাপাশি কম্যিউনিটিকে শান্তিপূর্ণ একটি সুন্দর ঈদ উপহার দিবেন। সূর্যোদয় পর থেকে ঈদ নামাজের সঠিক শরীয়ত সম্মত সময়ের দিকে খেয়াল রেখে ও যারা দূরে সুবিধাজনক স্থানে কোরবানী দিতে যেতে চান, তাদের কথা বিবেচনা করেই প্রথম জামাতটি অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৬ঃ০০ টায়। তারপর ৭, ৮, ৯ ও ১০ টায় নিউইয়র্ক ঈদগাহর আরোও ৪ টি জামাত সহ মোট ৫ টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এমনকি মুসল্লিদের অনবরত আগমন ঠেকাতে ৫টি জামাতের পরও আরেকটি অতিরিক্ত জামাতের ব্যবস্থা করা হয় সকাল ১০ঃ৩০ টায়। ১০ঃ০০ টার শেষ জামাতটি যারা ধরতে পারেননি, অতিরিক্ত এই জামাতটির পেয়ে যেনো তাঁদের ঈদের আনন্দ ছিল সবার চেয়ে বেশি। যেহেতু নিউইয়র্ক ঈদগাহ সকল মুসল্লির কথা বিবেচনায় সব সময়ই রাখে, তাই পরিস্থিতির বিবেচনায় এর আগেও এমন ব্যবস্থা নিউইয়র্ক ঈদগাহ নিয়েছে। নিউইয়র্ক ঈদগাহ বিরক্তিকর লীডারি বক্তব্য অনেক আগে থেকেই বাদ দিয়েছে। যেহেতু ২০১১ সনে নিউইয়র্ক ঈদগাহর প্রতিষ্ঠাকালে এলাকার প্রায় সকল জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট জনদের সমন্বয়ে ৩২ জন ডিগনিটারিজদের সে সময় প্রচুর সমাগম ছিল। যার কাভারেজ মূলধারা ও স্থানীয় সকল ভাষার সকল কম্যিউনিটি পত্রিকা ছেঁপেছিল বেশ ফলাও করে। করোনা প্যান্ডামিকের সময় মোহাম্মদী সেন্টার থেকে নিউইয়র্ক ঈদগাহর ঈদ আল ফেতর-২০২০'র জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক অনলাইন মিডিয়া ফেসবুকের মাধ্যমে, যেখানে প্রচুর সংখ্যক মুসল্লি যুক্ত হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন নিজ নিজ বাসা-ঘর থেকে। বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতার জন্য নিউইয়র্ক ঈদগাহ স্থানীয় এনওয়াইপিডি পুলিশ প্রিসিংকট-১১৫, জেবিবিএ, আইএমএ, মূলধারার নেতৃবৃন্দ ও প্রেস কম্যিউনিটির প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসে সুন্নাহ মোতাবেক ইসলামের শান্তিপ্রিয় ও ঐতিহ্য গত সংস্কৃতি এবং তাহজীব-তামাদ্দুনকে বহাল রাখতে ৫টি জামাতে সমবেত হওয়া সকল মুসল্লি ও নতুন প্রজন্মকে নিউইয়র্ক ঈদগাহ জানাচ্ছে সীমাহীন শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এই প্রথম বারের মত নিউইয়র্ক ঈদগাহর অনুস্মরণে বাংলাদেশের বাইতুল মোকাররাম মসজিদের ঈদের নামাজেও এবার ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে জেনে আমরা আনন্দিত হয়েছি।

বাইটপোর ফাদারর্স ডে ২০২৪ উদযাপন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

১৬ জুন রোববার, বাংলাদেশী এমেরিকান আইটি প্রফেশনালস এসোশিয়েশন (বাইটপো)'র উদ্যোগে ফাদার্স ডে ২০২৪ উদযাপন অনুষ্ঠিত হয় উডব্রিজ ভার্জিনিয়ায়। বাইটপোর সভাপতি সামছুদ্দীন মাহমুদ ও কার্যকরী সদস্য স্যাম রিয়ার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে কেক কেটে ফাদার্স ডে ২০২৪ এর উদ্ভোদন করেন সাবেক মন্ত্রীপরিষদ সচিব ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক সফিকুল আলম। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাউথ এশিয়া পার্সপেকটিভস এর নির্বাহী সম্পাদক মুশফিকুল ফজল আনসারী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নিক রোয়ান, কাজী টি ইসলাম, জাহিদ খান, কবির পাটোয়ারী, পারভীন পাটোয়ারী, হাসান চৌধুরী, তানভীর হাসান, ইঞ্জিনিয়ার মিজানর রহমান, শাহেদা আবেদীন, ইলিয়াস ভুইয়া লিটন, মাসুদ হোসেন, কামরুল ইসলাম কামাল, শামীমা সেলিমুদ্দীন, সায়েদ রহমান, তৈয়ুবুর হাসান, রাশেল সারা খান ও আবদুল কাইয়ুম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন, সংগঠনের সাধারন সম্পাদক হাবীবউল্লাহ ভুইয়া কচি, সহ সভাপতি সাইফুল্লাহ খালেদ, টেজারার মোহাম্মদ রশীদ ও সহ ট্রেজারার মিজানুর রহমান।

উল্লেখ্য এবার ফাদার্স ডে কোরবানীর ঈদের দিন হওয়ায় অতিথি

> এবার ফাদার্স ডে কোরবানীর ঈদের দিন হওয়ায় অতিথি বৃন্দ একসাথে ইদ ও ফাদার্স ডে উদযাপন করেন।

বৃন্দ একসাথে ইদ ও ফাদার্স ডে উদযাপন করেন। অতিথি বৃন্দ তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তেব্যে তুলে ধরে বলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাইটপো তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়াশিংটন ডিসি তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়েছে। এ জন্য উনারা সংগঠনের বর্তমান নেতৃত্ব বিশেষ করে সভাপতি বিশিষ্ট কবি ও লেখক সামছুদ্দীন মাহমুদের গতিশীল নেতৃত্বের ভূয়শী প্রশংসা করেন। উনারা আগামী দিনে সকল কার্যক্রমে বাইটপোকে সার্বিক সহযোহিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য আগামী ২৭ অক্টোবর ২০২৪ ফোর্ট হান্ট পার্ক, আলেকজান্দ্রিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য বাইটপোর ঐতিহ্যবাহী 'চট্টগামের মেজবানে' সবাইকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়।

সবশেষে সংগঠনের সভাপতি সামছুদ্দীন মাহমুদ উপস্থিত সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামী দিনগুলোতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। আর অতিথিবৃন্দ স্যাম রিয়ার অসাধারন সব খাওয়ার স্বাধ আস্বাধন করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে আয়োজকদের ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন।

ইমামকে 'বেয়াদব' বললেন বিএনপি নেতা মিনু

ঢাকা ডেস্ক

মিজানুর রহমান মিনু

ইমামকে 'বেয়াদব' বলার অভিযোগ পাওয়া গেছে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনুর বিরুদ্ধে। গত সোমবার সকালে রাজশাহীর হজরত শাহ মখদুম (রহ.) কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে ঈদুল আজহার নামাজ শেষে এ ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ঈদের নামাজের মোনাজাত নিয়ে ইমামের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন বিএনপির এ নেতা। নামাজ শেষে ইমাম মুফতি মোহাম্মদ ওমর ফারুককে 'বেয়াদব' বলেন তিনি। ওমর ফারুক রাজশাহীর সবচেয়ে বড় এই ঈদের জামাতে ইমামতি করেন। তিনি খুতবার বাইরেও বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। খুতবা শেষে অনেকটা লম্বা সময় ধরে দোয়া করেন তিনি। এতেই ইমামের প্রতি বিরক্ত হন রাজশাহীর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও সাবেক সংসদ সদস্য মিজানুর রহমান মিনু। স্থানীয়রা বলেন, দুই বছর আগেও একই মাঠে ঈদুল আজহার নামাজ আদায় শেষে মিনু সে সময়ের ইমামকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। সেদিন নামাজ শেষে মিনু ইমাম মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শাহাদাত আলীকে 'দালাল' উল্লেখ করে ভর্ৎসনা করেছিলেন।

জিয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন

ঢাকা অফিস

আ ক ম মোজাম্মেল

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বের পর্যায়ে থাকলেও পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম মোজাম্মেল হোসেন। জিয়াউর রহমানকে মুক্তিযুদ্ধে একজন অনুপ্রবেশকারী বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলায় পলাশডাঙ্গা যুব শিবির স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর প্রাঙ্গণে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি সাব–সেক্টর পলাশডাঙ্গা যুব শিবিরের মুক্তিযোদ্ধা জনতা মিলনমেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্য আ ক ম মোজাম্মেল হোসেন এসব মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, 'খুনি জিয়া মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। যদিও তিনি নামে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। জেড ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন। তবে তিনি যে একজন অনুপ্রবেশকারী এবং প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিশ্বাস করেন না, সেটা প্রমাণ করেছিলেন ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে।'

'জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা তাকে নির্বাসিত করেছিলেন। আবার পাকিস্তানি ভাবধারায় এই দেশের "জয় বাংলা" রণধ্বণী বাদ দিয়ে "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" কায়েম করেছিলেন।' যোগ করেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী।

আ ক ম মোজাম্মেল হোসেন বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা বাড়ানোসহ অন্যান্য দাবি নিয়ে আলোচনা হবে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের নির্বাচনের পরে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ২৮/২৯ তারিখে দেশব্যাপী মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সচিবকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা হয়েছে তিনিই সেপ্টেম্বর মাসে নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করবেন।'

পলাশডাঙ্গা যুব শিবিরের যুদ্ধকালীন সহকারী কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট বিমল কুমার দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুক্তিযোদ্ধা জনতা মিলনমেলায় আরও বক্তব্য রাখেন সিরাজগঞ্জ–২ (সদর ও কামারখন্দ) আসনের সংসদ সদস্য ড. জান্নাত আরা হেনরী, সিরাজগঞ্জ–৬ (উল্লাপাড়া) আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সফিকুল ইসলাম সফি, সিরাজগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শামীম তালুকদার লাবু, জেলা প্রশাসক মীর মোহাম্মদ মাহবুবর রহমান, সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট কে এম হোসেন আলী হাসান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ তালুকদার, সিরাজগঞ্জ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সফিকুল ইসলাম সফি, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা চেয়ারম্যান রিয়াজ উদ্দিন, শাহজাদপুর উপজেলা চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা হালিমুল হক মিরু, কামারখন্দ উপজেলা চেয়ারম্যান শহীদুল্লাহ সবুজ–সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান শেষে ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর দেওয়া আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে আার্থিক সহযোগিতা তুলে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, 'পলাশডাঙ্গা' এলাকায় ১৯৭১ সালে গড়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন পলাশডাঙ্গা যুব শিবির। যার সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ মীর্জা। যে কারণে যুদ্ধকালীন এই বাহিনী লতিফ মীর্জার বাহিনী নামেও পরিচিত ছিল। এই বাহিনী ছাত্র, শ্রমিক, বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য, ইপিআরের সদস্য, বিএলএফের সদস্য ও এফএফের সদস্যদের সমন্বয়ে পরিচালিত হত। এই পলাশডাঙ্গার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এই অঞ্চলে (মধ্য অদ্রঘাট) ১৯৭১ সালের ১৭ জুন পাক বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পাক বাহিনী এই এলাকায় বহু নিরীহ মানুষের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং বহু নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। পলাশডাঙ্গার বীর মুক্তিযোদ্ধারা সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া ও রাজশাহীর কিয়োদাংশে পাক বাহিনী রাজাকার আলবদর আলসামস বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৫১টি সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেয় এবং তিনটি থানা দখল করে নেয়।

আবারও শাহজাহান শেখ ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ডে মেম্বার মনোনীত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শাহজাহান শেখ ৫ম বারের মত ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ১ এর মেম্বার মনোনীত হয়েছেন। অতি সম্প্রতি বরো প্রেসিডেন্ট ভেনেসা গিবসন এক চিঠিতে শাহজাহান শেখের এই পুন:মনোনয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মূলধারার রাজনীতিবিদ শাহজাহান শেখ ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড-১ এর ইমিগ্রেশন বিষয়ক সাব কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

শাহজাহান শেখ গণমাধ্যমকে জানান, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার পদটি অবৈতনিক। স্থানীয় সিটি কাউন্সিল মেম্বার, এসেম্বলিম্যান, স্টেট সিনেটরদের সুপারিশক্রমে বরো প্রেসিডেন্ট দুই বছরের জন্য কমিউনিটি বোর্ড মেম্বারদের মনোনয়ন দেন এবং প্রতি দুই বছর অন্তর তিনি তা নবায়ন করেন। তিনি ২০১৬ সাল থেকে ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ১ এর একজন সক্রিয় মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। অবদান রেখে আসছেন বোর্ডের কার্যক্রমে। শাহজাহান শেখ জানান, স্থানীয় আইনশৃংখলা, নির্বাচিত প্রতিনিধির পরামর্শ, ভূমি ব্যবহারসহ জনকল্যাণমূলক বহু সিদ্ধান্ত কমিউনিটি বোর্ডে গ্রহণ করা হয়। বোর্ড সভায় আইন শৃংখলা, উন্নয়ন এবং স্বল্প আয়ের বাসিন্দাদের চাকুরী ও বাসস্থান সম্পর্কিত তথ্য সহ বিবিধ বিষয়ে আলোচনা হয়। কমিউনিটির উন্নয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বোর্ডে।

শাহজাহান শেখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স সহ মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি নিউইয়র্কের বারুক কলেজে হিউম্যান সার্ভিসের ওপর ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিন সন্তানের জনক শাহজাহান শেখ দীর্ঘদিন ধরে ব্রঙ্কসে বসবাস করছেন। নিউইয়র্কে একটি বেসরকারী কলেজে প্রশাসনিক বিভাগে কর্মরত শাহজাহান শেখের দেশের বাড়ি গাজীপুরের কাপাসিয়ায়।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

সান্দ্রা হেমে। তখন-এখন।

৪৩ বছর জেল খেটে নির্দোষ মিসৌরির এক নারী

ইমা এলিস

বিনা দোষে ৪৩ বছর জেল খাটার পর অবশেষে সান্দ্রা হেমে নামের এক নারীকে নির্দোষ ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরির একটি আদালত। সান্দ্রা নামের ওই নারী যৌবনের শুরুতে জেলে প্রবেশ করেছিলেন। এখন তাঁর বয়স ৬৪ বছর।

আদালতের বিচারক সান্দ্রার নির্দোষ প্রমাণ হওয়াকে 'স্পষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য' বলে রায় দিয়েছেন। তবে এখনো জেলেই অবস্থান করছেন তিনি। তার আইনজীবীরা জানিয়েছেন, খুনের মামলাটিতে একটি নতুন প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই প্রমাণ অনুযায়ী, সাবেক এক পুলিশ কর্মকর্তা ওই খুনের ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন।

আইনজীবীরা দাবি করেছেন, মার্কিন ইতিহাসে সান্দ্রাই এখন নির্দোষ হয়েও সবচেয়ে বেশি সময় ধরে জেল খাটা নারী। চার দশকেরও বেশি সময় আগে ১৯৮০ সালে মিসৌরির সেন্ট জোসেফ এলাকায় খুন হয়েছিলেন প্যাট্রিসিয়া নামে এক লাইব্রেরি কর্মী। পরে এই হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল সান্দ্রাকে।

দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো—আদালতে সেই সময়ের ২০ বছর বয়সী সান্দ্রা নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন যে, তিনি প্যাট্রিসিয়াকে হত্যা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে বেরিয়ে আসে বিচার চলার সময় মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন সান্দ্রা। শক্তিশালী ওষুধের প্রভাবেই তিনি খুনের ঘটনায় নিজেকে জড়িয়ে ভুল-ভাল বক্তব্য দিয়েছিলেন।

আদালত আরও খুঁজে পেয়েছে, সান্দ্রার স্বীকারোক্তির বাইরে ওই খুনের ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগসূত্রই খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোনো প্রত্যক্ষদর্শীই সান্দ্রাকে অপরাধের দৃশ্যের সঙ্গে যুক্ত করেননি। প্যাট্রিসিয়াকে ক্ষতি করার কোনো উদ্দেশ্য কিংবা কারণও ছিল না তাঁর। দুজনের দেখা হয়েছিল কখনো এমন প্রমাণও হাজির করা যায়নি। কোনো শারীরিক বা ফরেনসিক প্রমাণও সান্দ্রাকে দোষী প্রমাণ করতে পারেনি।

নিউইয়র্কে অবস্থিত দ্য ইনোসেন্স প্রজেক্ট সান্দ্রার মামলাটি গ্রহণ করেছিল। ইনোসেন্স প্রজেক্ট হলম্যান নামে সেন্ট জোসেফ পুলিশের এক কর্মকর্তাকে খুনের ঘটনায় জড়িত থাকা এবং প্রমাণ গোপন করায় অভিযুক্ত করেছে। তবে ২০১৫ সালেই হলম্যান মারা গেছেন।

এক বিবৃতিতে ইনোসেন্স প্রজেক্ট জানিয়েছে, পুলিশ কর্মকর্তা মাইকেল হলম্যান হত্যাকাণ্ডের পরের দিনই নিহত প্যাট্রিসিয়ার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সময় তাঁর গাড়িটিও প্যাট্রিসিয়ার বাড়ির কাছে পার্ক করা ছিল বলে সাক্ষ্য আছে। হলম্যানের ব্যবহৃত টয়লেট থেকে প্যাট্রিসিয়ার কানের দুলও পাওয়া গিয়েছিল। হলম্যানের বিরুদ্ধে নারী-বিদ্বেষী কর্মকাণ্ডের আরও অনেক অভিযোগ ছিল।

নতুন প্রমাণ পাওয়ায় জেসের হত্যাকাণ্ডের বিচার আবার নতুন করে শুরু হবে কি-না তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ৩০ দিনের মধ্যেই নির্দোষ সান্দ্রাকে মুক্তি দিতে হবে।

নিউইয়র্কেও 'তুফান' আসছে!

বিশেষ প্রতিনিধি

পবিত্র ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া ঈদের ছবি ‘তুফান’ প্রথম দিন থেকেই দর্শকের আগ্রহের শীর্ষে রয়েছে। সারা দেশে ছবিটি নিয়ে দর্শকের সাড়ায় মুগ্ধ প্রেক্ষাগৃহ কৃর্তপক্ষ। এর মধ্যে ময়মনসিংয়ের ছায়াবাণী প্রেক্ষাগৃহে ঘটল ব্যতিক্রম এক ঘটনা, যা গত ২০ বছরে ঘটেনি। গত মঙ্গলবার রাত ১২টায় ‘তুফান’ সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনী চালু করতে বাধ্য হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ কর্তৃপক্ষ।

রেকর্ড গড়েছে ‘তুফান’। দেশজুড়ে ১২০টির বেশি প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি চলছে। প্রায় সব হলেই দর্শক হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রেও ' তুফান' মুক্তি পাচ্ছে। উত্তর আমেরিকায় বাংলা সিনেমা পরিবেশনার পথিকৃৎ বায়স্কোপ ফিল্মস ছবিটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশনের দায়িত্ব পেয়েছে। ২৮ জুন থেকে ৪ জুলাই বৃহস্পতিবার, ৭ দিনে ১৪ টি শো হবে লঙ আইল্যান্ডের শোকেস ডি লাক্স ব্রোডওয়েতে(Showcase Cinemas De Lux Broadway,955 Broadway Mall, Hicksville, Long Island, NY 11801) । প্রতিদিন বিকেল ৪টা এবং সন্ধ্যে ৬টায় ! বায়স্কোপ ফিল্মসের কর্ণধার রাজ হামিদ জানিয়েছেন, থিয়েটারটা আধুনিক তবে সিট সংখ্যা কম। তাই আগ্রীম টিকিট কাটার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

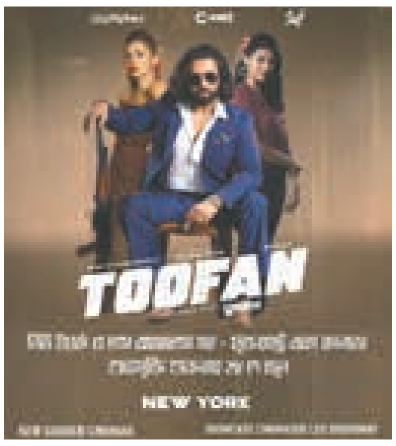

https://www.showcasecinemas.com/.../x009s-showcase... এ লিঙ্ক থেকে টিকেট কাটা যাবে বলে রাজ হামিদ প্রথম আলো উত্তর আমেরিকাকে জানিয়েছেন।

টিটাগাং এসোসিয়েশনের নির্বাচন কমিশন গঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রবাসের অন্যতম বৃহত্তর সংগঠন চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা (চট্টগ্রাম সমিতির) নতুন নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে।

১৪ জুন শুক্রবার এ কমিশন ঘোষণা করে সংগঠনের ১৫ সদস্যের অন্তবর্তীকালীন কমিটি। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ খালেদকে।

নির্বাচন কমিশনার করা হয়েছে মোহাম্মদ হোসেন, সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর, মোহাম্মদ হারুন সেলিম ও ইঞ্জিনিয়ার হান্নানকে। কমিশন গঠনের পর সন্ধ্যায় ব্রুকলিনের চট্টগ্রাম সমিতি কার্যালয়ে নব নির্বাচিত কমিশনকে শপথ করান মেহবুবুর রহমান বাদল। সভাপতিত্ব করেন মনির আহমেদ। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোহাম্মদ নুরুল আনোয়ার।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তি ছাড়াও সিনিয়র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে ১২ জুন বুধবার নির্বাচন কমিশনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে জ্যাকসন হাইটসে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ খালেদ এতে সভাপতিত্ব করেন। পরিচালনা করেন নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর। বক্তব্য রাখেন দুই নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন এবং মোহাম্মদ সেলিম হারুন।

১৪ জুন সংগঠনের ১৫ সদস্যের অন্তবর্তীকালীন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা হয়েছে মোহাম্মদ খালেদকে।

সভায় নির্বাচনের কৌশলগত দিকসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এতে নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগরকে নির্বাচন কমিশনের স্পোকপার্সন হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বারী সুপার মার্কেট
WE CARE FOR YOUR NEEDS
বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
HALAL FOOD
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
BARI SUPERMARKET
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
. নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।
. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভারেরা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সহায়তা করে থাকি।
CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867
Jackson Heights Office: 37-16 73rd St, 4th Fl. Suite 401 Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-898-7100
Jamaica Office: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl. Jamaica, NY 11432 Tel: 718-291-4163
Bronx Office: 2113 Starling Ave. 2nd FL, Suite 201 Bronx, NY 10462 Tel: 718-319-1000
Buffalo Office: 977 Sycamore St 2nd Floor, Buffalo, NY 14212 Tel: 347-272-3973
Long Island Office: 469 Donald Blvd. Holbrook, NY 11741 Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office: 33 101 Ave, Brooklyn, NY 11208 Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office: 509 Mcdonald Ave Brooklyn, NY 11218 Tel: 347-240-6506 Cell: 347-777-7200
Buffalo Office: 59 Walden Ave, Buffalo, NY 14211 Tel: 716-891-9000 716-400-8711
Email: info@barihomecare.com, Web: www.barihomecare.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
U ভিসা, VAWA & SIJS
EB-1 EB-2 NIW & EB-3
বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল
KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW
CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C. and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
Nurul Azim
Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (June 21 - 27, 2024) | Promo Code : PSP78
WE ACCEPT EBT & OTC
SALE 2/$4.99 250 GM CROWN BRAND DESHI KOI BLOCK
SALE 2/$4.99 300 GM CROWN BRAND KOI TRAY
SALE $7.99/EA 1 KG CROWN BRAND KOI LOOSE
SALE 2/$7.99 250 GM CROWN BRAND ROHU EGG
SALE 2/$8.99 500 GM CROWN BRAND LOTIA MIX
SALE $5.99/EA 500 GM CROWN BRAND TAPOSHI IQF
SALE $5.99/EA 500 GM CROWN BRAND BAILA LOOSE
SALE 2/$7.99 500 GM CROWN BRAND TILAPIA BLOCK
SALE 2/$8.99 21 PCS CHEAF DELIGHT PLAN PARATHA
SALE 3/$5.99 10 PCS CROWN BRAND DALPURI / ALU PURI
SALE 2/$4.99 300 GM CROWN BRAND SEEM BECHI
SALE $11.99/EA 1 KG RED LAVEL TEA LOOSE
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372.............................. 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
ADI'S The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
FOOD CERTIFIED 100% HALAL
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (June 21 - 27, 2024) | Promo Code : PSP36
EVERY TUESDAY $100 PURCHASE GET $10 OFF
WE ACCEPT EBT & OTC
SALE $2.49/LB PRECUT Minimum Purchase of 7 LB ZABIHA HALAL FROZEN GOAT
SALE 79¢/LB NO CLEAN NO CUT ZABIHA HALAL CHICKEN QUATER LEG
SALE $3.49/LB ZABIHA HALAL BEEF TRIPE
SALE $2.99/LB ZABIHA HALAL COW FEET
SALE $8.99/LB ZABIHA HALAL OXTAIL
SALE $19.99/EA SIZE 1000-1200 GM HILSHA
SALE $10.99/EA 31/40-2 LB BAG BLUE SEA SHELL ON - EZ-PEEL RAW SHRIMP
SALE $3.99/EA 500 GM HAOR BRAND TAKI BLOCK
SALE 3/$5.00 HAOR BRAND KESKI TRAY
SALE $3.99/EA 2 LB BAG HAOR BRAND PANGASH STEAK
SALE 3/$5.00 ALIN MANGO JUICE
SALE 3/$5.00 ALIN LYCHEE JUICE
SALE $18.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $10.99/EA With add purchase $35 20 LB CAROLINA GOLD / WHITE PARBOILED RICE
SALE $28.99/EA 35 LB SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL
SALE $9.99/EA 900 GM RED COW MILK POWDER
SALE 3/$4.99 439 G GOYA CHICK PEAS
SALE 3/$4.99 439 G GOYA RED KIDNEY BEANS
SALE 2/$4.99 CHAMPION CHOWMEIN NOODLES
SALE $3.79/LB MILK GALLON
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

Alpha-i
CHORKI
SVF
NABILA
SHAKIB KHAN
MIMI CHAKRABORTY
TOOFAN
RAIHAN RAFI
তুফান
নিউ ইয়র্ক ও লস এঞ্জেলেস সহ - যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা
শুভমুক্তি শুক্রবার ২৮ শে জুন
NEW YORK
KEW GARDEN CINEMAS
QUEENS, NEW YORK, 8105 LEFFERTS BLVD.,
QUEENS, NY-11415.
6/28/24 - 7/4/24
2:00 PM, 5:00PM & 8:00PM DAILY
অগ্রীম টিকিট পাওয়া যাচ্ছে
SHOWCASE CINEMASDE LUX BROADWAY
955 S. BROADWAY,
HICKSVILLE, NY-11801.
6/28/24 - 7/4/24
4:00PM & 7:00PM DAILY
অগ্রীম টিকিট পাওয়া যাচ্ছে
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
For Regal Cinemark Harkins & Other Locations Follow us on Facebook : @bioskopefilms

অভিবাসীদের অধিকার রক্ষার দাবি স্যার ড. আবু জাফরের

উত্তর আমেরিকা অফিস

ডেমোক্র্যাট প্রাইমারি ইলেকশন ক্যাম্পেইনে শিক্ষা-স্বাস্থ্য আবাসন কিংবা কর্মসংস্থান, সবক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বসবাসরত বাংলাদেশী, সাউথ এশিয়ানসহ সকল কমিউনিটির অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস পিপল আপ আপ এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তার মতে, মার্কিন সরকার দেশে, প্রবেশাধিকার সহজীকরণ করলেও বিপুল জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি।

১৪ জুন শুক্রবার, নিউইয়র্কে বসবাসরত দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটিতে তাদের ভোটাধিকার বিষয়ে সচেতন করতে জ্যাকসন হাইটস ডাইভার্সিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত হয় ডেমোক্রেট ইলেকশন সমাবেশ। পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস পিপল আপ এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের আহ্বানে সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার জেসিকা গঞ্জালেজ রোহাস, অ্যাসেম্বলি মেম্বার স্টিভেন রাগা, কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণানসহ বেশ কয়েকজন ডেমোক্রেট প্রার্থী। এছাড়া, এই আয়োজনে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের সমর্থনে নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা থেকে ডেমোক্রেট সমর্থকরা উপস্থিত হন। উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির সকল সাংবাদিক, সম্পাদক ও গণমাধ্যম কর্মীরা।

পিপল আপের ডেমোক্র্যাট প্রাইমারি ইলেকশন ক্যাম্পেইন

নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশীসহ দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটিকে ডেমোক্রেটিক পার্টিকে ভোট দেয়ার আহ্বান জানান ড. স্যার আবু জাফর মাহমুদ। সমাবেশে আমেরিকার স্বার্থ সুরক্ষার সর্বোচ্চ অবদানের ধারাবাহিকতায় আগামী নির্বাচনে ডেমোক্রাটদের পক্ষে গণজাগরণের কথা তুলে ধরেন তিনি। তুলে ধরেন পিপল আপের অভিযানের নানা দিকও। বলেন, আমেরিকায় যত মানুষ বসবাস করেন তারা নিবন্ধিত হোক বা নিবন্ধন বহির্ভূত হোক, সবার স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হবে। তাদের সবাইকে হেলথ কেয়ার সার্ভিস দিতে হবে। তিনি বলেন, যাদের আমেরিকায় প্রবেশের সুযোগ দেয়া হয়েছে, তাদের বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আবু জাফর বলেন, আমেরিকায় যারা বসবাস করেন তারা প্রত্যেকে পরিশ্রম করে এ দেশ নির্মাণ করেন । যারা আন-ডকুমেন্টেড, যাদের টাকা পয়সা নাই তাদের কম টাকা পারিশ্রমিক দেয়, এই সুযোগ সুবিধা নিয়ে আমেরিকা গড়ার সুযোগ হাতিয়ে নিচ্ছে । এদের বৈধতা দিতে হবে, এদের নাগরিক হওয়ার সুযোগ দিতে হবে । তাদের কাগজপত্র দিতে হবে স্থায়ী বসবাসের জন্য।

স্যার আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমাদের ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষার্থী যারা তারা গবেষণা করবে, ওদেরকে স্বাধীনতা দিতে হবে, স্বাধীন মতামতের সুযোগ দিতে হবে। তাদের গ্রেফতার করা চলবে না। তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না জানিয়ে তিনি বলেন, আমেরিকায় যেসব শিক্ষার্থী আসে তারা সবাই মেধার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসে। তাদেরকে এদেশে পড়াশোনা শেষ করে এদেশ থেকে পাঠিয়ে না দিয়ে এদেশে থাকার ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিকত্ব দিতে হবে। তাহলে তাদের মাধ্যমে আমেরিকাও লাভবান হবে।

ড. আবু জাফর জানান, এ দেশে মানুষ আছে, মানুষ আসে, বিভিন্ন জাতি থেকে এসেছে । তারা যাতে সহজভাবে যাবে জীবন চালাতে পারে সেভাবে আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এরই মধ্যে সরকার বাড়ির দাম বাড়িয়েছে, বাড়ি ভাড়া বাড়ানো হয়েছে।

তিনি বলেন, ছাত্র- ছাত্রীদের মধ্যে এবং প্রতিটি রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেশপ্রেম বাড়াতে হবে। প্রতিটি জনগণের দেশপ্রেম বাড়াতে হবে, দায়িত্ববোধ বাড়াতে হবে। আমরা আমাদের সন্তানদের প্রথম শ্রেনীর দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এখানে অবাধে ক্ষতিকর মাদক বিক্রি হচ্ছে।

‘লানজ-তৃতীয় বার্ষিক-থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল’-এ পুরস্কৃত সায়মা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সায়মা করিম ইতিমধ্যে তার পাপেট ও মাপেট নিয়ে বেশ আলোচিত হয়েছেন। তিতলি চরিত্রটি তার কারনেই আলাদা করে সবার মনে জায়গা করে নিয়েছে। সায়মা নিজেই এই পাপেট টির পরিচালনা করেন এবং কণ্ঠ দেন। তার সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার সায়মা পাপেট তিতলী নিয়ে আবার পুরস্কৃত হলেন নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের ‘লানজ- তৃতীয় বার্ষিক-থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল’-এ। ‘লানজ-এনওয়াইসি’ যুক্তরাষ্ট্রের একটি নন-প্রফিট আর্টিস্ট অর্গানাইজেশন। তারা পৃথিবীল বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় থিয়েটার ফ্যাস্টিভ্যালের আয়োজন করে, এবং থিয়েটারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা অনবদ্য অবদান রেখে সেরা হয় তাদেরকে ‘লানজ’ পুরস্কৃত করে। গত ৮ জুন তারিখে এই পুরস্কার সায়মা করিমের হাতে তুলে দেন লানজ এর পরিচালক। অনুষ্ঠানে সায়মা করিমের পরিচালনায় ‘দ্যা নটি টাইগার’ প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে সায়মা করিমের প্রযোজনাটি বেশ প্রসংশিতও হয়।

৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নানা কর্মসূচি

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ২৩ জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্লাটিনাম জয়ন্তী উদযাপনের কর্মসূচি ঘোষণা করলো । শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের বাস্তবচিত্র উপস্থাপনের পাশাপাশি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, প্রয়াত নেতাকর্মীগণকে স্মরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ কর্মসূচি উদযাপন করবে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ।

১৭ জুন সোমবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে একটি পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান জানান, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির পিতা। এই সত্য যারা এখনো স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করছে, তাদেরকে চিহ্নিত করার উদাত্ত আহ্বান জানানো হবে দেশপ্রেমিক প্রতিটি প্রবাসীর প্রতি। এ জন্য সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে আমরা কাজ শুরু করেছি। এটা হচ্ছে সময়ের দাবি।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, অপরাহ্ণ ৫টায় শোভাযাত্রা বের হবে। তা জ্যাকসন হাইটস প্রদক্ষিণের পর নবান্ন পার্টি হলের ভেতরে ও বাইরে নানা কর্মসূচি থাকবে। সর্বস্তরের প্রবাসীকেও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সহ-সভাপতি ডাক্তার মাসুদুল হাসান, শামসুদ্দিন আজাদ ও লুৎফর করীম, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দুরুদ মিয়া রলেন ও তারিকুল হায়দার চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল হামিদ, প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক নাফিকুর রহমান তুরান, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক আশরাফ উদ্দিন, কার্যনির্বাহী সদস্য সাহানারা রহমান ও সাইফুল ইসলাম সহ নেতৃবৃন্দ ছিলেন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অপর অংশের পক্ষ থেকে ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হবে ২২ জুন সন্ধ্যায় (বাংলাদেশ সময় ২৩ জুন সকাল)। সেটিও নবান্ন পার্টি হলেই হবে বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচির সমন্বয় ঘটাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক নিজাম চৌধুরী, উপদেষ্টা ড. প্রদীপ কর এবং অন্যতম সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান।

হামাসকে পরাজিত করা সম্ভব নয়: ইসরায়েলি বাহিনী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসকে নির্মূল করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তা ড্যানিয়েল হাগারি। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম চ্যানেল ১৩কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমনটি বলেন।

আট মাসের বেশি সময় ধরে গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। তবে এখনও তারা গোষ্ঠীটিকে নির্মূল করতে পারেনি। বরং হামাস উৎখাত করতে গিয়ে হাজার হাজার বেসামরিক মানুষ মেরেছে ইসরায়েল।

এ প্রসঙ্গে ইসরায়েল সেনাবাহিনীর মুখপাত্র হাগারি বলেন, ‘হামাস একটি মতাদর্শ। একটি মতাদর্শ নির্মূল করা সম্ভব নয়। আমরা হামাসকে শেষ করে দিতে যাচ্ছি—এটা বলা মানে হলো মানুষের চোখে ধুলা দেওয়া। আমরা বিকল্প ব্যবস্থা না নিলে শেষ পর্যন্ত হামাস থাকবে।’

এদিকে হাগারির এই বক্তব্য প্রত্যাখান করেছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয়। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা হামাসের সামরিক ও সরকারি সক্ষমতা ধ্বংস করাকে যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করছে। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীও (আইডিএফ) এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর বাইরে যে কোনো দাবি অপ্রাসঙ্গিক।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৩৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। নিহতদের বেশিরভাগ নারী ও শিশু।

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

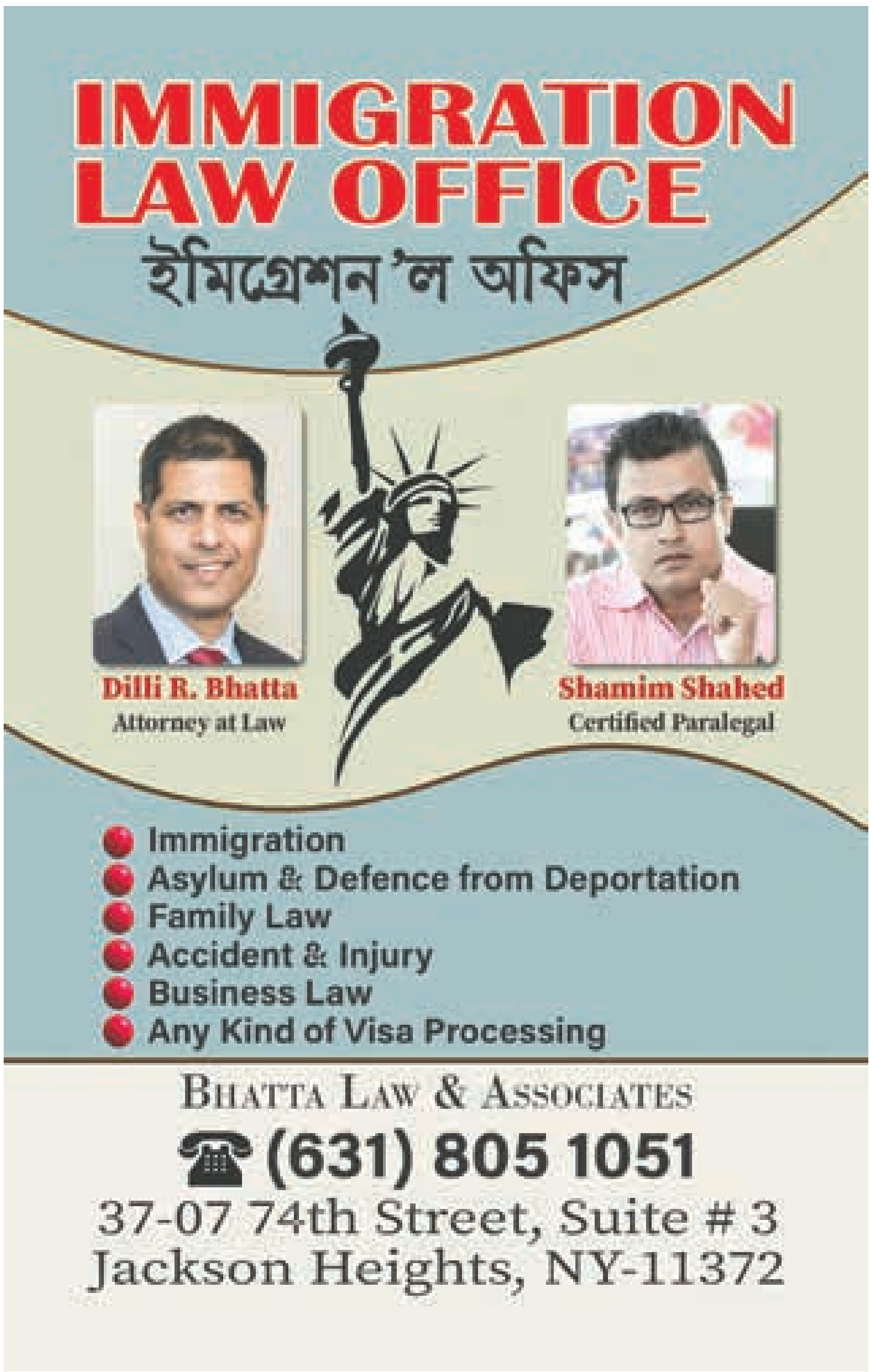
IMMIGRATION
LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন 'ল অফিস
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Immigration
Asylum & Defence from Deportation
Family Law
Accident & Injury
Business Law
Any Kind of Visa Processing
BHATTA LAW & ASSOCIATES
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
WITH
Best income
Up to
$85.000
Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
WORK
AT HOME
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301,
Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave,
Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10482
Buffalo Office:
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 917-745-0949, 929-468-6102 | www.sarahcareusa.com

AL HARAMAIN PERFUMES

Where Timeless Luxury Meets Unparalleled Sophistication

AL HARAMAIN PERFUMES *story begins when Mr.Mahtabur Rahman's father, Mr Kazi Abdul Haque, first travelled to Makkah and smelt the musky aroma of Oudh, which inspired him to begin an agarwood trading business in Makkah and to open a couple of stores in Makkah and Madinah. AL Haramain Perfumes has offered some of the world's finest oudh and perfumes from these signature stores. Several years later, Mr. Mahtabur Rahman visited the distilleries in Taif which led to an appreciation for perfumeries and the sophistication of the perfumers' craft. The development of vision, technology, staff, and resources was instrumental in shaping the global fragrance industry. AL Haramain Perfumes has thus built a business heritage, passed down from father to son and nurtured through three generations, rooted in shared values, sound business ethics and a common philosophy. Today, we have hundreds of exclusive retail outlets and thousands of stockists around the world. We are recognized as the premier producer and retailer of niche perfumes globally. In addition, with every bottle we strive to bring both our heritage and an exceptional experience to life.*

Mohammed Mahtabur Rahman (Nasir)

Chairman and Managing Director of
Al Haramain Perfumes Group of Companies

Munira Rahman

Chief Marketing Officer & Brand Ambassador of
Al Haramain Perfumes Group of Companies

"We are incorporating the next-generation technology into the business management to maintain our company's leadership in the industry. We started the e-commerce to help the business grow. We have also initiated social media marketing, digital public relations, digital media marketing as well as artificial intelligence in target marketing,". said Munira.

Today, AL Haramain Perfumes works within this changing social and fashion context, and this requires a flexible approach. We have always sought to increase its expertise and impact through collaboration with others. In this regard, AL Haramain Perfumes has, over the years, begun to do business with a renewed focus on environmental issues, and consumer education, and implement not only rules and regulations but also, international best practices. The Company adopted the ISO 22716:2007 Good Manufacturing Practices Standard and continues to procure all its raw materials in an ethical and environmentally sustainable manner, as this is the only way to ensure that the fragrance industry as a whole can continue to thrive in the future. We will continue to develop new and innovative fragrance concepts, expand its retail presence into new geographical territories around the globe.

Transform your fragrance game with Al Haramain Perfumes!

Elevate your essence to new heights

যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে টেনে আনছে ইসরাইল! চিন্তায় বাইডেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসরাইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টেনে আনতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে মার্কিন কর্মকর্তারা। এতে ক্রমেই বাইডেন প্রশাসন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠছে। ২৪ জুন শুক্রবার নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন মার্কিন কর্মকর্তা সিবিএস নিউজকে এই উদ্বেগের কথা জানিয়েছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, বাইডেন প্রশাসন ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে যে ইসরাইল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে ক্রমবর্ধমান সজ্ঘাত এবং রকেট বিনিময় এই অঞ্চলে প্রসারিত হতে পারে।

এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন, প্রশাসন সিরিয়া, ইরাক এবং জর্ডানে মার্কিন সেনারা যে ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে তা কমানোর জন্য কাজ করছে।

মার্কিন কূটনৈতিক উপদেষ্টা আমোস হোচস্টেইন সোমবার ইসরাইলে যাচ্ছেন। এর উদ্দেশ্য উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করার আগে যেন তা পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে না পড়ে।

কিছু মার্কিন কর্মকর্তা সিবিএসকে বলেছেন, তারা লেবাননি ভূখণ্ডের গভীরতর স্থানে করা ইসরাইলি বাহিনীর হামলাকে ব্যাপক আক্রমণের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

কর্মকর্তারা উদ্বিগ্ন যে এতে লেবাননের সাথে একটি যুদ্ধ শুরু করতে পারে। তখন এ যুদ্ধে জয় লাভের জন্য ইসরাইল মার্কিন সমর্থনের দ্বারস্থ হবে।

ইসরায়েলি সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিল আমেরিকা

নিউজ ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজায় ত্রাণ সরবারাহের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ইসরায়েলের একটি সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আমেরিকা। গতকাল শুক্রবার এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা বলেছে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা পাওয়া সংগঠনটির নাম 'সাভ-৯'। সংগঠনটিকে 'উগ্র গোষ্ঠী' বলে অভিহিত করেছে আমেরিকা।

আমেরিকার অভিযোগ, ত্রাণবহনকারী গাড়িগুলো জর্ডান থেকে গাজার দিকে যাওয়ার পথে সাভ-৯ এর সদস্যরা বেশ কয়েকবার সড়ক অবরোধ করেছে। এমনকি ত্রাণবাহী ট্রাকগুলোর ওপর হামলার পাশপাশি আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

গতকাল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, গাজায় মানবিক সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। হাজার হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে না খেয়ে মারা যাচ্ছে। অবিলম্বি সেখানে মানবিক সহায়তা পাঠানো জরুরি।

রুহুল-জাহিদ, সেলিম-আলী প্যানেল বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন আগামী অক্টোবরে, কার্যকরি কমিটি নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে। নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জামাল আহমেদ (জনি) এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্য মোহাম্মদ এ হাকিম মিয়া, মো. আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ এ মান্নান, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, মাহবুবুর রাহমান (বাদল) ও আহবাব চৌধুরী খোকন।

বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য পদ গ্রহণের শেষ সময় আগামী ৩০ জুন। বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তারা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, ওজনপার্ক, ব্রুকলিন এবং ব্রঙ্কসে গিয়ে সদস্য পদ নবায়ন করছেন। সদস্য পদ গ্রহণের পাশাপাশি বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনী কার্যক্রমও শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য প্রার্থীরা ভোটার বানানোর কাজ শুরু করেছে। সম্ভব্য প্রার্থীরা বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। সদস্য বানাচ্ছেন।

অন্যদিকে সদস্য বানানোর পাশাপাশি কারিগররা প্যানেল গড়ার কাজ করছে। বাংলাদেশ সোসাইটির ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় যিনি সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি দুই টার্ম নির্বাচন করেন কিন্তু এবার ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া দ্বিতীয়বার নির্বাচন করছেন না। তাকে অনুরোধও করা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হননি।

এবার সভাপতি পদে নির্বাচন করছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী। তার প্যানেলে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে থাকছেন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু। এই প্যানেলের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক প্রায় চূড়ান্ত হলেও অন্যান্য পদের প্রার্থীদের নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে। ৩০ জুনের আগেই এই প্যানেল চূড়ান্ত হবে বলে জানা গেছে। গত ২ জুন রাতে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম সভাপতি পদে নির্বাচনের

জেলেনস্কি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সেলসম্যান: ট্রাম্প

নিউজ ডেস্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প

ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে 'ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সেলসম্যান (বিক্রয়কর্মী)' হিসেবে অভিহিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একই সঙ্গে আগামী নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হলে ইউক্রেন অর্থ সহায়তা বন্ধ করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

১৫ জুন শনিবার মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েটে একটি আফ্রিকান-আমেরিকান চার্চে তার সমর্থকদের সামনে ভাষণে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ইউক্রেনেকে একের পর এক সহায়তা প্যাকেজ প্রদানের জন্য তার প্রতিপক্ষ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সমালোচনা করেন। একই সঙ্গে ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে 'ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সেলসম্যান (বিক্রয়কর্মী)' হিসেবে অভিহিত করেন।

ট্রাম্প বলেন, 'আমি মনে করি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি রাজনীতিবিদদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সেলসম্যান। তিনি যখনই আমাদের দেশে (যুক্তরাষ্ট্রে) আসেন, ৬০ বিলিয়ন ডলার নিয়ে চলে যান এবং দেশে ফিরে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে তার আরও ৬০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। এটি কখনই শেষ হয় না। তার চাওয়া কখনই শেষ হয় না।' আমি জয়ী হলে এর একটা বিহিত করব।'

ট্রাম্প এর আগেও অনেকবার বলেছেন, তিনি ক্ষমতায় আসলে ইউক্রেনের সংঘাত বন্ধ করতে সক্ষম হবেন। তবে দেশটিকে কোনা অর্থ সহায়তা দিবেন না।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে ইউক্রেনে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সামরিক সহায়তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এরমধ্যে গত এপ্রিলে প্রায় ৬১ বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন করেছে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট। কারণ সাম্প্রতিক মাসগুলোতে গোলাবারুদ এবং বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ঘাটতিতে ভুগছে

কি ঘটেছিল তালেবানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সেই নারীদের

বিবিসির প্রতিবেদন

নিউজ ডেস্ক

তালেবানরা আফগানিস্তানের ক্ষমতায় এসে নারীদের ঘরের বাইরে অর্থাৎ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এ ধরনের নিয়মের বিরুদ্ধে রাজপথে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কয়েকজন নারী। কাবুলসহ আফগানিস্তানের বড় শহরগুলোতে যে নারীরা খাদ্য, কর্মসংস্থান ও স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন তাঁদের ওপর নেমে আসে তালেবানদের নির্মম অত্যাচার। প্রতিবাদকারী তিন আফগান নারীর কথা বলা হয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে।

কাবুলের রাজপথে প্রতিবাদ

গত ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট তালেবান জঙ্গিরা কাবুল দখল করলে জাকিয়ার (ছদ্মনাম) জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী জাকিয়া চাকরি হারান তালেবান ক্ষমতায় আসার পর। এক বছরেরও বেশি সময় পর ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বিক্ষোভে অংশ নেন তিনি। কাজ এবং শিক্ষার অধিকার হারানোর পর ক্ষোভ প্রকাশ করার প্রথম সুযোগ ছিল সেটি।

বিক্ষোভকারীরা কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে মিছিল করছিলেন। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই তাঁদের থামিয়ে দেওয়া হয়। উচ্চ স্বরে স্লোগান দেওয়া জাকিয়াকে আটক করে তালেবান সশস্ত্র পুলিশ।

সেদিনের কথা মনে করে জাকিয়া বলেন, 'তাদের (তালেবান পুলিশ) মধ্যে একজন তার বন্দুকটি আমার মুখের সামনে তুলে বলেছিল, আমি চুপ না করলে সেখানেই আমাকে মেরে ফেলা হবে।'

জাকিয়া সহকর্মী বিক্ষোভকারীদের একটি গাড়িতে উঠতে দেখেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি প্রতিরোধ করেছি। তারা আমার বাহু মুচড়ে দিচ্ছিল। আমাকে তালেবানরা তাদের গাড়িতে ওঠাতে টানছিল। অন্যদিকে, আমার সঙ্গের বিক্ষোভকারীরা আমাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছিল।'

শেষ পর্যন্ত জাকিয়া পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন তিনি যা দেখেছিল, তা তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য আতঙ্কিত করে রেখেছিল। তিনি বলেন, 'এই সহিংসতা বদ্ধ দরজার আড়ালে হয়নি, হয়েছিল রাজধানী কাবুলের রাস্তায় সবার সামনে।'

গ্রেপ্তার ও অত্যাচার

অনেক আফগান বিক্ষোভকারীর মধ্যে ছিলেন মরিয়ম (ছদ্মনাম) এবং ২৩ বছর বয়সী শিক্ষার্থী পারওয়ানা

বিক্ষোভকারী আফগান নারী পারওয়ানা ইব্রাহিমখাইল নিজরাবি

ইব্রাহিমখাইল নিজরাবি—যাঁদের তালেবানরা আটক করেছিল। বিধবা এবং সন্তানদের জন্য একমাত্র উপার্জনকারী হিসেবে মরিয়মের ভয় ছিল, চাকরি হারালে তাঁর সন্তানদের নিয়ে তিনি কী করবেন।

তিনি ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বিক্ষোভে যোগ দেন। সঙ্গের বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার হতে দেখে তিনি পালানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সময়মতো পালিয়ে যেতে পারেননি। মরিয়ম বলেন, 'আমাকে জোর করে ট্যাক্সি থেকে বের করে এনে তারা আমার ব্যাগ তল্লাশি করে এবং আমার ফোন খুঁজে পেয়েছিল।'

তালেবান কর্মকর্তাদের ফোনের পাসওয়ার্ড দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় মারধর করা হয় মরিয়মকে। তাঁকে এতই জোরে মারা হয় যে মরিয়মের মনে হয়েছিল তাঁর কানের পর্দা বুঝি ফেটে গেছে। তালেবানরা তখন তাঁর ফোনে ছবি ও ভিডিও দেখে আরও রেগে যায়।

মরিয়ম বলেন, 'তারা ক্ষিপ্ত হয়ে আমার চুল টেনে ধরেছিল। তারা আমার হাত ও পা ধরে আমাকে তাদের রেঞ্জারের পেছনে ফেলে দেয়। আমাকে অপমানজনক ভাষায় ডাকছিল। তারা আমাকে হাতকড়া পরিয়ে দেয় এবং আমার মাথা ঢেকে দেয় একটি কালো ব্যাগ দিয়ে। আমি শ্বাস নিতে পারছিলাম না।'

এক মাস পর পারওয়ানাও তালেবানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নেন। শিক্ষার্থীদের একটি দল নিয়ে বেশ কয়েকটি মিছিলের আয়োজন করেন তিনি। এরপর তাঁর ওপরেও নেমে আসে অত্যাচার। পারওয়ানা বলেন, 'আমাকে গ্রেপ্তার করার পর থেকেই তারা আমাকে নির্যাতন শুরু করে।'

পারওয়ানাকে গাড়িতে তুলে দুই পুরুষ সশস্ত্র প্রহরীর মধ্যে বসানো হয়েছিল। তিনি বলেন, 'যখন আমি সেখানে বসতে অস্বীকৃতি জানাই, তারা আমাকে সামনের দিকে নিয়ে যায়, মাথা একটি কম্বলে ঢেকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে নড়াচড়া করতে নিষেধ করে।'

ভারী অস্ত্রধারীদের মধ্যে পারওয়ানা নিজেকে দুর্বল এবং মৃত ভাবতে শুরু করেছিলেন। তিনি বলেন, 'তারা আমাকে অনেকবার থাপ্পড় মারে। আমার মুখ অসাড় হয়ে গিয়েছিল। খুব ভয় পেয়েছিলাম, আমার সারা শরীর কাঁপছিল।'

জেলজীবন

তালেবানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন মরিয়ম, পারওয়ানা ও জাকিয়া। পারওয়ানা বলেছেন, তিনি কখনোই আশা করেননি তালেবানরা তাঁর সঙ্গে মানুষের মতো আচরণ করবে। তারপরও জেলে তাঁর প্রতি তালেবানের অপমানজনক আচরণ দেখে হতবাক হয়ে যান।

জেলে প্রথম খাবার তাঁকে বিস্মিত ও ভীত করেছিল। পারওয়ানা বলেন, 'মুখের ওপর একটি ধারালো জিনিস অনুভব করি। দেখি একটি পেরেক। ছুড়ে ফেলেছিলাম।'

এরপর খাবারের মধ্যে তিনি চুল ও পাথর খুঁজে পান। পাথর ছুড়ে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল পারওয়ানাকে। এরপর দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকেন তিনি। ২৩ বছর বয়সী পারওয়ানার বিরুদ্ধে অনৈতিকতা, পতিতাবৃত্তি এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি ছড়ানোর অভিযোগ এনে প্রায় এক মাস জেলে রাখা হয়।

মরিয়মকে একটি নিরাপত্তা ইউনিট জিজ্ঞাসাবাদের সময় কালো ব্যাগ দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছিল। মরিয়ম বলেন, 'আমি অনেক লোকের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। একজন আমাকে লাথি মেরে জিজ্ঞেস করল, কে আমাকে বিক্ষোভ সংগঠিত করার জন্য অর্থ দিয়েছে। অন্যজন আমাকে ঘুষি মেরে জিজ্ঞেস করল, তুমি কার হয়ে কাজ কর।'

মরিয়ম তখন বলেছিলেন, তিনি একজন বিধবা এবং তাঁর সন্তানদের খাওয়ানোর জন্য কাজের প্রয়োজন। কিন্তু এসব বলে মরিয়মের কপালে জুটেছে আরও মারধর।

স্বীকারোক্তি ও মুক্তি

মানবাধিকার সংস্থা এবং স্থানীয় প্রবীণদের হস্তক্ষেপের পর পারওয়ানা ও মরিয়ম দুজনকেই আলাদাভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা এখন আর আফগানিস্তানে বসবাস করছেন না।

অপরাধ স্বীকার করে স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়েছিল দুজনকেই। তালেবানের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদে অংশ না নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিতে হয়েছিল তাঁদের। তাঁদের পুরুষ আত্মীয়রাও সরকারি কাগজপত্রে সই করে অঙ্গীকার করেছিলেন যে নারীরা আর কোনো প্রতিবাদে অংশ নেবে না।

কয়েক দশকের তাপমাত্রার রেকর্ড ভাঙতে যাচ্ছে আমেরিকা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রেকর্ড তাপমাত্রার পূর্বাভাস দিয়েছে আমেরিকা। দেশটির মধ্যাঞ্চলীয় শহরগুলোতে চলতি সপ্তাহে কয়েক দশকের পুরোনো তাপমাত্রার রেকর্ড ভাঙতে যাচ্ছে। তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি চরম আকার নিতে পারে বলে সতর্কতা দিয়েছে মার্কিন জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা দপ্তর।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, ইন্ডিয়ানা থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত প্রায় ৮ কোটি মানুষ তাপ বা অত্যধিক তাপ সতর্কতার অধীনে রয়েছে। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হচুল উচ্চ তাপমাত্রার কারণে সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত রাজ্যের জরুরি অপারেশন সেন্টার চালু করেছেন। নিউইয়র্ক কর্তৃপক্ষ সমুদ্র সৈকত ও পাবলিক সুইমিং পুলগুলো জনগণের জন্য আগেভাগে খুলে দিচ্ছে। এ ছাড়া নিউ ইয়র্ক সিটি এই বছর প্রথমবারের মতো শীতলকরণ কেন্দ্রগুলো চালু করছে।

নিউইয়র্ক গভর্নর বলেন, 'এটি একটি মারাত্মক পরিস্থিতি। সিরাকিউজ শহরে ১৯৯৪ সালের পর এবারই ৯৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস) রেকর্ড করা হয়েছে। আমরা তুষারঝড় দেখেছি, বন্যা দেখেছি, হারিকেন দেখেছি, টর্নেডো দেখেছি কিন্তু এই তাপপ্রবাহ সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির কারণ হতে পারে।'

গত সোমবার শিকাগোন ও'হারে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৯৭ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে, যা ১৯৫৭ সালের ৯৬ ডিগ্রী ফারেনহাইটের রেকর্ড ভেঙ্গেছে। মঙ্গলবার তাপমাত্রা প্রায় ৯১ ডিগ্রী ফারেনহাইট ছিল শহরটিতে।

ডেট্রয়েট, ফিলাডেলফিয়া, নিউ হ্যাম্পশায়ার, কানেটিকাট এবং মেইনের শহরগুলোতেও আগামী কয়েক দিনে রেকর্ড তাপমাপ্রবাহ বিরাজ করতে পারে।

এদিকে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে টেক্সাস পর্যন্ত অঞ্চলে তাপপ্রবাহ আরও চরম হয়ে উঠতে পারে বলে জানিয়েছে মার্কিন জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা দপ্তর। অ্যারিজোনার ফিনিক্সে টানা ১৬ দিন ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহে তীব্র গরম এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

আগুনে পুড়ে মরল তিন শিশুসহ ৬ জন

জর্জিয়া

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকার জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের একটি বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে তিন শিশুসহ ৬জন নিহত ও পাঁচজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষর বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে সিনহুয়া নিউজ এজেন্সি।

জর্জিয়ার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিহতদের বয়স ৬ থেকে ৭৪ বছর। তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া আহতদের উদ্ধার করে আটলান্টার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর।

সিনহুয়ার প্রতিকেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় সোমবার ভোর ৫টার দিকে আটলান্টার দক্ষিণ-পশ্চিমের কোয়েটা কাউন্টির একটি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খবর পাওয়া মাত্র ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

কীভাবে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। অগ্নিকাণ্ডের সময় বাড়িটিতে ১১ জন বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গেছে।

বাসা ভাড়া

মে মাস থেকে নিউ বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. PS 33 and Police Station থেকে এক ব্লক দূরে Queen Village এ মনোরম পরিবেশে বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. স্টুডেন্ট আর স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার পাবে. আলাদা কিচেন আর বাথরুম এবং বড় দুইরুম. দুই Block এর ভিতর Q1,Q27,Q88 ,Q36,Q43 and N26, N22 and N6 bus. স্ট্রিট পার্কিং (ঝাড়ু নাই)সব সময় খালি থাকে. যোগাযোগ - 3475925884

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়ার্কিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিস্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া (sub let)

South Richmond hill এ নিরিবিলি পরিবেশে ১ লা জুলাই/২০২৪ থেকে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে (850 $). স্বামী-স্ত্রী অগ্রগন্য! যোগাযোগ=347 653 6748

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।

571-830-9213

Email: rashid.ozonepark@gmail.com

মিশিগানে ঈদুল আজহা উদযাপিত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত রোববার ও সোমবার ১৬ জুন ও ১৭ জুন ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়েছে। অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট, হ্যামট্রাম্যাক, ওয়ারেন, ট্রয়, স্টার্লিং হাইটস, রয়েল অক, মেডিসন হাইটস, ডিয়ারবর্ণসহ বিভিন্ন স্থানের বাঙ্গালি মুসলিম অধিবাসীরা সকালে বিভিন্ন মসজিদে ঈদের জামাতে অংশ গ্রহণ করেন। বেশীর ভাগ মসজিদেই একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল হতেই বিভিন্ন মসজিদে মুসল্লীদের ঢল নামে। মসজিদের ভিতরে জায়গা না হওয়ায় অনেককেই মসজিদের বাইরে নামাজ পড়তে দেখা যায়। মিশিগানে বাংলাদেশি আমেরিকানদের দ্বারা পরিচালিত ২০টির অধিক মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

বড় জামাত অনুষ্ঠিত হয় ডেট্রয়েটের বাংলা টাউন খ্যাত জেইন ফিল্ডে। ঈদের জামাতে মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেন। সবার মধ্যেই একটা আলাদা আনন্দ ছিল বিশেষ করে ছোটছোট শিশু কিশোরদের মধ্যে। সকাল হতেই রংবেরংয়ের পোষাক পরে মাথায় টুপি দিয়ে অভিভাবকদের সাথে তারা নামাজ পড়তে মসজিদে যায়।

কয়েকটি মসজিদে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও আলাদা ব্যবস্থায় নামাজ আদায় করেন। নামাজের পর ছিল কোলাকোলি, আত্মীয়স্বজনদের বাড়ীতে যাওয়া, খাওয়া দাওয়া করা, বিকেলে ঘুরাফিরা।

এদিকে ঈদের আগে মিশিগানের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্টানের উদ্যোগে ঈদ মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেলায় প্রচুর ক্রেতা এবং কেনাকাটা হয়েছে বলে অংশ গ্রহণকারীরা জানিয়েছেন। উদ্যোক্তাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা জানান, ঈদে ব্যতিক্রমী একটা কিছু করে মোটামোটি সবাইকে একত্রিত করা ও মেলার মাধ্যমে আনন্দ মেতে ওঠার জন্যই এ ঈদ মেলা।

হজযাত্রীর মৃত্যু বেড়ে ৯২২, বাংলাদেশি ২৭ জন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

তাপপ্রবাহ ও অসহনীয় গরমে এ বছর হজের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৯২২ জন হজযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ২০২৩ সালের চেয়ে এ সংখ্যা ৬০০-র বেশি। এ ছাড়া অনেক হাজীর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কিছু হজযাত্রী বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেছেন।

এ বছর হজ শুরু হয় গত ১৪ জুন। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ১৮ লাখ হজযাত্রী এবার হজ করতে সৌদি গেছেন। কিন্তু বিদেশি হজযাত্রীদের অনেকেই মক্কার তীব্র গরমে অভ্যস্ত নন। এ ছাড়া অনেক হজযাত্রী বিধি মেনে সৌদিতে না আসায় তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিতে যেসব সুবিধা ও পরিষেবা বরাদ্দ করেছে সৌদির সরকার, সেসব তারা পাচ্ছেন না। যেসব হজযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে, তাদের একটি বড় অংশই অবৈধভাবে সৌদিতে প্রবেশ করেছিলেন বলে জানিয়েছে দেশটির প্রশাসন।

ইরানের বিপ্লবী গার্ডকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করল কানাডা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসকে (আইআরজিসি) সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে কানাডা। গতকাল বুধবার কানাডার জননিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রী ডমিনিক লেব্ল্যাঙ্ক দেশটির সরকারের এই সিদ্ধান্তকে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলে অভিহিত করেছেন।

এদিকে, ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসকে কালো তালিকায় যুক্ত করার কানাডার সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইরান। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানানি বলেছেন, কানাডার এই সিদ্ধান্ত 'অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত এবং রাজনৈতিকভাবে অপ্রচলিত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

ইরানের আধা সরকারি বার্তা সংস্থা ফারস নিউজকে তিনি বলেছেন, কানাডার পদক্ষেপ বিপ্লবী গার্ডের আইনসম্মত ও প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। তেহরানও একই ধরনের তালিকা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানানোর অধিকার রাখে।

ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, গতকাল ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে অটোয়া। এই পদক্ষেপের ফলে কানাডায় বসবাসরত রেভল্যুশনারি গার্ডসের সাবেক ইরানি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হতে পারে।

এর আগে, ২০১৯ সালে ইরানের বিপ্লবী এই বাহিনীর বিরুদ্ধে একই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরানের এই বাহিনী বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে বলে পশ্চিমা দেশগুলোর অভিযোগ রয়েছে।

তবে তেহরান পশ্চিমাদের এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, দেশটির এই অভিজাত বাহিনী জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান।

নাইজেরিয়ায় লাখো মুসল্লীর এবার ঈদ নেই

নিউজ ডেস্ক

আনুমানিক ১০ কোটি মুসল্লির দেশ নাইজেরিয়া। তাই প্রতিবছর দেশটিতে উৎসাহ–উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মুসলিম ধর্মীয় উৎসব এবং অনুষ্ঠানগুলো যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। কিন্তু এবার দেশটিতে উৎসবের চেয়ে সংকটই বড় হয়ে উঠেছে।

নাইজেরিয়ার হাজার হাজার মুসল্লি এবার পবিত্র ঈদুল আজহায় পশু কোরবানি দিতে পারেননি। লাগামহীন মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাপনের ব্যয় বেড়ে যাওয়াই এর পেছনে দায়ী বলে মত দিয়েছেন স্থানীয়রা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

৭৮ বছর বয়সী মাললাম কবিরু টুডুন ওদা নামের স্থানীয় এক ব্যক্তি বিবিসিকে বলেন, 'প্রতি বছরই কোরবানির ঈদে আমি পশু কোরবানি দিয়ে থাকি। ১৯৭৬ সাল থেকে এই ধর্মীয় অনুশাসন পালন করে আসছি। কিন্তু এবারই প্রথম কোরবানি দিতে পারলাম না। নাইজেরিয়ায় আমার মতো আরও হাজার হাজার মুসলিমের একই অবস্থা।'

গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে নাইজেরিয়া। দেশটিতে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে ৩০ শতাংশ, যা গত তিন দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া খাবারের দাম বেড়েছে ৫০ শতাংশ। তাই বেশির ভাগ নাইজেরিয়ানের কাছে এখন একমাত্র অগ্রাধিকার মৌলিক খাবার জোগাড় করে কোনোমতে বেঁচে থাকা।

৫৪ বছর বয়সী শামসু মোহাম্মদ বলেন, 'কেউ যদি আমাকে এখন কোরবানির উদ্দেশ্যে পশু কেনার জন্য টাকা দেয়, সেই টাকা দিয়ে সবার আগে আমি কিছু খাবার কিনে মজুত করব। এটাই এখন বেশি দরকার।'

পশু কোরবানি দেওয়া বাধ্যতামূলক নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ইসলাম ধর্মে বলা আছে, যারা সামর্থবান, এই ইবাদত তাদের জন্য। সবার জন্য এই বিধান বাধ্যতামূলক নয়।'

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঈদের আগে নাইজেরিয়ায় একটি ভেড়া ১ লাখ নায়রা বা ৬৩ ডলারে বিক্রি হতে দেখা গেছে। এত বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে অনেকেই কোরবানির পশু কিনতে পারেননি এবার।

মাললাম আউয়াল ইয়াসাই নামের ৬৩ বছর বয়সী এক নাইজেরিয়ান বলেন, 'আগেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এ বছর একা একা কোরবানি দেওয়া সম্ভব হবে না। তাই একজন ভাগিদার খুঁজছিলাম। শেষ পর্যন্ত দুইজন মিলে একটি উট কিনতে পেরেছি।'

মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী নবী ইব্রাহিমের (আ.) দেখানো পথ অনুসরণ করে প্রতি বছর পবিত্র কোরবানিতে বিশ্বের মুসলিমরা পশু কোরবানি দিয়ে থাকেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ভাইস প্রেসিডেন্ট কতটা ক্ষমতাশালী

আল জাজিরা

যুক্তরাষ্ট্রে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদটি খুব একটা ক্ষমতাধর নয়, যদিও ব্যালটে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর পাশে তাঁকেও দেখা যায়। নির্বাচনী প্রচারের সব আয়োজনেই প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর পাশে তাঁকে রাখা হয়।

কারণ, একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারে ভোটারদের মধ্যে নিজেদের নির্বাচনী বার্তা ছড়িয়ে দিতে এবং প্রচারণার গতি বাড়াতে সহায়তা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রধান দুই দলের প্রার্থী কে হচ্ছেন, তা এখন অনেকটাই নিশ্চিত। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর দল ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে এবারও প্রার্থী হচ্ছেন। রানিং মেট হিসেবে তিনি তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের ওপরই আস্থা রেখেছেন। তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও রিপাবলিকান দল থেকে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পই প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হচ্ছেন। আগামী মাসে রিপাবলিকান দলের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ওই সম্মেলনে বা অল্প কয়েক দিন আগে ট্রাম্প তাঁর রানিং মেটের নাম ঘোষণা করতে পারেন।

ভোটাররা প্রেসিডেন্টের সঙ্গেই তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্টকে বেছে নেবেন। আলাদা করে ভাইস প্রেসিডেন্টের কোনো ভোট হবে না। তাই ট্রাম্প বা বাইডেনকে ভোট দেওয়ার অর্থ তাঁদের ভাইস প্রেসিডেন্টকেও ভোট দেওয়া।

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রচার এখন তুঙ্গে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থায় ভাইস প্রেসিডেন্টের অবস্থান এবং কীভাবে তাঁদের বেছে নেওয়া হয়, সে সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

সংবিধানে ভাইস প্রেসিডেন্টের গুরুত্ব

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে একজন ভাইস প্রেসিডেন্টকে 'খুবই অল্প কিছু দায়িত্ব' দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেন ডেটন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার ডেভিন।

আল–জাজিরাকে এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন, যদি প্রেসিডেন্ট মারা যান, পদত্যাগ করেন অথবা কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন, তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এটা তাঁর বড় দায়িত্বের একটি। এ ছাড়া সিনেটে কোনো ভোট টাই হলে ভাইস প্রেসিডেন্টের ভোট সেই টাই ভাঙে। বাইডেনের মেয়াদের প্রথম দুই বছর কমলা হ্যারিসকে নিয়মিত এ কাজ করতে হয়েছে। সে সময় কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে ১০০ আসন ৫০টি করে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ভাগ হয়েছিল।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাইক পেন্স

কমলা হ্যারিস

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাইক পেন্সফাইল ছবি: রয়টার্স

ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনেটের প্রধান। তবে কয়েক দশক ধরে ভাইস প্রেসিডেন্টরা অধিকাংশ সময় আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কার্যক্রমে সভাপতিত্ব করা বন্ধ করে দিয়েছেন। এ কারণে এটা এখন মূলত একটি আনুষ্ঠানিক পদে পরিণত হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক দায়িত্বের বাইরে ভাইস প্রেসিডেন্ট কী করেন

বর্তমানে ভাইস প্রেসিডেন্ট মূলত প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। যখন প্রেসিডেন্ট বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেন, তখন 'তাঁর কক্ষে থাকা সর্বশেষ ব্যক্তিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট হবেন' বলে প্রত্যাশা করা হয় বলে জানান অধ্যাপক ডেভিন।

এখন পদটি আনুষ্ঠানিক হলেও আধুনিক যুক্তরাষ্ট্র ডিক চেনির মতো প্রভাবশালী ভাইস প্রেসিডেন্টকে দেখেছে। বিশেষ করে জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রথম মেয়াদে চেনি তাঁর ক্যারিশমা দেখিয়েছেন। তবে ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশাসনিক কাজ না করা এবং আলোচনার বাইরে থাকা ভাইস প্রেসিডেন্টদের দেখাও মিলেছে।

অবশ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট সরকার পরিচালনায় কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন, তা অনেকটা তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং অন্যদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ওপর অনেকটা নির্ভর করে বলে মনে করেন প্রেসিডেন্টশিয়াল ইতিহাসবিদ লিন্ডসে চেরভিনস্কি। উদাহরণ হিসেবে তিনি ডিক চেনির কথা বলেন, যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে প্রতিরক্ষামন্ত্রী, কংগ্রেসের সদস্য ও হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

যেভাবে ভাইস প্রেসিডেন্টকে বেছে নেওয়া হয়

প্রেসিডেন্টের মতো ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে দলীয় প্রাথমিক বাছাইয়ের লড়াইয়ে নামতে হয় না। প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ঠিক হওয়ার পর তাঁর পছন্দে ভাইস প্রেসিডেন্টকে বেছে নেওয়া হয়।

প্রেসিডেন্ট প্রার্থী প্রথমে তালিকা থেকে নিজের রানিং মেট বেছে নেন এবং পরে দলীয় সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

কী কী যোগ্যতা দেখা হয়

চেরভিনস্কি বলেন, সাধারণত ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভালো বক্তাকে বেছে নেওয়া হয়। তবে কেউ যদি প্রতিপক্ষকে 'আক্রমণ করে কথা বলতে সিদ্ধহস্ত হন', সেটা তার বাড়তি যোগ্যতা বলে বিবেচনা করা হয়।

তথাকথিত ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে জাত, বয়স, লিঙ্গ ও অভিজ্ঞতা অনেক সময় বিবেচনায় নেওয়া হয়।

যেমন কমলা হ্যারিসকে বেছে নিয়েছিলেন বাইডেন। কমলা একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারী এবং বয়সে তরুণ। বিপরীতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যখন প্রার্থী হন, তখন মাত্র একবার তিনি সিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারসাম্য বজায় রাখতে তিনি রানিং মেট হিসেবে সিনেটে ৩৫ বছরের অভিজ্ঞ বাইডেনকে বেছে নেন। বাইডেন বর্তমানে প্রেসিডেন্ট।

কাকে বেছে নেবেন ট্রাম্প

চেরভিনস্কি বলেন, এটা পরিষ্কার, এবার ট্রাম্প এমন কাউকে চাইছেন, যিনি এমনকি সাংবিধানিক দায়িত্বের বাইরে গিয়ে হলেও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন। তিনি একজন নারী অথবা বৈচিত্র্যময় কাউকে বেছে নিতে পারেন।

ট্রাম্পের সম্ভাব্য রানিং মেট হিসেবে এবার কংগ্রেস সদস্য এলিস স্টেফানিক, সিনেটর টিম স্কট, সিনেটর জে ডি ভান্স এবং নর্থ ডাকোটার ডগ বার্গামের নাম শোনা যাচ্ছে। স্কট সিনেটে একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ রিপাবলিকান।

লেবাননে সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা ইসরায়েলের, যা বলছে হিজবুল্লাহ

উত্তর আমেরিকা অফিস

গাজায় আগ্রাসনের মধ্যেই এবার লেবাননে সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল। ইরান সমর্থিত সংগঠন হিজবুল্লাহর লক্ষ্যবস্তুতে হামলায় বুধবার অনুমোদন দিয়েছে তেল আবিব। এর জবাবে ইসরায়েল ও সাইপ্রাসকে কঠোর হুমকি দিয়েছেন হিজবুল্লাহ প্রধান সাঈদ হাসান নাসরাল্লাহ। তবে, লেবাননে ইসরায়েলের যুদ্ধ ঠেকাতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা।

গাজায় আট মাসের বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার লেবানন সীমান্তে সংঘাতে জড়িয়েছে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।

আব্দুল কাদির নছর ইন্তেকাল করেছেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি জনসমাজের পরিচিত স্বজন আব্দুল কাদির নছর ইন্তেকাল করেছেন(ইন্না-লিল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজিউন)। ১৭ জুন সোমবার বিকেল পৌনে চারটার দিকে নিউইয়র্কের প্রেসপেটারিয়ান হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

'নছর ভাই' নামে পরিচিত এ প্রবাসী চার দশকের বেশি সময় থেকে নিউইয়র্কে বসবাস করছিলেন।আশির দশকের শুরুতে জার্মানী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন যুবক আব্দুল কাদির নছর। প্রবাসী হওয়ার আগে সিলেট শহরের লামাবাজারে বসবাস করতেন পরিবারের সাথে। নিউইয়র্কে এস্টোরিয়া এলাকায় বসবাস করা এ অকৃতদার প্রবাসী বর্ধিত পরিবারের সাথেই বসবাস করতেন। যুক্ত ছিলেন কমিউনিটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির গোড়াপত্তনের সময়টিতে জড়িত ছিলেন বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মকান্ডে। অভিবাসন জটিলতার কারণে তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তন করা হয়ে উঠেনি। দীর্ঘদিন থেকে কিডিনি রোগে ভোগছিলেন। অন্যান্য শারীরিক জটিলতাও তাঁকে পেয়ে বসেছিল। নিউইয়র্ক প্রেসপেটেরিয়ান হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন।মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরোল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, নয় স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

হবিগঞ্জের সন্তান শরীফ জামিল ওয়াটারকিপার এলায়েন্সের নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত

তোফাজ্জল সোহেল, হবিগঞ্জ

ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশের সমন্বয়ক শরীফ জামিল আগামী ৩ বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংগঠন ওয়াটারকিপার অ্যালায়েন্সের কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ১৩ জুন বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় ১২টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ওয়াটারকিপার অ্যালায়েন্সের নির্বাহী পরিষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর আগে, গত ৭ জুন শুক্রবার কাউন্সিল বোর্ডের সভায় শরীফ জামিলকে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে এই মনোনয়ন প্রদান করে। তাঁর সাথে আরও ২ জন, যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেসের ব্রুস রেজনিক ও পেরুর ব্রুনো মন্টিফেরিকেও নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনয়ন দেয়।

বাংলাদেশের পরিবেশ আন্দোলন এর অন্যতম সংগঠক শরীফ জামিল ২০০৯ সাল থেকে বুড়িগঙ্গা রিভারকিপার হিসাবে বুড়িগঙ্গা নদীকে দুষণ ও দখলমুক্ত করে নদীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। তিনি ২০১৫ সাল থেকে ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর সমন্বয়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি পরিবেশ ও মানবাধিকার রক্ষার নানাবিধ নাগরিক প্রয়াসের সাথে যুক্ত। ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা)'র সদস্য সচিব হিসেবে, তিনি পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।

ওয়াটারকিপার এলায়েন্স বিশ্বের ৬টি মহাদেশের ৩৯টি দেশে ৩০০ এর বেশী ওয়াটারকিপার সদস্যদের সাথে ২৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটারেরও বেশী নদী, হ্রদ, এবং উপকূলীয় জলাশয় এলাকা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য কাজ করে।

বৈশ্বিক নতুন দায়িত্ব পাওয়ায় শরীফ জামিল দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশ ও নদীসমূহ নিয়ে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে নিবিড়ভাবে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। যারা তাঁকে নমিনেশন ও সমর্থন দিয়েছেন তাঁরা ছাড়াও যারা সহযোগিতা ও উৎসাহ দিয়ে এই মহৎ কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাদের সবার প্রতি তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক পানি বিষয়ক সংস্থা ওয়াটারকিপার অ্যালায়েন্স এর কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার তোফাজ্জল সোহেল।

সংবাদপত্রে প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তোফাজ্জল সোহেল বলেন, হবিগঞ্জের সন্তান শরীফ জামিল এর এই অর্জন আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের। এর মধ্য দিয়ে তাঁর বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আরও ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের বিদ্যমান জলবায়ু সংঙ্কট সমাধানে ও প্রাণ-প্রকৃতি সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি হয়েছে। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে শরীফ জামিল বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

আরাফাতের ময়দানে জন্ম নিলো ফুটফুটে শিশু

নিউজ ডেস্ক

প্রচণ্ড গরমের কারণে এবারের হজ গেল কয়েক বছরের মধ্যে ব্যতিক্রম। এরই মধ্যে একদিকে যেমন হজযাত্রীর মৃত্যু হচ্ছে, তেমনি পবিত্র ভূমিতে জন্ম নিচ্ছে শিশু। কয়েক দিন আগে পবিত্র মক্কা নগরীতে এক শিশুর জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় মুহাম্মদ। এবার পবিত্র হজের দিন আরাফাতের ময়দানে ভূমিষ্ঠ হলো ফুটফুটে এক শিশু।

পবিত্র হজের দিন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ নিয়ে আরাফাতের ময়দানে জড়ো হয়েছিলেন লাখ লাখ হাজি। হজের দিন আরাফাতের ময়দানে দোয়া কবুল হয়। আর এদিনই এক ফুটফুটে ছেলে সন্তানের জন্ম দিলেন এক মা। আরাফাতের ময়দানে জাবালুর রাহমা হাসপাতালে ওই শিশুর জন্ম হয়। শিশুটির মা একজন পাকিস্তানি নারী।

চলতি বছর এটিই আরাফাতের ময়দানে প্রথম কোনো শিশু জন্ম নেওয়ার ঘটনা। আধ্যাত্মিক এই সফরে এটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তবে সন্তানের জন্ম দিলেও নিজের নাম পরিচয় প্রকাশ করেননি ওই নারী। এমনকি তার ছবি তুলতেও অস্বীকৃতি জানান তিনি। গর্ভাবস্থার ৩৭তম সপ্তাহে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ওই নারী।

প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই ওই শিশুর জন্ম হলেও নবজাতকের ওজন ৩ কেজি ৪০ গ্রাম বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। হাসপাতালের সূত্র জানিয়েছে, মা ও শিশু দুজনেই সুস্থ আছে। তবে আরও কিছু সময় তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ওই শিশুর ডেলিভারিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন ডা. আমিনা আল-শেখ। সফলভাবে সন্তান ডেলিভারি করতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তিনি।

শিশুটির ওজন এবং অবস্থা স্বাভাবিক আছে বলে উল্লেখ করেছেন ডা. আমিনা। তিনি বলেন, একটি শিশুর জন্ম সবসময় আনন্দদায়ক। তবে হজের সময় এমন একটি ঘটনার সাক্ষী হতে পারা আরও বেশি বিশেষ। মা ও শিশু দুজনই স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। আমরা তাদের গভীরভাবে মনিটর করছি, যেন তারা সুস্থ থাকে।

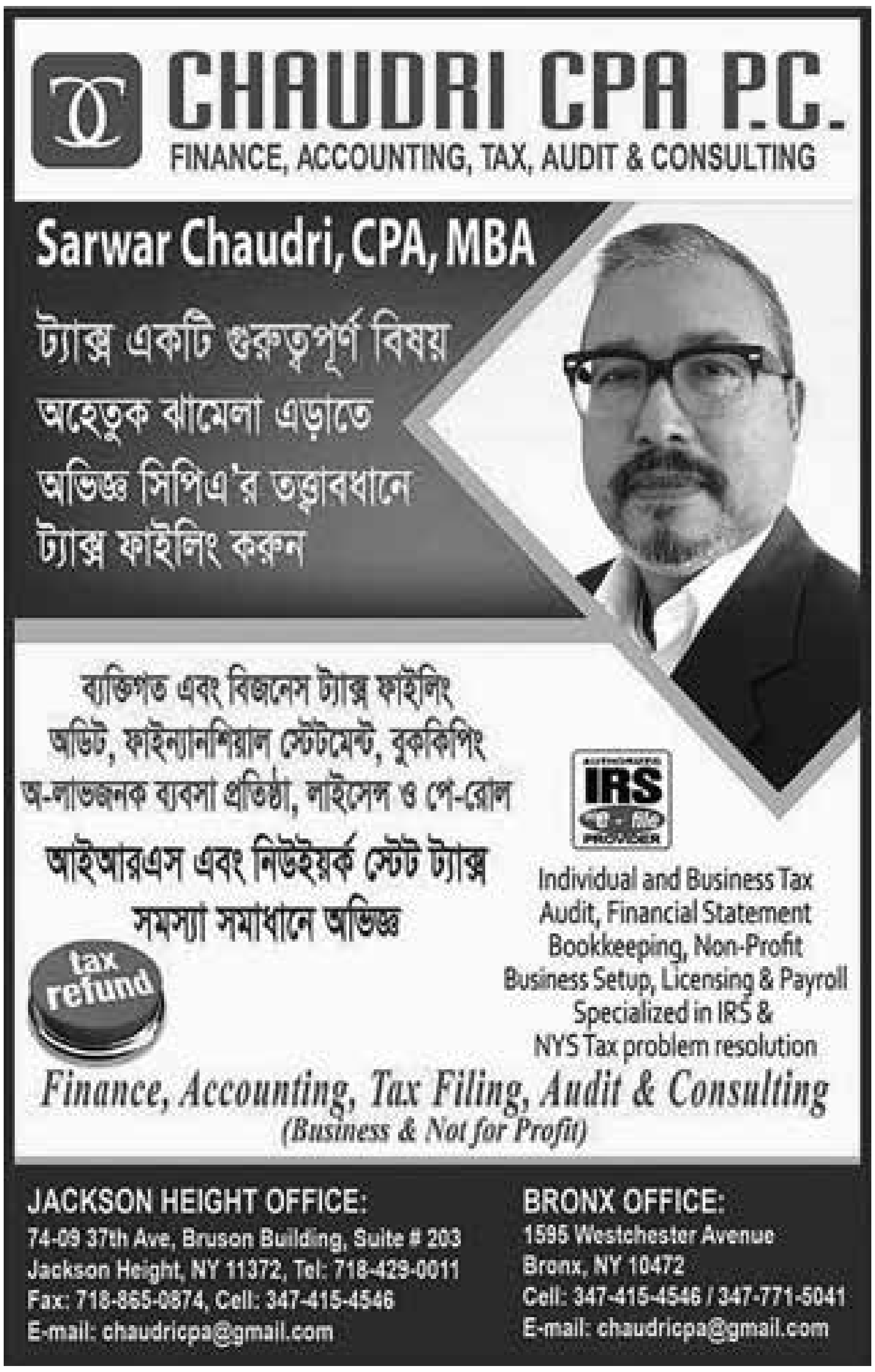

২৭ জেলায় রাসেলস ভাইপার

ঢাকা ডেস্ক

রাসেলস ভাইপার বা চন্দ্রবোড়া। সবচেয়ে বিষধর সাপগুলোর অন্যতম। বহু বছর দেখা না গেলেও ২০১২ সালের পর বরেন্দ্র এলাকায় চোখে পড়ে রাসেলস ভাইপার। গত বছর ছড়িয়ে পড়ে অনেক এলাকায়।

দেশের ২৭ জেলায় ছড়িয়েছে বিষধর সাপ রাসেলস ভাইপার। বেশি ছড়াচ্ছে পদ্মা নদীর তীরবর্তী জেলাগুলোতে। এই তথ্য সরকারের ভেনম রিসার্চ সেন্টারের। গবেষকেরা বলছেন, অনুকূল আবহাওয়ার কারণেই ছড়াচ্ছে রাসেলস ভাইপার। এই সাপের কামড়ে দেড় বছরে শুধু রাজশাহী মেডিকেলেই মারা গেছেন অন্তত ১৮ জন।

রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, জয়পুরহাট, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, রাজবাড়ী ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, ঝালকাঠি—এসব জেলায় ছড়িয়ে রাসেলস ভাইপার।

রাসেলস ভাইপার সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীতে। দেড় বছরে এ সাপের কামড়ে শুধু রাজশাহী মেডিকেলেই ভর্তি হয়েছেন ৬৮ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের।

গবেষকেরা বলছেন, মূলত পদ্মা অববাহিকায় চাঁদপুর, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ এমনকি ঢাকাতেও দেখা মিলছে রাসেলস ভাইপারের। এটিই একমাত্র বিষধর সাপ, যে বাচ্চা দেয়। প্রতিবারে জন্ম নেয় ৪০ থেকে ৫০টি বাচ্চা।

ভেনোম রিসার্চ সেন্টারের প্রধান গবেষক অধ্যাপক অনিরুদ্ধ ঘোষ বলেন, 'ভারতবর্ষের যে অংশটা আমাদের রাজশাহী এলাকার সঙ্গে লাগোয়া, ওই অঞ্চল হয়ে পানির সঙ্গে স্রোতের মাধ্যমে গঙ্গা পদ্মা হয়ে সেটা এখানে চলে এসেছে। দেখা গেছে যে এই নদীর মাধ্যমেই ছড়িয়ে গেছে। এগুলো পদ্মার নিচের দিকের এলাকায় যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে উপরের এলাকাতেও।'

এরই মধ্যে ৫০টি রাসেলস ভাইপার সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। চলছে এন্টি ভেনম তৈরির গবেষণা। বর্তমানে এই সাপে কাটলে দেওয়া হয় ভারতে তৈরি এন্টি ভেনম।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এনসিডিসির লাইন ডিরেক্টর অধ্যাপক রোবেদ আমিন বলেন, 'নিজস্ব সাপের বিরুদ্ধে যখন নিজস্ব অ্যান্টি ভেনম তৈরি হবে, তখন আমরা বলতে পারব আমরা এই সাপে কাটা রোগীদের সঠিক সেবা দিতে পারছি। এর আগ পর্যন্ত আমাদের ভারতের অ্যান্টিভেনমের ওপর ভরসা করে থাকতে হবে।'

কিছুটা অলস প্রকৃতির রাসেলস ভাইপারের প্রধান খাবার ইদুর, ব্যাঙ, পোকামাকড়। তাই ফসলি জমিতে দেখা যায় একে। ফলে, আতঙ্কে অনেক এলাকার কৃষক।

নিজ অধিকার সচেতনতার সাথে

শেষ পৃষ্ঠার পর

কমিউনিটিকে সোচ্চার হতে হবে।"- কমিউনিটির উন্নয়ন নিয়ে কথাগুলো আলোচনা করেছেন মোঃ জয়নুল আবেদীন। গত ১৩জুন, বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অব দ্যা উইক' অনুষ্ঠানে তিনি অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ জয়নাল আবেদীন (এম.কম, এলএলবি) তিন দশকের বেশি সময় ধরে কমিউনিটিকে নিরলসভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। জয়নাল আবেদীন- 'এলআইসি'তে ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'আইডিয়াল স্কুল' এর একজন প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। আল আমিন জামে মসজিস এবং ইসলামিক সেন্টার-এস্টোরিয়াতে দুইবারের সফল সভাপতি। উডসাইড বাইতুল জান্নাহ মসজিদ, সানিসাইড-উডসাইড জামে মসজিদে একাধিকবারের প্রধান নির্বাচন কমিশনার। বর্তমানে তিনি Bangladeshi American advocacy group এর সম্মানিত সভাপতি এবং একজন রিয়্যাল এস্টেট ব্যবসায়ী-যার হাত ধরে কমিউনিটির অনেক সাফল্য এসেছে। সম্প্রতি BAAG ১০ম বারের মতো NYC Albany-তে কমিউনিটির বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে এ্যাভোকেসি করে আসছেন।

Bangladeshi American advocacy group সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে মোঃ জয়নাল আবেদীন বলেন, "২০১১ সালে কিছু বাংলাদেশি অফিসিয়াল ভাই এই BAAG এর প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিউইয়র্কে আমাদের মতো ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটির অবস্থান জোরালো করা। এদের কথা পাবলিক অফিশিয়ালদের কাছে পৌঁছে দেয়া যাতে সম্মানজনকভাবে আমাদেরকে যথাযথভাবে মুল্যায়ন করা হয়। পাবলিক অফিসিয়াল, মেয়র অফিস, এসেম্বলি মেম্বার, কাউন্সিল মেম্বার, পাবলিক এডভোকেট অফিস এরা যেন আমাদের মতো নতুন কমিউনিটিকে মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে সাহায্য করে। আমাদের প্রয়োজনীয় দাবিদাওয়া যেন আমরা অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক ভাবে তুলে ধরতে পারি।"

BAAG এর কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন, "সংগঠনটি জনস্বার্থে সেবা বা সুযোগ আদায়ে কাজ করছে। প্রথমে আমরা নিউইয়র্ক সিটিতে কাজ শুরু করি। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সংযুক্ত হয়ে নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নমেন্ট এবং ফেডারেল গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করতে থাকি। নতুন আসা ইমিগ্রান্ট পরিবারের বাচ্চাদের স্কুল সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। বিভিন্ন সময়ে জব সেমিনার করেছি, তাতে কমিউনিটি মানুষ চাকরির সুযোগ পেয়েছে। কমিউনিটির আশা এবং চাহিদা সম্পর্কে আমাদেরকে আগে জানতে হবে। কমিউনিটিকে জাগ্রত করতে হবে।"

এই সাংগঠনিক কাজের দাবীগুলো কি ছিল? এ পর্যন্ত কোন কোন দাবীগুলো আদায় হয়েছে-এমন প্রশ্নে মোঃ জয়নাল আবেদীন জানান, "আমাদের দাবিগুলো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়। স্কুলের প্রতিটি বাচ্চার মৌলিক অধিকার হচ্ছে পুষ্টিযুক্ত খাবার পাওয়া। তাই মুসলমান বাচ্চারা যাতে নিউইয়র্ক সিটির স্কুলে হালাল খাবার পায় সেই সুবিধা দিচ্ছি। নিউইয়র্কে মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে, প্রায় দেড় মিলিয়ন। এটা জনসংখ্যার দিক থেকে প্রায় ৯ শতাংশ। এই বিশাল কমিউনিটির যৌক্তিক দাবী, এবং আশান্বিত হবার মতো দাবী হচ্ছে হালাল ফুড। আমরা সারা স্টেটব্যাপী এই দাবী পূরণের জন্যে চেষ্টা করছি। প্রথমে ছয়টা স্কুলে হালাল ফুড চালু করি, পর্যায়ক্রমে তা বেড়ে ১০৪টা স্কুলে চালু হয়েছে। আমরা অন্য কমিউনিটির জন্যেও কাজ করি। জুইশদের কথা চিন্তা করে কোসের ফুডের দাবী তুলেছি। তাছাড়া নিউইয়র্ক সিটিতে ২০১৫ সাল থেকে স্কুলে দুইদিন ঈদের ছুটি বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছি। মেয়র ব্লাজিও স্কুলে হালাল খাবার ও ঈদের ছুটির দাবী সম্পর্কে কথা দিয়েছিলেন। এই দাবী অন্য স্টেটেও ছড়িয়ে দিতে চাই, যাতে সকল মুসলমানেরা এই সুবিধা ভোগ করতে পারে।"

মোঃ জয়নাল আবেদীন দীর্ঘ সময় ধরে কমিউনিটির উন্নয়নমূলক কাজগুলি করে যাচ্ছেন। এতে কমিউনিটি বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাচ্ছে। ভবিষ্যতে আরো সুবিধা সম্পর্কে তিনি বলেন, "কাজগুলো আমি একা করছি না, সমন্বয়ে সম্ভব হয়েছে। আমাদের কমিউনিটি সর্বস্তরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা না করলে আজকে এটা সম্ভবপর হত না। একসাথে কাজ করার জন্যে আমরা সবার কাছেই ঋণী। ২০১৯ সালে গার্ব বিল পাশ করেন নিউইয়র্কের গভর্নর কুওমো। এই আইন বাস্তবায়নের শুরু থেকেই BAAG কাজ করে গেছে। এই আইনে নিউইয়র্ক স্টেটে হিজাব পরে, দাড়ি রেখে, টুপি পরে কাজ করার বৈধতা দিয়েছে। তাদেরকে কেও কোন অবস্থাতেই অপমান-অপদস্ত করতে পারবে না। মিনিমাম ওয়েজ কে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছি, নিউইয়র্ক শহরে ২০২৩ সাল থেকে প্রতি শুক্রবারে জুম্মার নামাজের আজান এবং রমাজান মাসে মাগরিবের আযন প্রচার করতে পেরেছি। এটাই আমাদের সাফল্য এবং গর্বের জায়গা।"

মোঃ জয়নাল আবেদীন ৩৫ বছর যাবত কমিনিউনির জন্য কাজ করছেন। তিনি মনে করেন কমিউনিটিতে কিছু সুযোগের অভাব রয়েছে যা নিয়ে আমাদের কাউকে না কাউকে আরো স্বক্রিয় হতে হবে। তিনি আরো জানান, "সারা বিশ্ব এখন সবার হাতের মুঠোয়। মুসলমানদের কারণে অকারণে সবজায়গায় সবসময় অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রশাসনিক ভাবে বিষয়টি যাতে কোনরকম ভুল না করে, সচেতনতার মাধ্যমে যেন করা হয় এই ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। ইসলামোফোবিয়া কি, কখন এটা হেইট ক্রাইমে পরিণত হয়, এই বিষয়গুলো যেন সরকার গুরুত্বের সাথে দেখে।"

সংগঠনটি নিয়ে মোঃ জয়নাল আবেদীনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা রয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কাজ করছি। সেগুলোর কিছু বাস্তবায়িত হয়েছে, কিছু আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। কোনো বিষয় বা দাবীকে আইনে পরিণত করা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।ধৈর্য ও সাধনার ব্যাপার। নিউইয়র্ক স্টেটকে রোল মডেল হিসাবে ধরে আমেরিকার অন্য সব স্টেট যাতে এই কার্যক্রমগুলো অনুসরণ করতে পারে আমরা সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছি। যখন যে বিষয় আমাদের সামনে আসবে, আমরা কমিউনিটির স্বার্থে কাজ করে যাব। এই দেশে আমরা বসবাস করছি, এই দেশের সমাজ আমাদেরকে মানিয়ে নিচ্ছে, আমরাও সমাজের সাথে মানিয়ে নিয়েছি। সমাজের জন্যে কাজ করতে চাই আজীবন।"

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে ও ফরিদা ইয়াসমীনের সঞ্চালনায় সেদিনের অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। কারগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক 'টক অফ দ্য উইক' প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় সরাসরি ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

বন্যার জন্য সরকারের ভুল নীতিকে দুষলেন রিজভী

ঢাকা অফিস

রুহুল কবির রিজভী

বৃহত্তর সিলেটে বন্যার জন্য সরকারের 'ভুল নীতি' ও 'অপরিকল্পিত' উন্নয়নকে দায়ী করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। এসব অঞ্চলে বন্যাকবলিত মানুষের কাছে এখনো কোনো সরকারি ত্রাণ পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভী অভিযোগ করে বলেন, সরকারের ভুল নীতির খেসারত দিতে হচ্ছে আজ বন্যা উপদ্রুত মানুষদের। বিশেষজ্ঞদের অভিমত সিলেটের হাওর উন্নয়নের নামে চলছে অপরিকল্পিত কর্মকাণ্ড। নদীতে বাঁধ দিয়ে স্বাভাবিক গতি প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করার কারণেই বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারের সমালোচনা করে রিজভী বলেন, একই অঞ্চলে প্রতিবছর বন্যা হওয়ার পরেও 'আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম' গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি সরকার। মানুষকে সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যে সরকারের কর্মসূচি, সে সরকারের দ্বারা একটি জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ কখনোই সম্ভব নয়।

তিনি জানান, এদিকে উত্তর–পূর্বাঞ্চলের রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের অবস্থাও মারাত্মক সঙ্গীন। উজানের ঢল প্রবল গতিতে নেমে আসায় সিলেট ও রংপুর বিভাগে নদীগুলো উপচে দুই পাশে প্রবল বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে।

বিএনপির এই নেতা বলেন, ডামি সরকারের লুটেরা নীতির জন্যই ভুক্তভোগী জনগণের মর্মভেদী অশ্রুপাতের কারণ। আওয়ামী সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব দুর্বল করে নিজের ক্ষমতাকে আঁকড়ে রাখার জন্য উন্নয়নের কর্মকৌশল নির্মাণ করেছেন। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অনেকেই এ বছর কোরবানি দিতে পারেননি জানিয়ে রিজভী বলেন, সরকারি হিসাবে অবিক্রীত থেকেছে ২৫ লাখ ৮১ হাজার গবাদিপশু। বাস্তবে এর সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব–উন–নবী খান সোহেল, সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর শরাফত আলী সপু, সহ–অর্থবিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান।

নতুন হেরিটেজ ওয়াকের সাথে

শেষ পৃষ্ঠার পর

একটি দিন যখন স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি অবশেষে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের বাস্তবতার সাথে মিলে যায়। এটি এমন একটি দিন যা স্বাধীনতার জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত আমেরিকাকে অবশেষে নাগরিকদের কাছে উপলব্ধ করে তোলে।

এটি ছিল আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, ভোটিং বুথ এবং বোর্ডরুম পর্যন্ত সমস্ত কিছুতে সমান সুযোগের জন্য একটি দীর্ঘ লড়াইয়ের শুরু, যা আজও অব্যাহত বলে জানান অ্যাডামস্। অ্যাডামস্ বলেন, 'আমাদের প্রশাসন জুনটিন্থকে সম্মানে রেখে এবং আমরা আগের শতাব্দী এবং দশকগুলিতে যে অগ্রগতি করেছি তা গণনায় রেখে বর্তমানকে ব্যবহার করার প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে চায় যেন আমরা একটি উন্নত ভবিষ্যত তৈরি করতে পারি। নিউ ইয়র্কবাসীরা এখনো অজানা ইতিহাস সম্পর্কে উপলব্ধ না হয়ে ব্রুকলিনের পথে ঘুরে বেড়ায়। সেই ইতিহাস জানাতে, আমরা "মোর দেন এ্য ব্রুক: রুকলিন অ্যাবেনোশনিস্ট হেরিটেজ ওয়াক' চালু করেছি, এটি একটি ইন্টারেক্টিভ অডিও ট্যুর যা ব্রুকলিনের ইতিহাসকে ন্যাশনাল অ্যাবোলিশনিস্ট মুভমেন্ট এবং আন্ডারগ্রাউন্ড রেলরোডের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে ব্রুকলিনের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের মধ্যে পড়ে।

৪.৫ মাইল ওয়াকিং সার্কিট বরাবর উনিশটি স্টপ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অবস্থানগুলিকে হাইলাইট করে যা বরোর ঐতিহাসিক বিলোপবাদী অতীতকে প্রতিফলিত করে। পথিমধ্যে বিলোপবাদী সাইটগুলি দেখার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য স্থানীয় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে জানতে পারবেন, যেমন ব্যবসায়ী মহিলা এলিজাবেথ গ্লুসেস্টার, অগ্রগামী ড. সুসান স্মিথ ম্যাককিনি-স্টুয়ার্ড এবং শিক্ষাবিদ সারা জে. টম্পকিন্স গার্নেট এবং প্লাইমাউথ চার্চের প্রচারক হেনরি ওয়ার্ড বিচার। ল্যান্ডমার্ক সংরক্ষণ কমিশনের ওয়েবসাইট আপনার স্মার্টফোন, ট্যাবলেট বা অন্য ডিভাইসে এই সফরটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। এই ইন্টারেক্টিভ ট্যুরের মাধ্যমে আমাদের শহর সেই বীরদের সম্মান করতে পারে যারা সাহসের সাথে অবিচারের মুখোমুখি হয়েছিল, অধিকার রক্ষায় জীবন দিয়েছিল এবং তাদের প্রাপ্য স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন।"

শহরের পুরো পাঁচটি বরো বিলুপ্তিবাদী ইতিহাসে পরিপূর্ণ। স্টেটেন আইল্যান্ডের ওকউড হাইটসে ফ্রেডরিক ডগলাস মেমোরিয়াল পার্ককে ল্যান্ডমার্ক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে অ্যাডামস্ প্রশাসন অতীতকে স্মরণ করছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'এই জুনটিন্থে, আমি নিউইয়র্কের সকলকে আমাদের শহর এবং দেশের উত্তেজনাপূর্ণ ইতিহাস সম্পর্কে শেখার এবং সম্মান করার সাথে সাথে আমরা যে অগ্রগতি অর্জন করেছি তা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করছি। একসাথে, আসুন আমেরিকান সম্ভাবনা, আমেরিকান স্বাধীনতা এবং আদর্শকে উদযাপন করি।'

সুনামগঞ্জে বন্যা

শেষ পৃষ্ঠার পর

পয়েন্টে বিপৎসীমার ৬৮ সেন্টিমিটার ও পর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

কিন্তু ভোর থেকে একটানা বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ায় আতঙ্কে রয়েছে সাধারণ মানুষ। এতে সুনামগঞ্জ পৌর শহরের নতুনপাড়া, মরাটিলা, ধোপাখালী, বাঁধনপাড়া, বলাকা, মোহাম্মদপুর, ষোলঘর, নবীনগর, কাজীর পয়েন্টসহ বিভিন্ন এলাকায় পানি বেড়েছে।

সুনামগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মামুন হাওলাদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, পানি সুনামগঞ্জ পৌর শহরের ষোলঘর পয়েন্টে বিপৎসীমার ৪০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে সুরমা নদীর পানি প্রবাহিত হচ্ছে। ছাতক উপজেলায় বিপৎসীমার ১৪৬ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে সুরমা নদীর পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুনামগঞ্জে ১০০ মিলিমিটার, লাউড়ের গড়ে ৭৮ মিলিমিটার, ছাতকে ৮৪ মিলিমিটার এবং দিরাইয়ে ৭৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

বউ পিটিয়ে ফের

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভাংচুর করে। এ ঘটনায় সোবহানের স্ত্রী ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে অভিযোগ করলে সেখান থেকে তারা তার অভিযোগের বিবরণ শুনে পুলিশ পাঠায়। এরপর নিউইয়র্ক পুলিশ সোবহানকে ১৬ জুন শনিবার দিবাগত রাতে নিজের বাসা থেকে আটক করে হাজতে নিয়ে যায়।

জানা গেছে, নোয়াখালীর তরুণী ফারিন নিখাদ ভ্রমণ ভিসায় পরিবারের সাথে নিউইয়র্কে আসেন। পরবর্তীতে ম্যানহাটনের ২৭ স্ট্রিটে একটি রেস্টুরেন্টে চাকরি নেন। এরই মধ্যে ইয়োলো ক্যাব চালক সোবহানের সাথে তরুণীর সাথে পরিচয় ও একপর্যায়ে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় গিয়ে ঠেকে।

সোবহানের স্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, ২০১৪ সালের ঘটনার পর সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসলেও নোয়াখালীর ওই মেয়ের সাথে অনৈতিক সম্পর্কে জড়ানোর পর থেকে তার স্বামীর আচরণগত পরিবর্তন ঘটে। অযথা রাগারাগি, ঝগড়া-ঝাটি, মেজাজ দেখানো, বাসায় ফেরায় অনিয়ম ও জুয়া খেলায় আসক্ত হয়ে পড়লে তার উপর নজরদারি বাড়ালে তখন বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে তাকে নোয়াখালীর তরুণীর সাথে ঘনিষ্ট মেলামেশা করতে দেখা যায়। কয়েকবার গাড়ির পেছনের সিটে তাদের অসংলগ্ন অবস্থায় দেখতে পান বলেও অভিযোগ করেন তার স্ত্রী। এরপর সেসবের প্রতিবাদ করলে সর্বশেষ সোবহান স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেন।

সোবাহানের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া ওই মেয়ের মা বাবার সাথে যোগাযোগ করে মেয়েকে শাসনের কথা বললে তারাও এতে উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখায় বলে জানায় সোবহানের স্ত্রী। এদিকে সোবাহান নোয়াখালীর তরুণীর সাথে সখ্যতার পর থেকে স্ত্রী ও তিন সন্তানের বাড়িভাড়া ও খাবারদাবারের খরচ দেয়া বন্ধ করে দেয় বলেও অভিযোগ স্ত্রীর।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

আরাফা ইসলামিক সেন্টারের নতুন

শেষ পৃষ্ঠার পর

উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু, স্থানীয় পিএস ৯৫কিউ-এর প্রিন্সিপ্যাল কিম হিল, জাজ জনসন, নিউইয়র্ক সিটির আসন্œ নির্বাচনে কুইন্সের সিভিল কোর্ট জাজ পদপ্রার্থী অমিস আর ডোসী এবং স্থানীয় পুলিশ প্রিসেক্ট'র ডিটেকটিভ জন। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. মোহাম্মদ এম রহমান, অন্যতম পরিচালক ইমাম শামসী আলী, মসজিদ মিশন সেন্টার (হাজী ক্যাম্প মসজিদ) সহ বিভিন্ন মসজিদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ইমাম ও হাফেজ রফিকুল ইসলাম, ইমাম জাফর, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী আব্দুল আজিজ, আলাফা ইসলামিক সেন্টারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আজিজুর রহমান, মদিনা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এডভোকেট নাসির উদ্দিন, সাবেক সিটি ড্যানিক মিলার, তারিকুর রহমান প্রমুখ।

মাগরিবের নামাজের পর 'আরাফা ইসলামিক সেন্টার'-এর চেয়ারম্যান আমীর খান ধন্যবাদ সুচক বক্তব্য রাখেন।

আরাফা ইসলামিক সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানে বক্তারা 'আরাফা ইসলামিক সেন্টার' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং জ্যামাইকায় একাধিক মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এলকার পরিবেশ ভিন্নতর হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি বক্তারা বলেন, শুধু মসজিদ প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না, এই মসজিদ পরিচালনা এবং খেদমত করতে নতুন প্রজন্মকে মসজিদমুখী করতে হবে। বক্তারা জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারটি কে নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা এলাকার ইসলামিক জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এক মসজিদ আরেক মসজিদের সাথে প্রতিযোগিতা নয়, বরং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ইসলামের খেদমতে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'আরাফা ইসলামিক সেন্টার'-এর ইমাম শোয়েব শেখ। আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন তারিকুল ইসলাম।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates -Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH) | UAE (DUBAI)
Old Club Man
(718) 724-9688
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
SCHENGEN VISA
EUROPE | BANGLADESH
CANADA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | UK (LONDON) | BRAZIL | CHINA | THAILAND | INDIA

ভিজিট বা স্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 | EB3
L1A | EB5
SIJS | VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

ফিলাডেলফিয়া ঘিরে নিজের কিছু অন্য ভাবনা

অধ্যাপক ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ

আমাদের ফিলাডেলফিয়াতে আসা হয় ১৯৮১ সালের জুন মাসে ডাক্তারি পাশ করে রেসিডেন্সি ট্রেনিং করার জন্য। পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফিয়াতে বাংলাদেশের বাঙালিদের বসবাস পাকিস্তান আমল থেকে। বেশির ভাগ ছাত্র বা তরুণ পেশাজীবি হিসাবে। যদিও গুটিকয়েক, তবুও তাদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজেদের সংঘটিত করে নিজেদের স্বপ্ন ত্যাগ করে আমেরিকান বিদেশি বন্ধুদের নেতৃত্বে গড়ে তুলে ছিলেন এক আন্দোলন। যেটি আমেরিকান সরকারের পাকিস্তানকে সহায়তা করার পররাষ্ট্রনীতি বর্জন করতে সাহায্য করেছিল।

ইঞ্জিনিয়ার মাজহারুল হক ছিলেন ১১ জন সদস্যের বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ডেলাওয়ার ভ্যালির সভাপতি। মোনায়েম চৌধুরী তখন পিএইচডির ছাত্র ভিসায়, কিন্তু পড়া ছেড়ে অনিশ্চিত জীবন জেনেও রাস্তায় সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। মহিলারাও কম যাননি। তাদের দুজনের স্ত্রী ফরিদা হক আর রওশন আরা চৌধুরীসহ অন্য সবাই সমান তালে পথে নামলেন। সবচেয়ে বড় কাজ করে ফেললেন সুলতানা আলম কৃপিনক্রফ। ফিলাডেলফিয়ার আমেরিকান কোয়াকার দলের বন্ধু রিচার্ড টেইলরের সাথে কালো মানুষ খালাসি নেতা রেকর্ড এক্টইর পরামর্শে মায়ামিতে খালাসীদের বার্ষিক সম্মলনে চলে গেলেন। চোখে জল আর কণ্ঠে দৃঢ়তা নিয়ে বাংলাদেশের গণহত্যার কথা তিন মিনিটের বক্তৃতায় সবাইকে বাকরুদ্ধ করে দিলেন। নেতার নির্দেশে সমস্ত আমেরিকার বন্দরে এর পর থেকে আর কোনো আমেরিকার অস্ত্র পাকিস্তানি জাহাজে উঠেনি। এমন দুঃসময়ে কী বিরাট অর্জন ছিল সেটি !

রূপকথার এই গল্প যখন ফিলাডেলফিয়া এসে শুনলাম সেদিন থেকে শুধু গর্বিতই হলাম না, সাধারণ শান্তিকামী আমেরিকান এবং কালো মানুষের জন্য হৃদয়ে একটি সম্মানজনক স্থান করে নিলাম।

ব্যস্ততার মাঝেও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ ডেলাওয়্যার ভ্যালি সংগঠনটির পুনর্জীবিত করার চেষ্টা শুরু করলাম। ড: মোনায়েম চৌধুরী, সুষম এবং সুস্মিতা গুহ রায়, ডাঃ ফাতেমা আহমেদ, আবু আমিনুর এবং শেলী রহমান, ড: ফারুক ও নাসরীন সিদ্দিকী সহ অনেকের আন্তরিক চেষ্টায় অন্যান্য বাংলাদেশিদের সংঘটিত করতে থাকলাম।

ফিলাডেলফিয়াতে অনেক কর্ম তৎপরতা শুরু হল। যোগাযোগ বাড়তে লাগলো। ডিভি ভিসা পেয়ে আগত অনেক জেলা থেকে মানুষের পদচারণার সাথে সাথে গড়ে উঠতে লাগলো নতুন সংগঠন, নতুন ব্যবসা, নতুন আবাসন, নতুন মসজিদ আর মন্দির, স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন নতুন নেতৃত্ব।

ব্যবসার ক্ষেত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু তাহেরের সহায়তায় অনেকে নতুন জীবন খুঁজে পেল, বিভিন্ন আনাচে কানাচে প্রাণের সঞ্চার হতে লাগলো। আপার ডার্বিতে কামাল, সিদ্দিক ও অন্যান্যদের সহায়তায় মসজিদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। ওয়েস্ট ফিলাডেলফিয়ায় মীর হোসাইন, মুসা, হারিস, জানে আলম, জসিম এবং সবচেয়ে উৎসাহী প্রয়াত নুরুল কবিরের নেতৃত্বে সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে একটি মসজিদও গড়ে উঠলো। এই মসজিদটি ছিল জনগণের ভালোবাসার ফসল। ৭ বছর চেষ্টা করার পর আমাকে সভাপতি করে মীর হোসাইনের একান্ত চেষ্টায় এবং সবার সহায়তায় তৈরি হল মাসজিদ। আমার কথা ছিল শুধু নামাজ পড়া নয় এখন থেকে নতুন অভিবাসীদের সর্বক্ষেত্রে সহায়তা করার উদ্যোগ নিতে হবে। চেষ্টা চলতে থাকলো। এরমধ্যে আলী জাকের ও নাজনীন এর নিজ গৃহে ৫ দিন বিনা পয়সায় হোম ওয়ার্ক করার উদ্যোগ "মোদের পাঠশালা" একটি অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠলো। প্রবাসে নতুন আসা ব্যস্ত মা বাবার প্রজন্মদের ভালো শিক্ষার জন্য এই গুরু দায়িত্ব একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। প্রথম ১৫ বছর দূর দূরান্ত থেকে সপ্তাহে ৫ দিন বাংলাদেশী পেশাজীবিরা ছোটদের পড়াতে আসতেন। নিজের কমিউনিটিকে নিজ সময় ও মেধা দিয়ে বিনা মূল্যে সাহায্য করার এই সহমর্মিতা হয়ে গেল একটি কিংবদন্তী। অনেকের অবদানের মধ্যে ১৫ বছর একটানা সালাহউদ্দিন আহমেদ তারেকের (আমার বড় ভাই) ভূমিকা সর্ব ক্ষেত্রে ছিল অসাধারণ।

আমার চোখের সামনে বড় হতে লাগলো বাংলাদেশী কমিউনিটি। নর্থ ফিলাডেলফিয়ার বাঙালি কমিউনিটি অনেক বড় হতে লাগলো আর প্রসারিত হতে থাকলো সব অঙ্গনে বাংলাদেশিদের অবদান। ফিলাডেলফিয়াতে ডঃ নিনা আহমেদ এদেশের রাজনীতি করার জন্য নির্বাচিত অগ্রদূত। তাকে সামনে রেখে রাজনৈতিক অঙ্গনেও আজ উৎসাহ বাড়তে থাকলো।

আমি ফিলাডেলফিয়ার বাইরে আমেরিকার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে থাকলাম। নিজের পেশায় টাকা অর্জনের পরিবর্তে সম্মান ও বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের জীবন বেছে নিলাম। বাবা ছিলেন মুক্তি যুদ্ধে শহীদ। সিলেট মেডিকেল কলেজের সার্জারির প্রধান, যাকে পাকিস্তানী সৈনরা ১৯৭১ এর ৯ এপ্রিল হাসপাতালের মধ্যে রোগীদের অপেরেশন করার সময় হত্যা করে।

আমি তখন মেডিকেলের প্রথম বর্ষের ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধে বিদ্রোহী দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে সেক্টর ৩ এ সম্মুখ সমরে লিপ্ত। দেশ স্বাধীন হবার পর নিজের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যেন এই বেঁচে আসা দ্বিতীয় জীবনে আমৃত্যু মানুষের ভালো কাজ করে যেতে পারি। তাই চেষ্টা করে যাই আমেরিকা এবং বাংলাদেশে ভালো কাজ করার জন্য সময় এবং সুযোগ যেন কাজে লাগাতে পারি। আমেরিকায় বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকার (BMANA)১৯৮১ সাল থেকে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ২০০৩ থেকে ২০০৫ সভাপতি, নিউজ লেটার এবং ওয়েবসাইটের সম্পাদক (২০ বছর) সহ সব সময় সব কাজে সক্রিয় সহায়তা করে যাচ্ছি। আমেরিকায় নতুন আসা বাংলাদেশী ডাক্তারদের গত ৪০ বছর থেকে প্রতি বছর এখনো ট্রেনিং দিয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে তাদেরকে এ দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি।

প্রবাসে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেকে মুখরিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে থাকি। তার মধ্যে ৩৪ বছরের নিউ ইয়র্ক মুক্তধারা বই মেলার দুইবার আহবায়ক এবং একবার সভাপতি (পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম বাংলা বই মেলা), কাজী নজরুল ইসলামকে আমেরিকাতে পরিচয় করার জন্য ৩৩ বছরের নজরুল সম্মেলন কমিটির সহ সভাপতি, লালন শাহ, রবীন্দ্র উৎসব, প্রথম আন্তর্জাতিক বাংলা চলচিত্র উৎসবের প্রধান উপদেষ্টা সহ বিভিন্ন ভাবে অন্যদের সহায়তা দেবার চেষ্টা করি। কোভিডের সময় দুই বছরের বেশি সপ্তাহে ৫ / ৬ দিন এবং নিউ ইয়র্কের টাইম টিভিতে চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করতাম। মানুষের শিক্ষার জন্য এখনো চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন জ্ঞানের কথা নিয়ে মাঝে মাঝে প্রতিবেদন করি। অনেক স্বীকৃতি পেয়েছি তবে কোনটাই আমাকে প্রভাবিত করেনা।

২০১৮ সালে আমেরিকার কংগ্রেস অনুমোদিত সব চেয়ে বড় বেসামরিক অ্যাওয়ার্ড " এলিস আইল্যান্ড মেডেল অফ ওনার " (একজন আমেরিকান সার্জন আমার কর্মকান্ড জেনে না জানিয়ে আমার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন) পেলাম তখন মেডেলটি আমার মাকে পরিয়ে দিলাম। আমার বিদুষী মাতা (সিলেট মহিলা কলেজের ৩২ বছরের অধ্যক্ষ এবং নারী শিক্ষার সবচেয়ে বড় অগ্রদূত হোসনে আরা আহমেদ) মৃদু হেসে বলেছিলেন, মনে রেখো তোমার দায়িত্ব কিন্তু বেড়ে গেল। তাঁর অনুপ্রেরণায় আমার ভাই বোনেরা সবাই বিশেষ করে সৈয়দ জাকি হোসাইন এবং রাহাত হোসাইন নাজু আমেরিকাতে এবং বাংলাদেশে শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে শুরু করে সর্বত্র তাদের অবদান অবিস্মরণীয়। আমেরিকার মূল ধারায় তাদের তাদের সম্মান আজ আমাদের গৌরবের জায়গা।

বাংলাদেশে তো ২৫ বছর ধরে প্রতি বছর এক মাসের জন্য যাই এবং লেকচার, ট্রেইনিং ছাড়াও ঢাকার সব বড় বড় হাসপাতালে অনেক মেডিকেল ইকুইপমেন্ট, বই, বিদেশে ট্রেনিং নেয়ার জন্য অনুদান সহ বিভিন্ন কাজে সহায়তা করি। কোভিডের সময় যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন তারা আমাদের ভ্যাকসিন দিবেনা। তখন আমরা তিনজন ডাক্তার আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হারিসের মাধ্যমে কোভিড ঝড় শুরু হওয়ার আগেই বাংলাদেশে ৫ মিলিয়ন ভ্যাকসিন দিয়ে শুরু করে অনবরত দিতে পেরেছি। তখন আমি নিজের উদ্যোগে ৮৫০টি ভেন্টিলেটরও পাঠিয়েছি। সিলেটে আমি সভাপতি হয়ে ননপ্রফিট ডায়ালিসিস সেন্টার শুরু করেছি ৫ বছর থেকে। কোভিডের সময় সিলেটে একটি হাসপাতাল ছাড়া সব হাসপাতাল বন্ধ থাকায় আমরা দু'টি কোভিড আইসোলেশন এবং ট্রিটমেন্ট সেন্টার (৫০ বেড এবং ৩৫ বেড সরকারি উপজেলা হাসপাতালে) নতুন ৪৫ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দিয়ে ৬ মাস নিজ খরচে চালিয়ে মানুষের অনেক সম্মান পেয়েছি। সরকার থেকে কোনো সাহায্য পাইনি এবং আমাদের সব তহবিল শেষ হয়ে যায় কিন্তু আমাদের ভালো লাগে দেশ এবং মানুষের বিপদে কেউ না আসলেও আমরা পেছনে থাকিনি। এবছর আমাদের ১০ তলা কিডনি এবং মাল্টিস্পেশাল হাসপাতাল চালু হবে। শুধু আন্তর্জাতিক মানেরই হবেনা, এটি হবে নট ফর প্রফিট এবং গরীব সবাই সম্মানের সাথে সুচিকিৎসা পাবে। আমাদের মৃত্যুর পরও এটি চালু রাখার জন্য আমরা সাধারণ মানুষের জাকাত ফান্ড বা মাসে মাসে স্বল্প হলেও চ্যারিটি নেবার ব্যবস্থা করবো।

এদেশে নিজেদের প্রজন্মদের ভালো কাজের শিক্ষা দিতে হলে নিজে তা করে দেখাতে হবে। আমাদের মেয়ে ডাঃ নাহরীন আহমেদ (ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়ার পালমোনারি এবং আইসিইউ এর সঃ অধ্যাপক) আজকে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজাতে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে দুই দফা ওখানে থেকে চিকিৎসা দিয়ে এসেছে এবং তার টিম সব সময় কাজ করে যাচ্ছে। যখন সব মিডিয়া ইসরায়েলের মাটি থেকে থেকে সংবাদ দিতে পারছিলোনা, তখন গাজা থেকে তার বক্তব্য জাতীয় টিভিগুলিতে প্রকাশ হওয়ায় আজকে এই গণহত্যার খবর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আমরা যখন থাকবোনা আমাদের প্রজন্মরা যেন ন্যায় ও মানুষের সেবা করার ঐতিহ্য এবং সাহস নেবার শিক্ষা সৎ পিতা মাতা এবং কমুউনিটির নেতৃত্ব থেকে আহরণ করতে পারে।

অধ্যাপক ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ। টেম্পলে বিশ্ববিদ্যালয় এবং এমেরিটাস অধ্যাপক ড্রেক্সেল বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলাডেলফিয়া

বাবা দিবসে: বাবার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো অনুভূতি প্রকাশ করা, আর তা যদি হয় রক্তের সম্পর্কের। বাবাকে নিয়ে লিখতে গেলে সবসময়ই কিছু এলোমেলো ভাবনার ছবি মনে আসে, যা কলমে ধারণ করলেও ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এক সময় বাবা ছিলেন, আনন্দ ছিল, সুখ ছিল, অভাব ছিল। আজ বাবা নেই, আনন্দ নেই, সুখ নেই, অভাব নেই। আমাদের যুগে বাবা-মাকে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসি বলা হতো না। হয়তো আমরা বলতে পারিনি, তাই বাবা হারিয়ে যাওয়ার পর বুঝেছি বাবাকে কতটা ভালোবাসতাম। কতগুলো দিন, বছর হলো বাবার নিষ্পাপ মুখ খানা দেখিনা। মিস করছি বাবার স্পর্শ, বাবার মায়াভরা ডাক।

বাবা অনেক চাপা স্বভাবের ছিলেন।শারীরিক অসুস্থতা অথবা কোন মানসিক চাপ থাকলেও পরিবারের কাহাকেও বুঝতে দিতেন না। প্যারাসিটামল জাতীয় ট্যাবলেট খেয়ে চুপ করে শুয়ে থাকতেন। আমি জ্ঞান হওয়ার পর দুবার বাবাকে অসুস্থ হতে দেখেছি।দুবারই হার্ট এটাক। প্রথম বার ১৯৭৫ সালে এবং ২য় বার ১৯৮৩ ইংরেজিতে এবং ২য় বারই বাবা চট্রগ্রাম মেডিক্যাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

আমার বাবা একজন সৎ ও দায়িত্বশীল সরকারি চাকুরিজীবি ছিলেন।একজন ভালো মানুষের সমস্ত গুনাবলী উনার মধ্যে বিদ্যমান ছিলো।সি.জি.এস. কলোনি এফ ৭এ/১ বাসায় আমরা বসবাস করতাম।অফিস, বাসা, মসজিদ, বাগান ও সন্ধার পর আমাদের সামনা সামনি একতলা বাসা মরহুম রাজ্জাক চাচার বাসায় ছিলো উনাদের আড্ডা।এর বাহিরে বাজার করা ছাড়া নিয়মিতভাবেই এভাবে দিনযাপন করতেন বাবা।আর উনি যখন রাজ্জাক চাচার বাসায় যেতেন তখনই আমরা দুই ভাই ঝগড়া শুরু করতাম। মাঝে মাঝে আমার আম্মা অধৈর্য হয়ে আব্বাকে রাজ্জাক চাচার বাসা থেকে ডেকে এনে বিচার দিতেন। আর আব্বা বাসায় এসে দুই ভাইকে ডাবল বেত দিয়ে অসম্ভব মারতেন, তখন আম্মাই কান্নাকাটি করে আমাদের না মারার জন্য আব্বাকে অনুরোধ করতেন। কিন্তু আব্বা আরোও বেশী মারতেন কারন আম্মা যেন পরবর্তীতে আব্বাকে আড্ডা থেকে বাসায় না ডাকেন সেইজন্য। কিন্তু আম্মা নিয়মিতভাবেই তা করতেন।

আমাদের খেলার সময় ছিলো আসরের নামাজ পড়ার পর থেকে মাগরিবের আজান দেওয়ার আগ পর্যন্ত। আমরা সবুজ সংঘের মাঠে খেলতাম।নেছার, মিল্লাত, মিলন, অপু, তৌহিদ, শামীম ও দাঁড়ি সোহাগ তখন আমার বন্ধু ছিলো।

আসর নামাজ মসজিদে পড়ে আব্বা বাসায় আসতেন এবং মাগরিবের আজান দেওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত বাগান করতেন। আমি যখন খেলতে যাবো ঠিক সেইমুহূর্তে আব্বা আমাকে বাগান করতে ডাকতেন এবং বেড়া বাধানো ও মাটির চাকাগুলি গুড়া করতে বলতেন।তখন আমার বাবাকে অচেনা ও ভিন্ন গ্রহের একজন মানুষ মনে হতো।বেড়া বাঁধার জন্য যখন তার নীচের দিকে দিতে বলতেন আমি ইচ্ছা করে উপরে দিতাম।আবার যখন মাটির চাকা গুড়া করতে বলতেন আমি তা না করে চাকাগুলি নীচে রাখতাম এবং উপরের গুলি একটু গুড়া করে সমান করে রাখতাম। তখন বাবা রাগ করে আমাকে বাগান থেকে বার করে দিতেন। আর আমি খুশী মনে বন্ধুদের সাথে খেলতে স্কুলের মাঠে যেতাম।এখনো যখন একলা থাকি বাবার কথা মনে পড়ে তখন এসব ভেবে একা একা হাসি।আহারে আমার বাবা কত সরল ছিলেন।

আমরা এখনকার ছেলে মেয়েদের মত বাবার সাথে ফ্রি ছিলাম না। বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস ছিলো না। একটা ঘটনা বলি। আমি তখন এই.এস.সি পাশ করেছি। ভার্সিটি ভর্তি হওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি।নিজেকে যুবক যুবক ভাবছি। আমার বড় বোন মরহুম লিলি আপার সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। তখন দুলাভাই কুমিল্লা একটি কলেজের শিক্ষক। উনি ছুটি নিয়ে আমাদের বাসায় এসেছেন। অনেক ভাল সময় পার করছি। আব্বা মাগরিবের নামাজের পর বাসায় আসলেন এবং আমাকে ডাকলেন। বাগান থেকে শুকনা বেগুন গাছের ডাল দিয়ে অনবরত মারছেন। নতুন দুলাভাই আমাকে রক্ষা করার জন্য আমাকে ধরছেন। কিন্তু মার চলছে এবং দুলাভাইও মার খেলেন আমাকে সেইভ করতে যেয়ে। কিন্তু কেন সেদিন আব্বা আমাকে মেরেছিলেন তা আব্বাকে জিজ্ঞাসা করার সাহস অর্জন করতে পারিনি। তাই আজও অজানা।

বাবার যত রাগ এবং আক্ষেপ,সব ছিল আমারই ওপর।তার চোখে আমি কিছু পারি না। আমার কিছুই তাঁর মনমতো হতো না।

বাবার স্নেহময় দিক এবং শাসনের দিক, দুইটিই আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছে। তার কঠোর শাসন আমার চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাবার স্নেহ এবং শাসন ছাড়া আমি কখনোই এভাবে বেড়ে উঠতে পারতাম না।

আহা আবার যদি ফিরে পেতাম বাবাকে তাহলে আদর্শ সন্তান হতাম বাবার। অনেক অর্থকষ্টের ভিতর থেকেও তখনকার সময় আমার বড় দুই বোনকে ভার্সিটিতে লেখাপড়া করিয়েছিলেন আমার বাবা। লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি সবচেয়ে বেশি ঘোটা প্রত্যাশা করতেন, সেটি হচ্ছে ভদ্রতা।আমি কিভাবে অন্যদের সঙ্গে ব্যবহার করব, স্কুলে, বাসায়, বাসার বাইরে, সমাজে কিভাবে চলতে হবে, মানুষকে কিভাবে সম্মান করতে হবে, এসব নিয়ে ছিল তাঁর সব কথা। তাঁর পরিমিত আয়ের মতোই তাঁর পরিমাজির্ত স্বভাব।

নীতি–নৈতিকতায় দৃঢ় বাবার চরিত্রের অন্যতম আকৃষ্ট করবার মতন গুণটি ছিলো মা–বাবা, ভাই–বোনদের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য ও ভালোবাসা। একটি বিন্দু থেকে বৃত্তে এসে যা আমাদের পরিবারটির বন্ধনকে ভালোবাসার বারান্দায় রেখেছে আজীবন।যে ছোটবেলায় আমি প্রাণপণে বড় হতে চেয়েছি বাবার শাসন থেকে মুক্তির জন্য।এখন নিজের সন্তানকে বড় করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি বাবার শাসন ছাড়া সন্তানের সঠিক বিকাশ অসম্ভব।কারন বাবা হলো সূর্যের মতো তীব্র, দীপ্যমান, প্রাণশক্তি। সামনে থেকে বিকশিত করবে, দূরে থেকে ভরসা দেবে।

আমার বাবার জীবন থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলো আজও আমার জীবনকে আলোকিত করে। তাঁর পরিশ্রম, তাঁর ত্যাগ, তাঁর শাসন এবং তাঁর ভালবাসা সবকিছুই আমাকে শক্তিশালী করেছে। বাবার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা চিরকাল আমার হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ থাকবে।

বাবাকে উদ্দেশ্য করে লিখা আমার কবিতার কিছু অংশ লিখে প্রতিটি বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করলাম আজকের কলাম।

"তোমার শরীরের মায়াবী ঘ্রাণ ও তোমার স্পর্শ
আর কখনো ফিরে পাবো না জেনেও, খুঁজে ফেরি কল্পনায় তোমার স্বর্গীয় অস্তিত্বের সন্ধান।
আমার নির্ঘুম রাত্রিগুলো কাটে অসহ্য যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে,তোমাকে দেইনি প্রাপ্য সম্মান।
ব্যর্থতা বুকে,বহু অভিযোগ একে একে জেগে ওঠে দু:সহ বেদনার পাহাড়।
হৃদয় জ্বলছে আমার অনুশোচনার অঙ্গারে,ক্ষমা করে দিও আমায়।"

গোপন কথাটি রবে না গোপনে

দিনা ফেরদৌস

গোপন কথাটি তারে বলা হয়েছিল কোন এক দূর্বল মুহূর্তে। উদ্দেশ্যে ছিল, নিজেকে হালকা করা। সেও শুনেছিল মনোযোগ দিয়ে। কারণ সে ছিল কাছের কেউ। বক্তা হালকা হয়ে ভুলেও গিয়েছিল সেই সময়ের স্মৃতি। জীবনে আরও বহু ঝড় এসে গিয়েছে। ভালো সময়ও ধরা দিয়ে গেছে কখনও সখনও। এক কষ্টের স্মৃতি নিয়ে দশবার নিজে কান্নাকাটি করা গেলেও, দশবার যে শুনবে দশবার একি এনার্জি তার ধরে রাখা কঠিন। ফলে একি দুঃখের বা সুখের ঘটনা কথা বার বার শুনাতে নেই। কোন কারণে কথার কথা বলতে গিয়ে সরল মনে বহুকাল পর কথা প্রসঙ্গে কাছের ব্যক্তিটি সেই গোপন কথাটি কাউকে বলে দিল। বলার পর বুঝতে পারল বলাটা ঠিক হয়নি। তখন সেই শ্রোতাকে নিষেধ করলো কথাটি কাউকে না বলতে। এইসব ক্ষেত্রে নিশ্চিত থাকতে হবে, যাকে নিষেধ করা হবে সবার আগে এই কথাটি সেই প্রকাশ করবে। যা প্রায়ই হতে দেখা যায়।

এবার ঠিক উল্টো দিক থেকে আসা যাক। দূর্বল মুহূর্তে কাছের মানুষকে কিছু বলার পর যখন ব্যক্তির হঠাৎ মনে হলো, ইস্ ভুল করে ফেলেছি, এখন সে যদি বলে ফেলে। হয়ত সেই ব্যক্তি জীবনেও কাউকে কিছু বলবে না, মরলেও না। কিন্তু বলার কারণে বক্তার ভেতরে যেই যযন্ত্রণার সৃষ্টি হলো তা থেকে নিজের মুক্তি নেই। ঠিক তখন নিজের যান্ত্রণা কমাতে গিয়ে, যাকে গোপন কথাটি বলা হয়েছিল বিনা কারণে তার পিছনে লেগে যেতে ইচ্ছে হলো। সেই ব্যক্তির দূর্বল দিকগুলিকে খুঁজে বের করতে হবে এখনই। তাকে বিপদে ফেলতে হবে। তার সম্পর্কে আজেবাজে কথা ছড়াতে হবে। যাতে করে সেই ব্যক্তি সকলের কাছে ফাউল হয়ে যায়। এটা মানুষ করে নিজের হীনমন্যতা থেকে। যাতে করে সেই গোপন কথাটি যদি ব্যক্তিটি কখনও প্রকাশ করে, কেউ যেন তাকে বিশ্বাস না করে। সেই ব্যক্তিটি অকারণে শত্রুতে পরিণত হয়। সে যাই বলে, মনে হয় তাকে উদ্দেশ্য করেই বলছে। ফলে দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে দুই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে। অথচ কথা ছিল একজন বলে হালকা হবে, আর অন্যজন শুনে কিছু সান্ত্বনা দিবে। বেচারা হয়ত সান্ত্বনা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু অন্যের দুঃখ শুনতে গিয়ে তার নিজের জীবনে অশান্তি নেমে আসবে বুঝেনি।

এর থেকে বের হবার উপায় কি, যদি বলতে বলা হয়, তো বলবো; জীবনে ভালো সময়ের আয়ু খুব কম থাকলেও খারাপ সময় কারো কারো জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়। তখন কষ্ট থেকে বা আবেগে অথবা নিজেকে হালকা করতে গিয়ে মনের কথা কারো সাথে গরম গরম শেয়ার না করাই ভালো। দুই/ তিনদিন অপেক্ষা করে, প্রথমে একটা কাগজে নিজের রাগের সব কারণ লিখে, নিজে নিজেকে কিছু প্রশ্ন করে ও সমাধান বের করে, তারপর ছিঁড়ে ফেলে দেয়া। দ্বিতিয়ত- কাউকে যদি বলতেই হয় তো, সেইসব কথা একসময় ফাঁস হতেই পারে, এই ধারণা নিয়েই বলা। আর মনের মধ্যে রাখা উচিত; বললে বলুক গিয়ে, আমি কেয়ার করি না। আমি'ত দুনিয়ার সবাইকে মাইক লাগিয়ে বলিনি, বিশ্বাস করে নিজের কাছের মানুষকে বলেছি। সে যদি সেই বিশ্বাসের মর্যাদা না দিতে

পারে তো সে বেইমান। এতে নিজেকে দোষারোপ করার কিছু নেই।

তবে এমন কিছু সময় থাকে, যখন কেউ কিছু নিজ থেকে বললে, না শুনে উপায় থাকে না। অন্যের দুঃখ শুনার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে, অন্যের জীবনের কোন সমাধান আমাদের হাতে নেই। সমস্যা যার, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ব্যক্তিকেই সমাধান বের করতে হবে। অন্যে যা আমাদের বলে আমরা তাই শুনি, তাই জানি। একপাশ থেকে বক্তব্য শুনে, অপরপাশের বক্তব্য না জেনে সমাধান দিতে গেলে উল্টো ভেজাল বাড়তে থাকে। তাই প্রথমত কোন সমাধান দিতে যাওয়াটা বোকামি। আর দ্বিতিয়ত সমস্যা হচ্ছে, আমরা অন্যের দুঃখ শুনতে পছন্দ করি, যতটা না পছন্দ করি অন্যের আনন্দের কথা শুনতে। কিছু কিছু মানুষের নেশায় পরিণত হয়ে যায় অন্যের দুঃখ শুনা। এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করবে, যাতে ভেতরে আর কি আছে না জানলে পেটের খাবার হজম হবে না। তারপর নিজের সাথে দুঃখের তুলনা করবে মনে মনে। কখনও নিজেকে এরচেয়েও দুঃখী মনে হবে। কখনও সুখী ভেবে নিজেকে নিজে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে।

আবার নিজেকে দুঃখী দেখানোও কিছু মানুষের নেশা হয়ে যায়। ফেইসবুকে প্রায়ই দেখা যায়, এইসব নাকিকান্না। আমার এই হয়েছে, সেই হয়েছে। একবার, দুইবার, তিনবার হজম করা যায়। দুইদিন পর পর যারা আহা, উহু শুনার লোভে দুঃখ বিলি করে বেড়ায়, তখন বুঝতে হবে এটা দুঃখ নয়, মানসিক সমস্যা। এই একি ফেইসবুকে প্রতিদিন যারা গানের সাথে নেচে ভিডিও দেয়, রেস্টুরেন্টে আনন্দ করে খাচ্ছে সেইসব ছবি দেয়, বা সদ্য ডিভোর্সের পর বন্ধুদের নিয়ে খুব আড্ডা, মাস্তি করার ছবি দেয়, এমন না যে এদের কোন দুঃখ নেই। আগে বুঝতে হবে প্রতিদিনের দুঃখী মানুষদের কেউ মন থেকে পছন্দ করে না। বরং বিষন্নতা এক প্রকাশ ছোঁয়াচে রোগ।

অন্যদিকে একেবারে যদি বিপরীত ভাবে বিষয়টি নিয়ে ভাবা যায় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, তো বলবো কাছের মানুষদের সাথে দুঃখের কথা বেশি শেয়ার না করাই উত্তম। কারণ, এতে করে তাদের মনে ও জীবনে এর প্রভাব পড়তে পারে। মানুষের চিন্তার খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় আছে। আমরা মনের ডাক্তারের কাছে গিয়েও হাজার জন দুঃখের কথা বা ইতিহাস বর্ণনা করি। মনে রাখতে হবে এটা তাদের পেশা। তারা জানেন কিভাবে রোগীর ইতিহাস শুনতে হয়, রোগী সম্পর্কে জানতে হয়। এতে করে চিকিৎসা দিতে তাদের সুবিধা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের সেইভাবে অন্যের দুঃখ ধারণ করার ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। যে বলে তার কাছে তার দুঃখ অনেক বড়, কিন্তু যে শুনে সে হালকাভাবেও বিষয়টি নিতে পারে। কৌতুহল বসত সরাসরি এমন প্রশ্ন করে ফেলতে পারে যা ব্যক্তি দিতে অনিচ্ছুক। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে বলা আর একজন মনো বিশেষজ্ঞের কাছে বলার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

একি বিষয় যখন সাধারণ কোন মানুষ শুনে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে ব্যক্তির নিজের কথা নিজের মুখ দিয়ে নিয়ে আসতে চায় কথার ছলে, অপরপক্ষ উত্তর দিলেও, পরে যখন ঠান্ডা মাথায় ভাবে সবই বুঝে। সে কারণেও সম্পর্কে ফাটল ধরতে সময় লাগে না। তাই সমাধান হচ্ছে; ব্যক্তি যা বলে, যতটুকু বল, তার বাইরে তাকে কোন কিছু বলার জন্যে কৌশলে চাপ না দেয়া। দূর্বল মুহূর্তে মানুষের চিন্তা লোভ পেলেও, স্থির সময়ে সেই চিন্তা একি জায়গায় বসে থাকে না। আর তারচেয়েও বড় বিষয় কেউ যদি হালকা হওয়ার জন্যে কিছু বলে, তো বলতে দেয়া কিন্তু এই একি বিষয় নিয়ে আর কখনো কোন প্রশ্ন করো না। অনেকে ভুলে যাবার জন্যেও বলে, যাতে নিজেকে ফ্রেস করতে পারে। যদিও আমরা সাধারণ হিসাবে এটাকে দায়িত্ব হিসেবে দেখি। সেই চিন্তা থেকেই অবস্থার উন্নতি হলো কি না জানতে গিয়ে; গাড়লের মতো ব্যক্তিকে সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দেই। একবারও ভাবি না, ব্যক্তি যেই মুহূর্তে কথাগুলো শেয়ার করেছে আর এখন যেই মুহূর্তে আছে, দুটি মুহূর্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটা সময় শেষে ফেলে আসা কথা বার বার সামনে নিয়ে আসা, বিব্রতকরও হতে পারে কারো কারো জন্যে।

এইখানে যা বললাম, সম্পূর্ণ আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি। সবার সাথে না গেলেও কারো কারো যাবে। বহুবার সরলভাবে বন্ধুদের দুঃখের সাক্ষী হতে গিয়ে শত্রু হয়ে গিয়েছি কিছু প্রকাশ না করেই। পরে লজিক্যালি হিসাব মিলিয়েছি। এখন কেউ কিছু বলতে চাইলে সহজে শুনি না, আর যদি শুনতেই হয়, তো বাড়তি প্রশ্ন করি না। এই বিষয় নিয়ে যে কোনকালে কথা হয়েছিল, সেইদিকে যাই না। নিজ থেকে বললে, বলি, খেয়াল নেই, আজকাল মনে থাকে না অনেক কিছু। কথাটা মিথ্যা না, আজকাল নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু মনেও রাখতে চাই না। তবে মনে রাখতে এইসব ক্ষেত্রে নিজেকে দোষারোপ বা অনুশোচনা করার কিছু নেই। যে আমি ওকে বলে ভুল করেছি বা সময় নষ্ট করে তার কথা শুনে ভুল করেছি। এই সবকিছুই জীবনের একেকটা শিক্ষা। পড়াশোনা করে আমরা যেইসব জ্ঞান অর্জন করি, জীবনের অভিজ্ঞতা গুলো আমাদের তার থেকেও বেশি কিছু শিক্ষা দিয়ে যায়।

একজন স্বপ্নদ্রষ্টা বাবা যখন স্রষ্টা হয়ে ওঠেন

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

একজন বাবা, তিনি আপন মনে তাঁর দু'হাতের
আঙ্গুল ভেঙ্গে নিরীক্ষণ করেন উর্বরা মাটির ওম।
তিনি জানেন, যে বীজ তিনি সংরক্ষণ করেছেন
এতদিন; বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করেছেন নির্ঘুম রাত্রি
রঙিন স্বপ্ন সিথানে নিয়ে। প্রতীক্ষিত ঋতুর জন্য আপন মনে
রচনা করেছেন সূর্যের নিচে একটি বীজতলা। লালিত স্বপ্ন নিয়ে
সেখানে পানি দিয়েছেন তপ্ত-খর রোদ্দুরে। পূর্ণিমায় অমাবস্যায়
বাবা নিজের হাতের তালুতে ভূত-ভবিষ্যৎ দেখেন একজন ঋষির মতো।

একজন বাবা। বার বার হেঁটে যান তিনি, আঁতুড় ঘরের
পাশ দিয়ে। উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করেন, কখন জানি চিৎকার ক'রে ওঠে
তাঁর ঔরষে সদ্যজাত সন্তান। তিনি কায়মনে অপেক্ষা করেন, কখন একটি
প্রলম্বিত চিৎকারে মুখরিত হবে তাঁর বাড়ির আঙিনা। চিরল কামরাঙ্গা পাতার
আস্তরণ ভেদ ক'রে ঠিকরে ছুটে আসবে সোনালি রোদ্দুর! আহা কী আনন্দ!
তিনি তখন এক দৌড়ে ছুটে যাবেন তাঁর বীজতলায়। তাঁর বীজেরা কি
অঙ্কুরোদগম করেছে? দখিনা প্রাণিত বাতাসে কি কচি চারাগুলো ততক্ষণে
উদ্বাহু উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে? তাঁর প্রাণের আকুতি ধ্বনিত হয়ে উঠবে
বাতাশের গতিতে,'হা ঈশ্বর! আমি একটি কান্নার রব শুনতে চাই।
একটি নবজাতকের প্রথম চিৎকার! তুমি দাও। মেঘলা আকাশ,
তুমি দাও। বৃষ্টি; তুমি দাও। আমার আকুল প্রাণের
আকুতি তুমি শোন। ঈশ্বর!' পরক্ষণেই তিনি শুনতে পান;
তাঁর গর্ভধারিণী মায়ের চিত্রিত কণ্ঠ,
'খোকারে! তুই বাবা হয়েছিস! একজন বাবা ...!'

প্রবল উত্তেজনা নিয়ে তিনি কান পেতে থাকেন। হ্যাঁ।
ওই তো চিৎকার! বাড়ির নতুন অতিথি জানান দিয়েছে
তার আগমনবার্তা। ওই তো তাঁর মায়ের অতি আদুরে কণ্ঠ!
এবং বাবা তিনি, এক দৌড় ছুটে যান তার বীজতলায়।
তাঁর সন্তান, সে কন্যা না পুত্র; তা শোনার সময় কোথায়! সে যেই হোক!
তিনি একজন জনক বুঝতে পারেন, আকাশ ভেঙ্গে এখনই
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে আসবে! তিনি দেখতে পান ওই যে,
উত্তরের আকাশ, ওই যে পশ্চিমের আকাশ ছেয়ে গেছে মেঘে!

দখিনা বাতাশে আন্দোলিত হয়ে উঠছে তাঁর বীজতলা। কচি-চারারা
ন'ড়ে উঠছে। মনে হয় ওরাও তাঁর প্রথমজাত শিশুটির মতো চিৎকারে
পৃথিবী মাতাতে চাইছে। একজন সদ্যজাত সন্তানের পিতা। তিনি হাঁটু ভেঙ্গে
নিজেকে সমর্পণ করেন ধূলিমগ্ন-জমিনে। করজোড়ে ঈশ্বরের পদতলে
সমর্পিত হন কৃতজ্ঞ চিত্তে। দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে উচ্চারণ করেন, 'মহান ঈশ্বর তুমি!'
তিনি তাঁর দু'হাত খুলে দান করেছেন একজান স্বপ্নবিলাসী বাবাকে।
নিশ্চয় তিনি বলেছেন, 'এবার তুমি বাবা হও। এবং বহু বংশের পিতা হও।'
তাই, একজন বাবা, তিনি দেখেন সামনে
তাঁর ফলদায়ক শস্যের দিগন্তবিস্তারি মাঠ আর মাঠ!
তাঁর ঘামে সিক্ত সেই শস্য দানারা সোনালি বর্ণ ধারণ করেছে।
তাই বাবা তিনি মনে মনে হেসে বলেন,
'বটেই। স্বপ্নদ্রষ্টা আমি এবারই একজন স্রষ্টা হলাম!'

এই কী মানুষের জন্ম?

হাবীব ইমন

(১)
আব্বা কোনোদিন আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেননি। তিনি স্বপ্ন দেখতেন তার অন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আমাকে নিয়ে স্বপ্ন না দেখাটা তার ভুল ছিল না। কিংবা অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপারও ছিল না। আমার জীবন এত অতিশয় অপ্রধান আর এতটা অনিশ্চিতে ভরা, সেখানে আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাটা ভীষণ দুর্লভ চিন্তাই বটে। আমি বাঁচবো-কী মরবো, তারই তো কোনো ঠিক-ঠিকানা ছিল না। এই মরে যাচ্ছি, এই বেঁচে উঠছি। কত বেঁচে-মরার গল্প আছে।

কয়েক দিন আগের কথা, মিরপুর পল্লবীতে নোয়াখালী জিলা স্কুল প্রাক্তন ছাত্র ফোরামের সভা হলো। যার বাসায় দীর্ঘ সময়ে চলা ওই সভায় ছিলাম, তাকে আমি চিনতাম না, তিনিও আমাকে চিনতেন না। সভা শেষ হওয়ার পর তিনি আমার পরিচয় জানলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডা. আহমেদ করিম বললেন, 'তুমি সেই ছেলে! পিজি হাসপাতালে যার অ্যানেসথেসিয়া আমি করেছি। তুমি জানো সেদিন বাঁচতে না। তোমাকে বাঁচানোটা মুশকিল ছিল।' জাস্ট এ কথা বলে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আবেগে আপ্লুত হলেন। আমি নিজেও কিছুটা সময় অনুভূতিহীন ছিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে তার স্ত্রীর কাছে গেলেন। পরিচয় করালেন। তখন তার চোখ জ্বলজ্বল করছে।

তিনি আবার সবাইকে দেখাচ্ছেন, 'দেখো, ওর মাথায় যে দাগটা দেখছো, এটা সেই অপারেশনের দাগ।' কেউ যখন এ দাগের কথা জিগ্যেস করতো, আমি খুব মজা করে বলতাম, এ দা দিয়ে কোপানো দাগ। তিনি আরও যে কথা বললেন—'এ ব্রেইনে চলাফেরা কঠিন। কিন্তু ও পারছে। কিভাবে পারছে আমি জানি না।'

আব্বার মতো করে আমি হতে পারিনি। কার মতো হয়েছি আমি? কারোর মতোই হতে পারিনি। এমনকি আমি আমার মতোও হতে পারিনি। আমাকে নিয়ে আব্বা গৌরববোধ করতেন না। আমি তাকে সেই সুযোগটা দিতে পারিনি। আমি আমার অন্য ভাইবোনদের মতো আভিজাত্য-ঐশ্বর্যময় জীবন তাকে দিতে পারিনি।

(২)
আমার জীবনের শুরুটা এক বিষণ্ন বিকেলে। সেইকালে জন্ম, যে কালে অত্যাবশকীয়ভাবে একটা পুত্র সন্তান জন্ম নেওয়া মানে অনেক বড় ব্যাপার। অনেক আনন্দের ব্যাপার। সেখানে একটি প্রভাব-প্রতিভূ পরিবারে নেমে এলো সারাজীবনের বিষাদ। এ কারণে আমার আম্মাকে নানা যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, নানাজনের নানা কটু কথা শুনতে হয়েছে। একটা প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম দেওয়া একটা মায়ের বড় অপরাধ, জীবনের নানা বাঁকে বাঁকে তাকে অসহায় হতে হয়েছে।

জীবনের নানা অলিগলিতে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত পার করে আমি 'হাবীব ইমন' হয়েছি খুব ছোট করে। নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ আমার ছিল না। কোথাও কোনো জায়গায় স্থির হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। আমার কোনো উড়াউড়ি স্মৃতি নেই, আমার কোনো শৈশব-কৈশোর নেই, যে আনন্দের কথা আমি খুব একটা বলতে পারি না।

ভীষণ সংকুচিত আমার জীবন—থেমে থেমে চলা এ জীবন। একটু এগোচ্ছি, কিন্তু পিছিয়ে পড়ছি তার চেয়ে বেশি। সমস্যা আর সংকটের ভেতর দিয়ে আমার প্রতিনিয়ত কেটেছে, যাচ্ছে। আমার এক একটা রাত স্বপ্নহীন, এক একটা ঘুম স্বপ্নহীন। আজকাল ঘুমের মধ্যে আমি ভীষণ আঁতকে উঠি। কাঁপুনি ধরে। স্বপ্ন দেখতে, বড় হতে কলিজা লাগে, আমার সেই কলিজা নাই। পাথরকুচির মতো দুঃখগুলো কেবল এখানে-ওখানে ছড়িয়ে যাচ্ছে অনবরত।

আমার চারপাশে এত মানুষ, এত মানুষ; কিন্তু আমি বড্ড একা। আমার নিজের মতো কোনো মানুষ নাই। আমার কোনো লাবণ্য নেই, যার প্রভায় আমি বিকশিত হতে পারি বা পারবো। আমি সেই মানুষ, যাকে মাথায় তুলে আছাড় মারা যায়। যার

আজকাল
আমি নিজেকে মানুষ
হিসেবে পরিচয় দিতে
কুণ্ঠাবোধ করি, বড্ড সংকোচবোধ
করি। এতদিন একলা লড়াই করা
আমি আর পারছি না। আমাকে
করুণভাবে বেঁচে থাকতে হচ্ছে।
করুণা নিয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে।
এটা যে কত বড় লজ্জা আর
গ্লানির, তা হয়তো ভুক্তভোগী
ছাড়া কেউ বুঝবে না।

মধ্যে ভালোবাসার গন্ধ ছড়িয়ে প্রত্যাখান করা যায়। যাকে অনবরত কষ্ট দেওয়া যায়। যেমন খুশি তেমন সাজোর মতো আমাকে নানা পাত্রে সাজিয়ে আঘাত করা খুব সহজ। অপমান করা আরও সহজ। মাঝে মাঝে খুব অবাক হই, কিভাবে বেঁচে আছি। এ বেঁচে থাকাটা কি জরুরি? কেনইবা জরুরি? কেন মানুষের এমন নির্মম আচরণ বয়ে চলতে হবে? কোনো একক মানুষের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ যদি থাকে, তবে আমার জন্মের প্রতি বিস্তর অভিযোগ। কেনইবা আমার জন্ম হলো?

আজকাল আমি নিজেকে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করি, বড্ড সংকোচবোধ করি। এতদিন একলা লড়াই করা আমি আর পারছি না। আমাকে করুণভাবে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। করুণা নিয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। এটা যে কত বড় লজ্জা আর গ্লানির, তা হয়তো ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। কবে নিঃশেষ হবো, তার জন্য অধীর অপেক্ষা করছি। যেদিন আমি সত্যি ক্ষয় হয়ে যাবো, মাটিতে আমার কংকালসার মিশে যাবে, তখন হয়তো নিখিলেশ এসে দেখে যাবে আমাকে, তার মনে নিশ্চয় এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে—এই কী মানুষের জন্ম?

ছোটনের ঈদ

ফারুক আহম্মেদ জীবন

একেবারে নিঃস্ব, গরীব, অভাবি, সহায়সম্বলহীন স্বামীহারা এক বিধবা নারী সকিনা বানু। সে তার ছয় সাত বছরের একমাত্র ছেলে ছোটনকে নিয়ে থাকে যশোর ঝিকরগাছার কপতাক্ষ নদের পশ্চিম পাড়ের কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা একটা পল্লীগাঁয়ে। স্বামীর রেখে যাওয়া টালির ছাউনির ভাঙ্গাচুরা ছ্যাঁবড়ানো ছোট্ট একটা মাটির ঘর তার। সেই ঘরেই ছেলে ছোটনকে নিয়ে থাকে সে। জায়গা জমি অর্থ সম্পদ বলতে তার কোনো কিছুই নেই। মৃত স্বামীর শতক দুই মতো ভিটে-টুকুই তার একমাত্র সম্বল। স্বামী মারা যাওয়ার পর ছেলে ছোটনকে নিয়ে বিধবা সকিনা সেই ভিটেটুকু আঁকড়ে ধরেই পড়ে আছে।

সে, গাঁয়ের গৃহস্থদের বাড়িতে কাজ করে যেটুকু পায় তা দিয়েই ছেলে ছোটনকে নিয়ে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে-পরে কোনো রকমে বেঁচে আছে। আসলে সত্যিকার অর্থে কোনো মানুষের এভাবে বেঁচে থাকাকে বাঁচা বলে না। সমাজে অনেক বিত্তশালী লোক আছে। ইচ্ছা করলে তারা কমবেশি সহায়তা করতে পারে। কিন্তু কে-বা-কার জন্য মরে?

এইতো কয়দিন আগে সকিনার ঘরের চালের রো-বাটাম গুলো সব খসে খসে পড়ছিল। বৈশাখ জ্যোষ্ঠের এমন ঝড়বৃষ্টির মাসে বসবাসের একেবারে অনুপযোগী হয়ে উঠেছিল তার ঘরটি। আর না হয়েইবা- করবে কি? মাখন মারা যাওয়ার পর যে এই কয়বছরে একবেরের জন্যও ঘরটা মেরামত করা হয়নি। এবছর অনেক কষ্টে সকিনা ঝাড়ের একটা বাঁশ নিয়ে তার ঘরটা মেরামত করেছে।

ছোটনের বাপা মাখন বেঁচে থাকতে তাদের অবশ্য এতোটা কষ্ট ছিলো না। পরের ক্ষেতে দিনমজুর খেটে গরীবানা হালে বেশ ভালোই চলতো ওদের ছোট-খাটো সংসারটা।

কিন্তু কথায় আছে না, কপালে যদি দুঃখ থাকে, তবে যে সুখ ছেড়ে যায় তাকে! আর তাইতো এক অন্ধকার রাতে গাঁয়ের বাজার থেকে বাড়ি ফিরার সময় বিষধর সাপের কামড়ে অকালেই প্রাণটা হারিয়ে বউ আর এক বছরের ছেলে ছোটনকে চিরতরের জন্য দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে মাখন চলে গেলো পরপারে। তারপর থেকে প্রায় সময় সকিনা খেয়ে না খেয়ে অনেক কষ্টে এপর্যন্ত ছেলেটাকে বড় করেছে। এখন পুরো একটা বছরেও মাংস ওদের ভাগ্যে জোটে কিনা তার ঠিক নেই। আগে যখন বয়লার কিম্বা পোল্ট্রির মাংসের দাম আশি, একশো থেকে একশো বিশ টাকা ছিল, আর গরুর মাংসের দাম ছিল দুইশো ষাট থেকে দুইশো আশি টাকা, তখন অল্প হলেও কষ্ট করে মাঝেমধ্যে ওরা মাংস কিনে খেতে পারতো।

কিন্তু এখন আর হয় না। এখন মাংস কেনা যে ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ওসব এখন শুধুই কল্পনা। মাংসের যে লাগামহীন চড়া দাম। আর তাইতো মা, ছেলে সারাটা বছর অপেক্ষায় থাকে কবে আসবে সেই কুরবানির ঈদ! ঈদ এলেই যে ধনীদের গরু ছাগল কুরবানির বন্টন করা মাংস পেয়ে তারা একটু পরাণ ভরে খাবে।

এইতো কয়েকদিন আগের কথা, ছোটন ওর মায়ের সাথে বাজারে গিয়েছিল। মাংসের দোকানের পাশ দিয়ে আসার সময় হঠাৎ মাংসের দিকে নজর গেলো ছোটনের। নজর যেতেই মাকে ডেকে বললো, মা! ঐ দেখ গরুর গোশত ঝুলছে। কতোদিন মাংস খাই না, একটু মাংস কিনবে?

কিছুদিন আগে থাকার ঘরটা ঠিক করে সকিনার হাত এখন খালি। কিভাবে সে মাংস কিনে ছোটনকে খাওয়াবে? ছেলের মুখে অমন কথা শুনে সকিনার অন্তর কেঁদে উঠে। তার দু,চোখ ভরে যায় জলে। আড়ালে শাড়ির আঁচল দিয়ে দু,চোখের জল মোছে সকিনা। তারপর ছোটনকে কোলে টেনে নেয়। ছোটনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, বাবা ছোটন, এইতো আর মাত্র কয়েকদিন পরেই কুরবানির ঈদ। বড়লোকদের কাছ থেকে গরুর মাংসের বন্টন পাবো। তখন তুমি পেট ভরে খেও, এখন বাড়ি চলো আমার লক্ষ্মীসোনা।

ছোট হলেও মায়ের চোখের জল, অসহায় মুখ দেখে ছোটন বুঝতে পারে, তার মায়ের কাছে টাকা নেই। সে হেসে বলে, আচ্ছা মা! তারপর পেট দেখিয়ে বলে, ঈদে মাংস পেলে তুমি আর আমি পেট ভরে খাবো। সকিনা বললো, আচ্ছা খেও। তারপর ছোটন আড়চোখে বারবার গরুর মাংসের দিকে তাকাতে তাকাতে মায়ের হাত ধরে বাড়ি ফিরে আসে।

কয়েকদিনের মধ্যে দেখতে দেখতে ঈদ চলে এলো। ছোটন পাড়ার ছেলেমেয়েদের সাথে খেলতে গিয়ে ওদের বলতে শোনে গাঁয়ে কারা কারা গরু ছাগল কুরবানি দিবে। শুনে মনে মনে ছোটন খুশি হয়।

কিছুদিন
আগে থাকার ঘরটা
ঠিক করে সকিনার হাত এখন
খালি। কিভাবে সে মাংস কিনে
ছোটনকে খাওয়াবে? ছেলের মুখে
অমন কথা শুনে সকিনার অন্তর কেঁদে
উঠে। তার দু,চোখ ভরে যায় জলে।
আড়ালে শাড়ির আঁচল দিয়ে
দু,চোখের জল মোছে
সকিনা।

রাত পোহালেই ঈদের দিন। কাল মাংস খাবে সেই আনন্দে ছোটনের দু'চোখে যেন ঘুম নেই। রাতে মাকে বলে, মা, কাল সারাদিন আমি কুরবানির বন্টনের মাংস তুলে বেড়াবো। ছেলের মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখে মনে মনে সকিনাও খুশি হয়। সকালে ছোটনের ঘুম ভাঙ্গতেই দ্রুত দাঁত মেজে মায়ের কাছে চলে আসে। সকিনা ছেলেকে গোসল করিয়ে পুরোনো জামা-কাপড় টুপি আর জুতা পরিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়। তারপর বিশ টাকার নোটটি হাতে দিয়ে বলে, এটা রাখো বাবা, ঈদের মাঠে গিয়ে মিষ্টি কিনে খেও। ছোটন খুশিতে মায়ের মুখে ছোট্ট করে চুমু খায়।

ছোটন ঈদের নামাজ পড়তে ঈদগাহে চলে যায়। নামাজ শেষে মিষ্টি কিনে। নিজে খেয়ে মায়ের জন্যও মিষ্টি নিয়ে আসে বাড়িতে। তারপর মায়ের হাতে রান্না করা ফিরনী সেমাই খেয়ে কুরবানির বন্টন করা মাংস আনতে বের হয়। গাঁয়ের বিভিন্ন

জায়গায় গরু ছাগল জবাই করে কাটাকুটি চলছে। দেখে ছোটনের যেন মনে আর আনন্দ ধরে না। সেসব ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে ছোটন। একসময় অপেক্ষার পর মাংস বন্টন শুরু হলো। ছোটনের হাতে জুটলো কয়েকটা বন্টন। সেগুলো নিয়ে হাসি মুখে বাড়ি এসে মায়ের হাতে দিলো। বলল, মা, দেখো, কতো মাংস! তাড়াতাড়ি রান্না করো। আজ আমরা পেট ভরে মাংস দিয়ে ভাত খাবো। সকিনার ছেলের খুশিতে আবারো চোখ ভিজে উঠে।

কুরবানির বন্টন করা মাংস রান্না হলো। গন্ধে চারদিক মৌ মৌ করছে। ছোটন যেন আর সইতে পারছে না, কখন খাবে! সকিনা দুটো প্লেটে করে ভাত আর গরুর মাংস নিয়ে এলো। মা ছেলে আজ পেট ভরে মামস খাবে।

ছোটন গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো। সকিনা থালায় হাত থামিয়ে দিয়ে ছেলের দিকে থাকিয়ে আছে। এতো তৃপ্তি নিয়ে ছেলেকে গত এক বছরে খেতে দেখেনি সকিনা। আহা! ঈদ যদি কয়দিন পর পর আসতো! সকিনার চোখ আবারো জলে ভরে উঠলো।

ঈদ হোক মায়ের হাসি

কাজী আলম ভূঁঞা

এইতো আর মাত্র ক'দিন, দেখতে দেখতেই চলে আসছে উৎসব মুখর হাসি খুশির পবিত্র ঈদুল আযহার দিন। সন্ধ্যা হলেই দেখতে পাচ্ছি সেই বাঁকা চাঁদের লাবণ্য হাসি।এই হাসি তোমার আমার একার জন্য নয়, সারা পৃথিবীতে জ্যোৎস্না ছড়ানো হাসি। শুধু তাই নয়,তার চেয়েও অনেক বেশি হাসি লুকিয়ে আছে, কোথায় জানেন? যাক আপনাকে ভাবনায় ফেলে সময় নষ্ট করতে আমি একদম রাজি নই, আমিই বলে দিচ্ছি, সেই হাসিটা হলো পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে সন্তানের কাছে পাওয়া মায়ের মুখের হাসি।

মার্কেট গুলিতে আর প্রবেশ করতে পারছি না, শুধু

এইতো
ঈদের জামাতে যাব
চোখ যেন অন্ধ হয়ে আসছে,
বোবা কান্নার জ্বলে ঘরের মেঝেতে
আষাঢ় মাসের বন্যায় ঈদ আনন্দ
ভেসে যাচ্ছে! তবুও ঈদের জামাতে
দোয়া করে, মা-বাবার কবর জিয়ারত
করে মনে হলো, যেন তারা
জান্নাতে বাস করছেন।

ভিড় আর ভিড়। হয়তো প্রশ্ন আসছে, মূল্যস্ফীতি এত বৃদ্ধি পেয়েছে সাধারণ মানুষের হাতের নাগালের বাহিরে, তাহলে কিসের এত ভিড়? সন্তানের কান্না থামানোর ভিড়, স্বজনদের চাহিদা মিটানোর ভিড়, স্ত্রীর বিলাসিতা ক্রয়ের ভির। ধার করো, ঋণ করো, লোন তুলো, জমি বন্ধক দাও নতুবা অন্য কিছু বিক্রি করো, তবু কোরবানির পশু কিনতে ভিড় করো। শুধু চাহিদা নেই নিজের আর মায়ের।

অফিস- আদালত, ব্যাংক, শিল্প, কল কারখানায় কেমন যেন ঝুলন্ত তালা আর সিল লাগার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। শহর এলাকা শব্দ দুষণের কবল থেকে রেহাই পেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। কাঁচা বাজারে হাতেগোনা কয়েকজন! কারণ?

কারণ একদম দুধের মতো পরিস্কার। ঐযে, বছর ঘুরেই এসেছে ঈদ। কে না চায়, মা-বাবা,স্ত্রী-সন্তানের সাথে ঈদ উদযাপন করতে। হ্যাঁ, ইচ্ছে থাকলেও অনেকে পরিবারের সবার সাথে দুটি ঈদ উদযাপন করতে পারেনা।

দেশ রক্ষায় নিয়োজিত স্বাধীনতার পতাকা পাহারাদার বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা। আমিও ২৫ বৎসর যাবত এর অন্তর্ভুক্ত। এবার আমি ও নাড়ির টানে বাড়ির পানে সুযোগ পেয়েছি। এইতো লঞ্চঘাট, বাস স্টেশন, রেল স্টেশন কোথাও ভিড়ের কোন কমতি নেই। তেমনি সড়কে চাঁদাবাদি ও অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের ও কমতি নেই।প্রতিটি জায়গায় জায়গায় হয়রানি।প্রতিটি লঞ্চ-ষ্টিমার,জাহাজ,বাস ট্রেন থেকে শুরু করে প্রায় সকল প্রকার গাড়িতে অতিরিক্ত যাত্রী বহন। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের অভাব নেই। আর দুর্ঘটনা?এর প্রতিযোগিতা বরাবরের মতো কোন কমতি নেই। আহত, নিহত, এটাতো বাংলাদেশের অনেকটা কালচারে পরিণত। আর নিরাপদ সড়ক চাই এর চেয়ারম্যান, চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন,তার প্রাণপ্রিয় জীবন সঙ্গীকে সড়ক দুর্ঘটনায় হারিয়ে নিরাপদ সড়কের আন্দোলন করেই যাচ্ছে! তেমনি বোবা কান্নায় নীরবে প্রতিবাদ করে যাচ্ছে ঈদ যাত্রায় সড়ক দুর্ঘটনায় কবলিত সন্তান হাড়া মায়েরা।

হয়তো আমার মতো কপাল পোড়া অনেকেই আছে যাদের মা নেই, বাবা হাড়া তাদের ঈদ উদযাপন নিয়ে আর কি বলবো! বলার ভাষা হাড়িয়ে ফেলছি। এইতো গত কোরবানি ঈদে প্রাণ প্রিয় মাকে দু'পায়ে যখন সালাম করি, তখন মা মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেন। সেই দোয়া নিয়ে ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করি। জামাত শেষে কোরবানির পশু জবাই করে প্রতিবেশীর মাঝে বিতরণ করি।এবং মাকে নিয়ে একসাথে পরিবারের সবাই বসে খাবার খেয়েছি।কতো আনন্দ ভোগ করেছি। মা বারবার না করার পরও শাড়ি না কিনে পারলাম না। কারণ মা বলে কথা।মায়ের কাপড় না কিনে কোন আদর্শ সন্তান ঈদ উদযাপন করতে পারে কি? নিশ্চই না।

যাক দেখতে দেখতে ঈদ এসেছে, পশু থেকে শুরু করে সব কেনাকাটা ও হয়েছে। শুধু মায়ের কাপড় ছাড়া।

এইতো ঈদের জামাতে যাব চোখ যেন অন্ধ হয়ে আসছে, বোবা কান্নার জ্বলে ঘরের মেঝেতে আষাঢ় মাসের বন্যায় ঈদ আনন্দ ভেসে যাচ্ছে! তবুও ঈদের জামাতে দোয়া করে, মা-বাবার কবর জিয়ারত করে মনে হলো, যেন তারা জান্নাতে বাস করছেন। তাই বলি, প্রত্যেকের ঈদ হোক মায়ের হাসি।

ক বি তা র এ ক পা তা

একটি কবিতায় যা লেখা হয়, তা কবিতা নয়। যে দৃশ্যকল্প কবি তৈরি করেন শব্দের নির্মাণে, তারো অধিক তাঁর কবিতা। একটি দর্শনকে তিনি প্রতিষ্ঠা দেয়ার চেষ্টা করেন। একটি গল্পের মাধ্যমে তিনি তা ব্যক্ত করেন। আলো-ছায়ার রহস্যময়তায় গল্পটি তিনি বুনে তোলেন। তাকে দেখা যায়, যায় না! ধরা দেয়, দেয়না। গা ভরা তার গয়না, ফুলের সুরভী ও সৌন্দর্য্য মাখা। পূর্ব-পশ্চিমের আটজন কবির এমন আটটি কবিতা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। বিনীত আমন্ত্রণ ‘কবিতার এক পাতা’ জুন সংখ্যায়। **ফারুক ফয়সল**

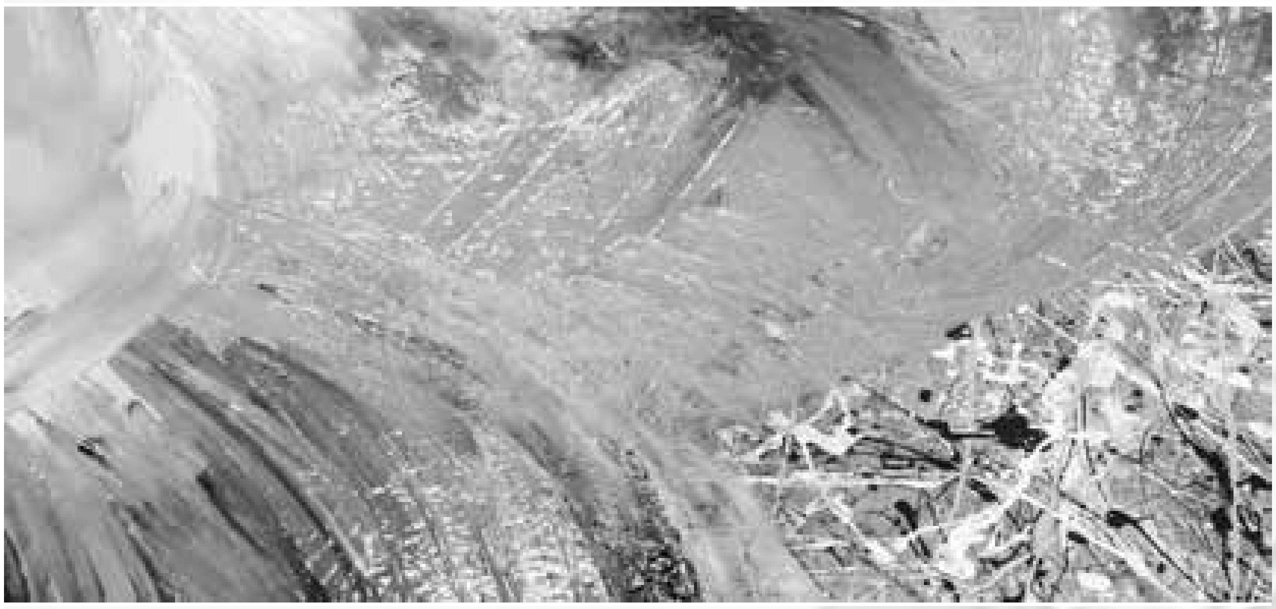

দেয়াল

লায়লা ফারজানা

আমি ঘুমের ভান করে পরে থাকি।
চলে যেতে যেতে সে আমার শুষ্ক ঠোঁট স্পর্শ করে,
কানের দুপাশে চুলগুলোকে গুছিয়ে দেয়।
আমি তার গায়ের গন্ধ পাই, কাপ্তাইয়ের ঘন সবুজ খাদ
বেয়ে নেমে যাওয়া ঘন চুলে আঁকাবাঁকা সিঁথির মত
বাদামি পথটি আমার মনে পড়ে যায়।

আমি দ্রুত ট্রেনে রওনা হই, শহরতলি থেকে
দারীদ্র, জরাজীর্ণ ভবনগুলো কাছে,
আমি ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হই।

রোদপোড়া বেগুনি গ্রাফিতিগুলো দাঁত বের করে হাসে,
অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যায়
আমি ঘুমিয়ে পড়তে ভয় পাই,
ঘুমের মধ্যে সে আমার বইগুলো এলোমেলো করে দেয়।

সহজে হয় না শেষ

শামস আল মমীন

নতুন কিছুই পুরনোকে গ্রাস করে না; বরং
গোপনে গোপনে তার মহত্ত্ব প্রকাশ করে।
চৈত্রে আমি ঝরা পাতাদের জড়ো করে রাখি।

বাড়ির বাহিরে যতো সিঁড়ি, দেয়ালের রঙ, আর
ফুলের পাপড়ি...ধুয়ে মুছে পরিপাটি রাখি
কারণ বাহির দেখে সকলেই মনে মনে ভেতরের ছবি দেখে,
কিন্তু ওরা জানে না পৌষের হলুদ পাতার নিচে

কি ভয়াবহ সবুজ। ঝরা পাতাগুলো আমি
ঝোলায় ভরতে থাকি, অমনি পাতারা
আবার ঝরতে থাকে...
আমার সহজ কাজ সহজে হয় না শেষ।
বহু দিন পর, এক অলস বিকেলে পুনরায় শুরু
করি, অমনি পাতারা আবার ঝরতে থাকে...

কবির ব্যর্থতা

কামরুল হাসান

এরা তো চামেলি নয়, চামেলির মতো বিপন্ন বকুল
বহুকাল মুখ তুলে কবিকে দেখেনি কোনো ফুল
কবিও চলে গেছে অকাতরে ছাড়িয়ে গন্ধরাজ
সুদূর সাম্পানে তুলে পুষ্পের অজস্র এস্রাজ

নিকট চাঁপার কাছে প্রার্থনায় হয়নি বিগলিত
তবু টগর নগরে এসে প্রত্যহ ঘোরে অবিরত
এদেরও মাধুর্য আছে, সৌন্দর্যে এরা টানটান
অতীতে বিস্মৃত ফুলের কাছে মেলে ধরে প্রাণ

সুরের ভেলায় ভেসে আসে যত মধুময় গান
সেসবই চামেলির সুধাগন্ধ- ভাবি দিনমান
আমি যত লস্ফমান ফুলদের বিখ্যাত খোঁপায়
গুঁজে দিতে গেছি ফুল, রুদ্র গোলাপ শাসায়

বলে, জগতের সব ফুল সম দেহ, সম সুষমা
কবির পদ্যে কেউ ঠাঁই পায়, কেউ করে না ক্ষমা।

বৃষ্টির আকাঙ্খা

মাহমুদ হাফিজ

রৌদ্রতপ্ত দিনশেষে বৃষ্টির আকাঙ্খা যখন
আমাদের মনে আকুল হয়ে ওঠে
তখন এ শহরের কোন ঠান্ডা ঘরে
টানা বেজে চলে সন্ধ্যারাগ বাগেশ্বরী...
বিস্ময়ের সুরে ভরা দশ আঙুল তোমার
নিরন্তর বাজিয়ে চলে অপ্রার্থিব সুরের লহরি।

মানুষের ঘোরলাগা চোখে
আকস্মিক ছিঁড়ে গেলে সান্ধ্যসরোদ
অবিচলিত ওষ্ঠকোণে লেগে থাকে সারগামের রেশ
আমি বসে বসে গুণতে থাকি বিস্ময়ের সুরভরা
তোমার দশটি আঙুল।

জন্মান্ধ পাখির গান

আলী সিদ্দিকী

জন্মান্ধ পাখির মতো পৃথিবীর দেহালয়ে
ঠোকর খেতে খেতে বেঁচে আছি
উত্তরণহীন নৈঃশব্দের ঋণে একান্ত মূর্তিমান

ঘ্রাণ পাই রোদের অনুভব করি উত্তাপ
বাতাস এসে জানিয়ে দেয় ঋতুর স্বভাব
মেঘের পালক নিয়ে আসে ঝড়ের আগাম বার্তা
বৃষ্টির রোদন শুনে নিরাশ্রিত আমি খুঁজি আশ্রয়

বৃক্ষ আমাকে দেয় ছায়াময় নিবিড় নিরাপত্তা
বৃক্ষাশ্রয়ী হয়ে আত্মরক্ষা করি
বৃক্ষের গায়ে মাতৃত্বের গন্ধ পাই
অচল পাখা আর দুর্বল পা আমার
বৃক্ষের বাকলে লেখে ভালোবাসার পদ্যভাষা
আমি অনন্ত নক্ষত্রের কাব্যিকতায় মগ্ন থাকি

জন্মান্ধ পাখির মতো পৃথিবীর প্রকোষ্ঠে
মৃত্যু অতিক্রম করে জীবনের গান রচনা করি।

অগ্নিজলে সুগন্ধ-শরীর পোড়ে

হোসাইন কবির

পথ গেছে সমুদ্রে
বালি আর পাথরের শরীর ছুঁয়ে

পথ গেছে দিগ্বিদিক মাটির ঘরে–
আগুনখোলায় অনন্তের আহ্বানে
অপেক্ষার রঙধনু রঙে নিবিড় আলিঙ্গনে

পথ গেছে সবুজে অরণ্যে–
গোলাপ সুগন্ধ হয়ে
অগণন মানুষের দিকে

পথ গেছে চৌরাস্তায়
যেখানে মানুষ লাল নীল সবুজ হলুদ
বাতি হয়ে জ্বলে আর নিভে

ভাবি একদিন–
পথ ও মানুষ অগ্নিজলে একাকার হবে
জন্ম-মৃত্যুর পরম্পরা ভুলে
ধূপধুনায় পোড়াবে সুগন্ধ শরীর

অপার্থিব জন্মোৎসব

রেজা শামীম

বিষণ্ন বিকেলের মরা আলোয়
শিশুটিকে রেখে গেলো ওরা এই শহরে
শূন্য ঘরে, ঠিক ওর দেহের মাপে বোনা,
এক বিপন্ন অন্ধকারে।

সে এখন শুয়ে আছে অলৌকিক আলোয়,
তার আর্ত মুখের উপর ঝুঁকে আছে
উৎসুক সব প্রতিবেশীদের মুগ্ধ মুখ,
সবাই এসেছে নতুন শিশুটিকে দেখতে।

বালিকা এনেছে তার প্রিয় খেলনা
ঝুনঝুন শব্দে তার কান্না থামাবে বলে,
বৃদ্ধ তুলে দেয় তাকে বৃদ্ধার কোলে,
যুবক জড়িয়ে রাখে তারে আলতো আদরে,
যুবতী বুকে নেয় তাকে গান শোনাতে।

বহু কোল বদল শেষে
শিশুটির কান্না থামে এক তরুণীর কোলে এসে-
যে একদিন এসেছিলো এই শহরে বহুদিন আগে,
প্রসবের রক্তক্ষরণে।

এক কুয়াশাচ্ছন্ন শহরে চলে শিশুটির অপার্থিব জন্মোৎসব।

অবশেষ

মণিকা মুনা

ভেঙে গেছি বলো না, ভেঙে গেছ বলো না
কিছুটা বেদনা সকলেই জানে
শরীর বাঁচিয়ে রাখে যেমন ক্ষুধা
তোমার বুকের কাছে তেমনই দু হাত যেতে চায়
এর চেয়ে বেদনার আর কিছু হয়!

আমাদের রাত্রিতে পতনের আগে
উদ্যানে প্রদর্শিত হলো ব্যথারহিত
রক্তাক্ত চিত্রকলা- যা তুমি
শব্দ কাঁটাতারে রেখেছ আহত করবে বলে!
যা আমি এক এক করে গেঁথেছি সুতোয়
যে যার নিজের ঈর্ষায়

শরীরে রন্ধ্র খোঁজে
অযথা রাক্ষস প্রেম, অযথা লজ্জা খোঁজে
বিভ্রম ভেঙে গেলে - তারপর
অযথাই একা হয়ে পড়ে থাকে, ভেজা
জলজ উদ্ভিদ!
ইহজীবনের প্রেম এভাবে বুলেট হয়ে শিরদাঁড়ার
নিচে শুয়ে আছে।
যতো জল ঢেলেছিলে বুকে
শুকিয়েছে, বাঁধ দেয়া এপারের নদী
আর কখনো অন্ধ হবো না আমি
সূর্যের মতো মুক্ত আমায় তুমি
কোন খাঁচায় পুষতে চাও

সেপ্টেম্বরের জন্য প্রস্তুত হোন

আজই NYC পাবলিক স্কুলস্-এ এনরোল করুন!

on.nyc.gov/NewStudents

NYC Public Schools

Eric Adams
Mayor

David C. Banks
Chancellor

/nycschools 311

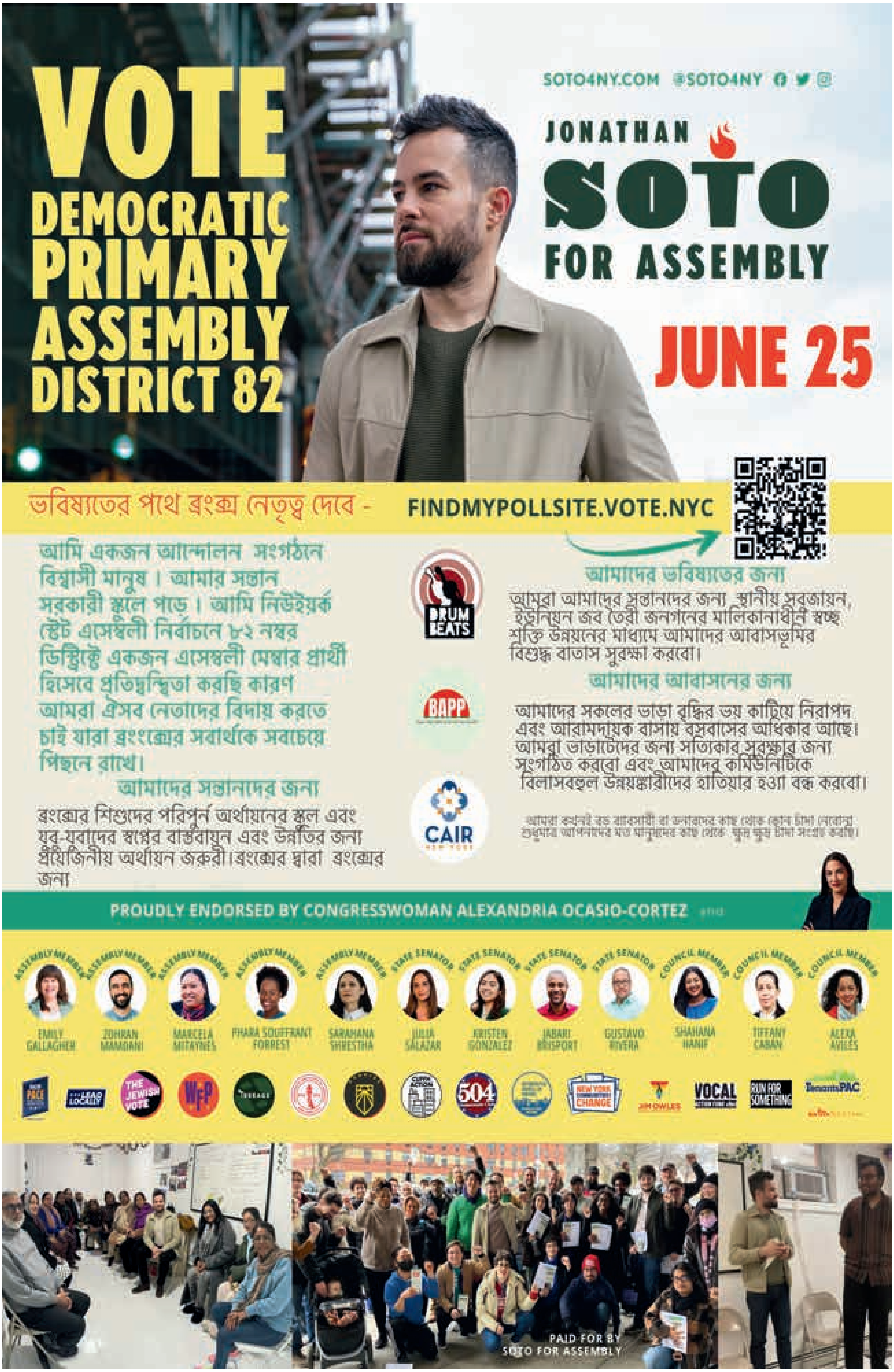
VOTE
DEMOCRATIC
PRIMARY
ASSEMBLY
DISTRICT 82
SOTO4NY.COM @SOTO4NY
JONATHAN
SOTO
FOR ASSEMBLY
JUNE 25
ভবিষ্যতের পথে ব্রংক্স নেতৃত্ব দেবে -
FINDMYPOLLSITE.VOTE.NYC
আমি একজন আন্দোলন সংগঠনে বিশ্বাসী মানুষ। আমার সন্তান সরকারী স্কুলে পড়ে। আমি নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলী নির্বাচনে ৮২ নম্বর ডিস্ট্রিক্টে একজন এসেম্বলী মেম্বার প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি কারণ আমরা ঐসব নেতাদের বিদায় করতে চাই যারা ব্রংক্সের সবার্থকে সবচেয়ে পিছনে রাখে।
আমাদের সন্তানদের জন্য
ব্রংক্সের শিশুদের পরিপুর্ন অর্থায়নের স্কুল এবং যুব-যুবাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন এবং উন্নতির জন্য প্রয়োজিনীয় অর্থায়ন জরুরী।ব্রংক্সের দ্বারা ব্রংক্সের জন্য
DRUM BEATS
BAPP
CAIR NEW YORK
আমাদের ভবিষ্যতের জন্য
আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য স্থানীয় সবুজায়ন, ইউনিয়ন জব তৈরী জনগনের মালিকানাধীন স্বচ্ছ শক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের আবাসভূমির বিশুদ্ধ বাতাস সুরক্ষা করবো।
আমাদের আবাসনের জন্য
আমাদের সকলের ভাড়া বৃদ্ধির ভয় কাটিয়ে নিরাপদ এবং আরামদায়ক বাসায় বসবাসের অধিকার আছে। আমরা ভাড়াটেদের জন্য সত্যিকার সুরক্ষার জন্য সংগঠিত করবো এবং আমাদের কমিউনিটিকে বিলাসবহুল উন্নয়নকারীদের হাতিয়ার হওয়া বন্ধ করবো।
আমরা কখনই বড় ব্যবসায়ী বা ডলারদের কাছ থেকে কোন চাঁদা নেবোনা শুধুমাত্র আপনাদের মত মানুষদের কাছ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাঁদা সংগ্রহ করছি।
PROUDLY ENDORSED BY CONGRESSWOMAN ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ and
ASSEMBLY MEMBER EMILY GALLAGHER
ASSEMBLY MEMBER ZOHRAN MAMDANI
ASSEMBLY MEMBER MARCELA MITAYNES
ASSEMBLY MEMBER PHARA SOUFFRANT FORREST
ASSEMBLY MEMBER SARAHANA SHRESTHA
STATE SENATOR JULIA SALAZAR
STATE SENATOR KRISTEN GONZALEZ
STATE SENATOR JABARI BRISPORT
STATE SENATOR GUSTAVO RIVERA
COUNCIL MEMBER SHAHANA HANIF
COUNCIL MEMBER TIFFANY CABAN
COUNCIL MEMBER ALEXA AVILES
LEAD LOCALLY
THE JEWISH VOTE
WFP
504
NEW YORK COMMUNITIES FOR CHANGE
JIM OWLES
VOCAL
RUN FOR SOMETHING
TenantsPAC
PAID FOR BY SOTO FOR ASSEMBLY

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
LAW FIRM
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

20 June 2024, Thursday, Issue 379

২০ জুন ২০২৪, ৬ আষাঢ় ১৪৩১, ১৪ জিলহজ ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

সুনামগঞ্জে হাওর অঞ্চল ও পৌর শহরের এলাকাগুলোতে নদীর পানি বাড়ছে।

সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির অবনতির শঙ্কা

ঢাকা ডেস্ক

সুনামগঞ্জে হাওর অঞ্চল ও পৌর শহরের এলাকাগুলোতে নদীর পানি বাড়ছে। এর মধ্যে আজ বুধবার ভোর থেকে একটানা বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ায় আতঙ্কে আছে মানুষ। এসব এলাকার ৫ লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হওয়ার আশঙ্কায় আছে। জেলায় ৫১৬টি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রেখেছে প্রশাসন।

বুধবার সকাল থেকে সুরমা নদীর পানি প্রবাহিত হচ্ছে ৪০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে। গতকালের চেয়ে পানি কিছুটা কমেছে। মঙ্গলবার সকালে সুরমা নদীর পানি সুনামগঞ্জ পৌর শহরের ষোলঘর

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৬

স্থাপত্য

আরাফা ইসলামিক সেন্টারের নতুন ভবন উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি

চলতি বছরের পবিত্র হজের সময় ঐতিহাসিক আরাফা'র দিনে নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় উদ্বোধন হলো 'আরাফা ইসলামিক সেন্টার'-এর নতুন ভবন। ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে ১৫ জুন শনিবার বাদ আসর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে দৃষ্টি নন্দন এই ভবনটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্র শুরু হয়। এর আগের দিন শুক্রবার প্রথম জুমার নামাজ আদায় করা হয়। সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মুসল্লী নর-নারী ভবনটিতে আয়োজিত জুমার নামাজ ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এদিকে তিন তলা বিশিষ্ট আলাফা ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে নবনির্মত মসজিদ ভবনে (৮৮-৪৯ ১৭৯ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২) ১৬ জুন রোববার ঈদুল আজহার তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৭টায়, সাড়ে ৮টায় এবং সাড়ে ৯টায়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, 'আরাফা ইসলামিক সেন্টার'টি একটি পূর্নাঙ্গ ইসলামিক সেন্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও ভবন নির্মান করা হয়েছে। এখানে ইসলামিক ক্লাস ছাড়াও নিয়মিত নামাজ আদায় সহ অন্যান্য ইসলামিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হবে।

আরাফা ইসলামিক সেন্টারের নবনির্মিত মসজিদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ মুনাজাত করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও মসজিদ পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তা ছাড়াও নিউইয়র্কের জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিপুল সংখ্যক মুসল্লী

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

টক অব দ্য উইক

মো. জয়নাল আবেদীন

'নিজ অধিকার সচেতনতার সাথে আদায় করতে হবে'

সোহানা নাজনীন

"আমরা সমাজকে সুন্দর কিছু দিতে চাই, তোমরা আমাদেরকে গ্রহণ করে নাও। আমরাও তোমাদেরকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত-এই হচ্ছে আমাদের মেসেজ। আমাদের সন্তানদের সংস্কৃতির সাথে ধর্মকে সম্পৃক্ত রাখা শেখাতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে, এই দেশ আমাদের, এই দেশকে ভালবাসতে হবে। ধর্ম এবং সংস্কৃতির পাশাপাশি এই দেশের মূল চালিকা শক্তির কাছে যেন তারা পৌঁছাতে পারে। শুধু কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ভালো রেজাল্ট করলে চলবে না। একজন ভালো নাগরিক হবার জন্যে আমাদের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

বউ পিটিয়ে ফের জেল হাজতে সোবহান

নিউইয়র্ক

সোবহানের স্ত্রী ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে অভিযোগ করলে বিবরণ শুনে পুলিশ পাঠানো হয়।

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও ভাংচুরের অভিযোগে ২য় বারের মতো জেল হাজতে গেলো শাহ সোবহান সোহাগ নামের এক বাংলাদেশী ইয়োলো ক্যাব চালক। ডিবি লটারির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট আসার পর ২০১৪ সালে স্ত্রীর একই অভিযোগে প্রথমবার হাজতে যেতে হয়েছিলো কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরের সোবহান সোহাগকে। সোবহান ২০০২ সালে ডিবি লটারির মাধ্যমে আসেন আমেরিকায় ।

শাহ সোবাহান ২০১২ সালে স্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার ঠিক দুবছর পর স্ত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগে তাকে জেল হাজতে যেতে হয়। তার ঠিক ১২ বছর পর আবারও ঘটলো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সোবহানের স্ত্রীর অভিযোগ, সাম্প্রতিককালে তার স্বামী নোয়াখালীর ফারিন নিখাদ নামের এক তরুণীর প্রেমে পড়েছেন। সেখান থেকেই শুরু দাম্পত্য

শাহ সোবহান

কলহ। ওই তরুণীর প্ররোচনায় সোবহান তার বিবাহিত স্ত্রীকে ডিভোর্স দেয়ার হুমকি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেয়ার হুমকি-ধমকি উপর্যপুরি হত্যার হুমকি দিতে থাকার এক পর্যায়ে বাসায় তার তিন সন্তানের সামনে তাকে মারধর ও বাসায়

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৬

কমিউনিটি অপ :এডে মেয়র

নতুন হেরিটেজ ওয়াকের সাথে জুনটিন্থ উদযাপন

এইচ বি রিতা

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস্ 'জুনটিন্থ' দিনটি পালন করতে যাচ্ছেন। জুনটিন্থ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে একটি ফেডারেল ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়। এটি এমন একটি দিন যা ১৯ জুন, ১৮৬৫ সালকে স্মরণ করে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্যারেড, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং ইতিহাস আলোচনা করে উদযাপন করা হয়। এই দিনেই প্রতিটি কৃষ্ণাঙ্গ দাসত্ব থেকে অবশেষে মুক্ত হয়েছিল।

সোমবার জুন ১৭, কমিউনিটি অপ :এড-এ অ্যাডামস্ বলেন,

'এই দিনটি সমস্ত আমেরিকানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এটি এমন

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com